Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 21-05-2026 09:28 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৬ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। বৃহস্পতিবার ২১মে ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৯২ সংখ্যা।। ১৪ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথম দিল্লি সফর

শুক্রে মোদি-শুভেন্দু বৈঠক!

মানস দাস ● নয়া জামানা

শপথ নেওয়ার মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যেই প্রথমবার দিল্লি সফরে যাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীতে পৌঁছনোর কথা তাঁর।রাজনৈতিক মহলে সবচেয়ে বেশি চর্চার বিষয়, এই সফরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে পারে।নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই দ্রুত গতিতে কাজ শুরু করেছে প্রশাসন।নির্বাচনী ইস্তেহারে দেওয়া একাধিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই অন্নপূর্ণা যোজনা, মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা,আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু, সীমান্ত এলাকায় বিএসএফকে জমি হস্তান্তরের মতো একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।ফলে কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয় আরও জোরদার করতেই এই দিল্লি সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।সূত্রের খবর,প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফর শেষে বৃহস্পতিবার দেশে ফিরবেন।সেই কারণেই শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বৈঠকের সম্ভাবনা প্রবল। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গেও শুভেন্দুর বৈঠক হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।দিল্লি সফরের অন্যতম বড় ইস্যু রাজ্যের আর্থিক সংকট। দীর্ঘদিনের ঋণের বোঝা ও অর্থাভাব কাটাতে কেন্দ্রের সহযোগিতা চাইতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বকেয়া অর্থ দ্রুত ছাড় করার আবেদনও জানানো হতে

পারে।একই সঙ্গে রাজ্যের আর্থিক পুনর্গঠন ও নতুন বিনিয়োগ টানার বিষয়েও আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।অন্যদিকে, মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ নিয়েও জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী-সহ মাত্র কয়েকজন মন্ত্রী শপথ নিয়েছেন।সূত্রের দাবি, সম্ভাব্য মন্ত্রীদের তালিকা ইতিমধ্যেই দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং সঙ্ঘের কাছে পাঠানো হয়েছে।তবে এখনও চূড়ান্ত অনুমোদন মেলেনি।তাই এই সফরে দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেই নতুন মন্ত্রিসভার রূপরেখা চূড়ান্ত করতে পারেন শুভেন্দু অধিকারী।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে,এই সফর শুধু সৌজন্য সাক্ষাৎ নয় বরং রাজ্যের ভবিষ্যৎ প্রশাসনিক ও আর্থিক দিকনির্দেশ নির্ধারণে বড় ভূমিকা নিতে চলেছে।

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের পুশব্যাক-বুধ থেকেই লাগু সিএএ

দীপঙ্কর দোলাই , নয়া জামানা ঃ রাজ্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বুধবার থেকেই কার্যকর করা হচ্ছে পুশব্যাক আইন। কেন্দ্র সরকারের পুরনো নির্দেশিকা মেনেই এই পদক্ষেপ।বুধবার একটি সাংবাদিক বৈঠক থেকে এমনটাই জানান মুখ্যমন্ত্রী।মুখ্যমন্ত্রী জানান, অনুপ্রবেশকারীদের রাজ্য থেকে বহিষ্কার করার বিষয়ে বিগত ২০২৫ সালেই রাজ্যকে চিঠি পাঠিয়েছিল কেন্দ্র। কিন্তু তৎকালীন তৃণমূল সরকার সেই নির্দেশিকা কার্যকর করেনি। বর্তমান বিজেপি সরকার জাতীয় নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বুধবার থেকেই সেই আইন বলবৎ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।নতুন এই নিয়মের অধীনে অনুপ্রবেশকারীদের দ্রুত চিহ্নিত ও বহিষ্কার করার জন্য পুলিশ ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো হবে।রাজ্য পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিদের চিহ্নিতকরণ ও আটক করবে।আটককৃত ব্যক্তিদের সরাসরি সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হবে।নির্দিষ্ট প্রটোকল মেনে বিএসএফ ভারতের সীমান্ত পার করে বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর হাতে তাদের হস্তান্তর করবে।মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এই প্রক্রিয়ার ফলে অত্যন্ত

ফাইল ছবি

দ্রুততার সঙ্গে ঘুসপেটিয়া বা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বাংলা থেকে বিদায় করা সম্ভব হবে।এই আইন চালুর পর থেকেই বাংলাদেশ থেকে আগত মতুয়া ও অন্যান্য উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর একাংশের মধ্যে নাগরিকত্ব হারানো বা বিতাড়িত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। সেই সংশয় দূর করে মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় আশ্বস্ত করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ,সিএএ-র আওতায় থাকা কোনকি হিন্দু ধর্মাবলম্বী বা বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে আসা সংখ্যালঘুদের এ দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে না। তাঁরা যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন।তিনি আরও সুনির্দিষ্ট করে জানান, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের অন্তর্ভুক্ত ৭টি নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ, যাঁরা ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে ভারতে এসেছেন, তাঁদের পুলিশ কোনওভাবেই হেনস্থা বা আটক করতে পারবে না।মুখ্যমন্ত্রী

সাফ জানিয়ে দেন, যাঁরা এই সিএএ-র আইনি সুরক্ষার আওতায় পড়ছেন না, তাঁদেরই একমাত্র অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে গণ্য করা হবে। বুধবার থেকেই পুলিশ প্রশাসনকে এই নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সোহম কে খুনের হুমকি

নয়া জামানা ঃ টলিউড অভিনেতা তথা তৃণমূল নেতা সোহম চক্রবর্তী অভিযোগ করলেন, এক প্রযোজক তাঁকে ফোনে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছেন। পুরনো এক সিনেমা প্রজেক্টের ১৫ লক্ষ টাকা অগ্রিম ফেরত চাওয়াকে কেন্দ্র করে এই বিতর্ক। সোহমের দাবি,ছবির কাজ প্রযোজকের কারণেই বন্ধ হয়েছিল তাই টাকা ফেরতের প্রশ্ন নেই।ফোনে গালিগালাজ, রাজনৈতিক ভয় দেখানো ও তজয় শ্রীরামদ স্লোগান দেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন অভিনেতা।ঘটনায় টলিপাড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

গঙ্গাজলে শুদ্ধিকরণ

নয়া জামানা ঃ টালিগঞ্জে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এবার সরাসরি 'অ্যাকশনে' পাপিয়া অধিকারী।গঙ্গাজল ছিটিয়ে ফেডারেশনের অফিস শুদ্ধিকরণের পরই বিস্ফোরক বার্তা অবিশ্বাস ব্রাদার্সের জমানা শেষ।দ পাশাপাশি অভিনেতা রাহুলের মৃত্যুর তদন্ত ফের শুরু করার দাবিও তোলেন বিজেপির তারকা বিধায়ক।তাঁর অভিযোগ, শিল্পীদের নিরাপত্তায় ব্যর্থ প্রযোজক মহল।টলিউডে নতুন সমীকরণের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাপিয়ার বক্তব্যে।

উত্তরবঙ্গে বুলেট ট্রেন

নয়া জামানা ঃ রাজ্যে 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার গঠনের পর এবার বুলেট ট্রেনের মানচিত্রে জুড়তে চলেছে শিলিগুড়ির নাম। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে বারাণসী পর্যন্ত হাই-স্পিড করিডরের সমীক্ষা শুরু হচ্ছে জুলাইয়ে।সব ঠিক থাকলে মাত্র ২ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে পৌঁছানো যাবে বারাণসী।

গেরুয়া শিবিরকে হারানোর পথে ককরোচ জনতা পার্টি!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ আত্মপ্রকাশের পর কেটেছে মাত্র ৪ দিন। তাতেই দেশের শাসক দলকে টেক্কা দিচ্ছে ককরোচ জনতা পার্টি! আপাতভাবে এটি একটি রাজনৈতিক দল মনে হলেও ব্যাপার ঠিক তা নয়।আত্মপ্রকাশের পর কেটেছে মাত্র ৪ দিন। তাতেই দেশের শাসক দলকে টেক্কা দিচ্ছে ককরোচ জনতা পার্টি! বুধবার রাত ১১টা পর্যন্ত পাওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ইনস্টাগ্রামে ৭.৭ মিলিয়ন ফলোয়ার হয়েছে এই পার্টির। আম আদমি পার্টির এত ফলোয়ার নেই ইনস্টাগ্রামে। খুব তাড়াতাড়ি বিজেপিকেও ছাপিয়ে যাবে এই পার্টি, এমনটাই অনুমান করা যাচ্ছে ফলোয়ার বৃদ্ধির হার দেখে।পরিসংখ্যান বলছে, ৭.৭ মিলিয়ন ফলোয়ার রয়েছে ককরোচ জনতা পার্টির ইনস্টাগ্রাম পেজে। অর্থাৎ ৭৭ লক্ষ ফলোয়ার। সেটাও মাত্র চারদিনের মধ্যেই। বর্তমানে শাসক দল বিজেপির ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার সংখ্যা ৮.৭ মিলিয়ন অর্থাৎ ৮৭ লক্ষ। যেভাবে ককরোচ জনতা পার্টির ফলোয়ার সংখ্যা বাড়ছে, তাতে এই সংখ্যাটা ছাপিয়ে যাওয়া আশ্চর্যের নয়। উল্লেখ্য, আম আদমি পার্টির ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার সংখ্যা ১.৯ মিলিয়ন। তৃণমূল কংগ্রেসের মাত্র ৫৩৭কে অর্থাৎ ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার। কংগ্রের ইনস্টাগ্রামে ১৩.২ মিলিয়ন ফলোয়ার রয়েছে, অর্থাৎ ১ কোটিরও বেশি। তাকেও ছাপিয়ে যেতে পারে ককরোচ জনতা পার্টির জনপ্রিয়তা।আসলে গত কয়েকদিন ধরে সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছে এই 'পার্টি'। আপাতভাবে এটি একটি রাজনৈতিক দল মনে হলেও ব্যাপার ঠিক তা নয়। বলা যেতে পারে, এটি একটি প্রতীকী বা ব্যঙ্গাত্মক 'রাজনৈতিক দল'।আসলে গত সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। আদালতের শুনানির সময় তিনি বলেন, তরুণ-তরুণীদের একাংশ আরশোলার মতো আচরণ করেন।দ দেশের প্রধান বিচারপতির এহেন মন্তব্য ঘিরে চর্চা শুরু হয় সমাজমাধ্যমে। নিন্দায় সরব হন নেটিজেনদের একাংশ। এরপরই প্রকাশ্যে আসে 'ককরোচ জনতা পার্টি'।'ককরোচ জনতা পার্টি'র প্রতিষ্ঠতা অভিজিৎ দীপক।

সূত্রের খবর, এর আগে তিনি আম আদমি পার্টি (আপ)-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২০ সালে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে অভিজিৎ আপের হয়ে সমাজমাধ্যমে প্রচারের কাজ করেছিলেন। নয়া এই রাজনৈতিক ফ্রন্টটির আদর্শবাণী হল- ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, অলস। ইতিমধ্যেই তারা নিট কেলেঙ্কারি-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রতিবাদেও সরব হয়েছে। সেকারণেই সোশাল মিডিয়ায় হুহু করে বাড়ছে ফলোয়ার। যুবসমাজের এই উদ্যোগ অতি ক্ষুদ্র হলেও তুচ্ছ নয়।

উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত হবে ঃ দিলীপ ঘোষ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি গ্রামীণ এলাকাগুলিতে উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করতে নতুন পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিল রাজ্য সরকার।

বুধবার গ্রামীণ উন্নয়ন ও পশুপালন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ জানান, পাহাড়ি অঞ্চলে গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্প্রসারণের বিষয়ে সরকার সক্রিয়ভাবে ভাবনা-চিন্তা করছে। মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, আমরা উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে বিশেষভাবে কাজ করছি। পাহাড়ি এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর ফলে তৃণমূল স্তরের প্রশাসনিক পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে।তিনি আরও দাবি করেন, গত ১৫ বছরে পূর্ববর্তী সরকার যেসব ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নজর দেয়নি, আমাদের সরকার সেসব ক্ষেত্রেই অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করবে।দিলীপের-এর বক্তব্য অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গের দুর্গম ও পাহাড়ি গ্রামীণ অঞ্চলে পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিশেষ করে রাস্তা, জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ ও আলোর মতো মৌলিক পরিষেবার উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হবে।

বিধানসভায় অনুপস্থিত বহু বিধায়ক

অসন্তোষ বাড়ছে তৃণমূলে

চিন্ময় চক্রবর্তী,নয়া জামানা বুধবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দলের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। ভোট-পরবর্তী হিংসা, হকার উচ্ছেদ এবং প্রশাসনিক বিভিন্ন ইস্যুতে বিধানসভার আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে তৃণমূল বিধায়করা অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেন। তবে মোট ৮০ জন বিধায়কের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি অনুপস্থিত থাকায় কর্মসূচির পরিধি ও প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।এই প্রসঙ্গে বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ জানান, পরিষদীয় দলের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মসূচির দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, কিছু বিধায়ক এলাকায় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব সামলাতে ব্যস্ত থাকায় সবাই একসঙ্গে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তিনি বলেন, যেসব এলাকায় এখনও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি, সেখানে স্থানীয় সমন্বয় ও প্রশাসনিক যোগাযোগ বজায় রাখার প্রয়োজন ছিল বলেই একাংশ বিধায়ককে মাঠে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়।

বুলডোজার রাজ ইস্যুতে বিরোধীদের কড়া সমালোচনাও করেন কুণাল ঘোষ। অতীত ও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি টেনে তিনি পাল্টা প্রশ্ন তোলেন।এদিকে, ভোটের পর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কিছু বিধায়কের অবস্থান ও বক্তব্য ঘিরে অস্বস্তির আবহ তৈরি হয়েছে। পুনর্নির্বাচন ও ফলতার এক বিধায়কের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে দলের ভিতরে মতপার্থক্য প্রকাশ্যে আসে বলে রাজনৈতিক মহলের পর্যবেক্ষণ।এই প্রেক্ষিতে দলীয় শীর্ষ নেতৃত্ব বিষয়টি নিয়ে কালীঘাটে বৈঠক ডাকে বলে জানা যায়।

সীমান্ত সুরক্ষায় বিএসএফ-এর হাতে জমি হস্তান্তর রাজ্যের

কুশল রায়, নয়া জামানা ঃ অনুপ্রবেশ ইস্যুতে জিরো টলারেন্স বিজেপি সরকারের।রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর সীমান্ত সুরক্ষা ইস্যুতে দ্রুত পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। বুধবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার নির্মাণের জন্য ২৭ কিলোমিটার জমি বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ হাজার কিলোমিটার, যার মধ্যে প্রায় ২২০০ কিলোমিটার পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। বর্তমানে ১৬০০ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতার থাকলেও প্রায় ৬০০ কিলোমিটার অংশ এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, পূর্ববর্তী সরকার দীর্ঘদিন ধরে বিএসএফকে প্রয়োজনীয় জমি দেয়নি, যার ফলে সীমান্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়েছে।নবান্নে বিএসএফ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটি কেবল শুরু। খুব দ্রুত বাকি প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তরের কাজও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সীমান্ত

নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিএসএফকে সবরকম সহযোগিতা করবে রাজ্য সরকার।সাংবাদিক বৈঠকে তিনি আরও দাবি করেন, সীমান্তবর্তী এলাকায় অনুপ্রবেশের কারণে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত একাধিক সমস্যা তৈরি হয়েছে। নারী নিরাপত্তা, জোরপূর্বক ধর্মান্তর, অসামাজিক কার্যকলাপ এবং বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনার সঙ্গে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের যোগ থাকার অভিযোগও তোলেন তিনি। যদিও এই দাবির পক্ষে নির্দিষ্ট কোনও পরিসংখ্যান বা সরকারি তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক নির্বাচনী প্রচারে সীমান্ত নিরাপত্তা ও অনুপ্রবেশ ইস্যুকে গুরুত্ব দিয়েছিল বিজেপি নেতৃত্ব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একাধিক সভায় সীমান্ত সুরক্ষা জোরদারের আশ্বাস দিয়েছিলেন।

ভিয়েতনামের সঙ্গে ব্রহ্মোস চুক্তির দোরগোড়ায় ভারত

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভারতীয় প্রতিরক্ষা রফতানি খাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির দিকে এগোচ্ছে দেশ। ভিয়েতনামের কাছে ব্রাহ্মস বিক্রির অনুমোদন দেওয়ার বিষয়ে ভারত সরকার প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে। প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলারের (প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকা) এই সম্ভাব্য চুক্তিতে শুধু ক্ষেপণাস্ত্র নয়, লঞ্চার, রাডার এবং কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেমও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।চুক্তিটি সম্পন্ন হলে এটি হবে ফিলিপাইনের পর দ্বিতীয় দেশ হিসেবে ভিয়েতনাম-এর সঙ্গে ভারতের ব্রহ্মোস রফতানি চুক্তি। এর আগে ২০২১ সালে ফিলিপাইনের সঙ্গে প্রথম ব্রহ্মোস রফতানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেই সময় থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একাধিক দেশের সঙ্গে ভারতের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা চলছিল।প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্রহ্মোসের সম্ভাব্য এই রফতানি ভারতের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের জন্য একটি বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হবে। এতে দেশীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদন ব্যবস্থায় নতুন গতি আসবে এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা আরও প্রসারিত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, দক্ষিণ চীন সাগর অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিক উপস্থিতির প্রেক্ষাপটে ভিয়েতনাম তার প্রতিরক্ষা সক্ষমতা আধুনিকীকরণের দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। সেই পরিস্থিতিতে ব্রহ্মোস তাদের জন্য একটি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প হয়ে উঠেছে।কূটনৈতিক মহলের দাবি, দুই দেশের মধ্যে আলোচনা এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং কেবলমাত্র চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষা। চুক্তি বাস্তবায়িত হলে এটি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ভারতের প্রতিরক্ষা কূটনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।ভারত সরকার ইতিমধ্যে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের মতো একাধিক দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশের সঙ্গে ব্রহ্মোস রফতানি নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে। ফলে ভিয়েতনামের সঙ্গে সম্ভাব্য চুক্তি হলে এই অঞ্চলে ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্পের বাজার আরও বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

মৌমাছি বাঁচলে বাঁচবে পৃথিবী

প্রকৃতির এক অদ্ভুত ও বিস্ময়কর সৃষ্টি মৌমাছি। আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র আর হুল ফোটানো এক পতঙ্গ মনে হলেও, পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য আর মানব সভ্যতার টিকিয়ে রাখার নেপথ্যে এরা অন্যতম প্রধান কারিগর। প্রতি বছর ২০ মে বিশ্বজুড়ে পালিত হয় 'বিশ্ব মৌমাছি দিবস'। এই দিনটি কেবলই ক্যালেন্ডারের পাতা ওল্টানোর আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং মানব জাতিকে এক ভয়াবহ বিপর্যয় সম্পর্কে সতর্ক করার এবং প্রকৃতির এই অক্লান্ত কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক অনন্য স্মারক।একটি ছোট্ট মৌমাছি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায় মধুর খোঁজে। কিন্তু এই মধু সংগ্রহের আড়ালে ঘটে যায় প্রকৃতির সবচেয়ে বড় অলৌকিক ঘটনা;পরাগায়ন। আমরা প্রতিদিন যে খাবার টেবিলে বসি, তার প্রতি তিন গ্রাসের এক গ্রাস খাবার আসে মৌমাছির কল্যাণে। আপেল, বাদাম, টমেটো, কফি থেকে শুরু করে অসংখ্য ফল ও ফসলের উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে মৌমাছির পরাগায়নের ওপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানীদের মতে, মৌমাছি যদি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে মানব সভ্যতা বড় জোর চার বছর টিকে থাকবে। কারণ পরাগায়ন ছাড়া উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি থমকে যাবে, দেখা দেবে চরম খাদ্য সংকট, আর ভেঙে পড়বে গোটা বাস্তুতন্ত্র ।

দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমান বিশ্ব মৌমাছিদের জন্য এক নির্মম যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন, নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংস, অতিরিক্ত কীটনাশকের ব্যবহার এবং কংক্রিটের নগরায়ণ আজ মৌমাছির অস্তিত্বকে চরম সংকটে ফেলে দিয়েছে। ফসলে ব্যবহৃত বিষাক্ত রাসায়নিক মৌমাছিদের স্নায়ুতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, যার ফলে তারা মৌচাকে ফেরার পথ হারিয়ে ফেলছে। হারিয়ে যাচ্ছে তাদের চারণভূমি ও প্রাকৃতিক বাসস্থান। বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর কোটি কোটি মৌমাছি মারা যাচ্ছে, যা সামগ্রিক জীববৈচিত্র্যের জন্য এক অশনি সংকেত।বিশ্ব মৌমাছি দিবসের মূল চেতনা হলো এই নীরব সংকটকে অনুধাবন করা। মৌমাছিদের বাঁচাতে আমাদের এখনই সম্মিলিত পদক্ষেপ নিতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে ক্ষতিকর কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে জৈব চাষাবাদের দিকে ঝুঁকতে হবে। ঘরের আঙিনায়, ছাদে বা বাগানে এমন কিছু ফুলগাছ রোপণ করা উচিত যা মৌমাছিদের আকৃষ্ট করে। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন;মৌমাছিকে 'হুল ফোটানো শত্রু' না ভেবে প্রকৃতির নিঃস্বার্থ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা।

মৌমাছি বাঁচানো মানে কেবল একটি পতঙ্গকে রক্ষা করা নয়, বরং মানুষের নিজের অস্তিত্বকেই রক্ষা করা। প্রকৃতির এই ক্ষুদ্রতম প্রকৌশলীদের সুরক্ষায় রাষ্ট্র, সমাজ এবং ব্যক্তিকে একযোগে কাজ করতে হবে। মৌমাছির ডানার গুঞ্জন সচল থাকলেই সচল থাকবে আমাদের পৃথিবীর চাকা। বিশ্ব মৌমাছি দিবসে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার প্রকৃতির এই ছোট্ট বন্ধুদের জন্য আমরা পৃথিবীকে আবার নিরাপদ ও বাসযোগ্য করে তুলব।

জীবনী

রাজা রামমোহন রায়

১৭৭২ সালের ২২ মে হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন রাজা রামমোহন রায়। পিতা রামকান্ত রায় এবং মাতা তারিণি দেবীর সন্তান রামমোহন ছোটবেলা থেকেই ছিলেন অসাধারণ মেধার অধিকারী। গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর তিনি পাটনায় আরবি ও ফার্সি ভাষা শেখেন, যা তাঁকে সুফি দর্শন ও একেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট করে। পরবর্তীতে বারাণসীতে গিয়ে তিনি সংস্কৃত ভাষা এবং বেদ-উপনিষদ গভীর মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করেন। প্রাতিষ্ঠানিক ও স্বীয় চেষ্টায় তিনি ইংরেজি, হিব্রু, গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষাতেও পারদর্শিতা অর্জন করেন। বহুভাষাবিদ এই মানুষটি বিভিন্ন ধর্মের মূল গ্রন্থগুলো সরাসরি পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, যা তাঁর চিন্তাভাবনাকে সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়।

রামমোহন রায়ের কর্মজীবন ছিল বৈচিত্র্যময়। তিনি কিছুদিন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে দেওয়ান হিসেবে কাজ করেন। তবে তাঁর মূল খ্যাতি গড়ে ওঠে একজন সমাজসংস্কারক, ধর্মীয় চিন্তাবিদ ও আধুনিক ভারতের রূপকার হিসেবে। তৎকালীন হিন্দু সমাজের নানা কুসংস্কার, পুত্তলিকতা এবং জাতিভেদ প্রথা তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সব ধর্মের মূল কথাই হলো এক ঈশ্বরের আরাধনা। এই সত্য প্রচারের জন্য এবং সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করতে তিনি ১৮১৫ সালে 'আত্মীয় সভা' এবং পরবর্তীতে ১৮২৮ সালে 'ব্রাহ্মসভা' প্রতিষ্ঠা করেন, যা কালক্রমে 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হয়। তাঁর এই আন্দোলন বাংলার নবজাগরণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল।রামমোহন রায়ের জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় এবং ঐতিহাসিক কীর্তি হলো সতীদাহ প্রথা বিলোপ সাধন। তৎকালীন সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর জীবন্ত বিধবা স্ত্রীকে চিতায় পুড়িয়ে মারার এক অমানবিক প্রথা প্রচলিত ছিল। রামমোহন রায় এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে প্রমাণ করে দেখান যে, হিন্দু ধর্মে সতীদাহ প্রথার কোনো বাধ্যতামূলক স্বীকৃতি নেই। রক্ষণশীল সমাজের প্রবল বিরোধিতা ও প্রাণনাশের হুমকি উপেক্ষা করে তিনি তাঁর লড়াই চালিয়ে যান। অবশেষে তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এবং তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সহায়তায় ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর আইনিভাবে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এই ঘটনা ভারতীয় সমাজ সংস্কারের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়।

সমাজ সংস্কারের পাশাপাশি শিক্ষার আলো ছড়াতেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি প্রথাগত সংস্কৃত শিক্ষার চেয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, গণিত ও ইংরেজি শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। এ ছাড়া তিনি নিজস্ব উদ্যোগে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল এবং বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের বিকাশেও তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। তিনি 'সংবাদ কৌমুদী' ও 'মিরাত-উল-আখবার' পত্রিকার মাধ্যমে জনমত গঠন ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করেন। তৎকালীন দিল্লির মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং সম্রাটের ভাতা সংক্রান্ত একটি রাজকীয় দাবি নিয়ে ১৮৩০ সালে তিনি ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। তিনিই ছিলেন প্রথম আধুনিক ভারতীয়, যিনি সমুদ্রযাত্রা করে ইউরোপে গিয়েছিলেন। ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলে এই মহান মনীষী শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন মধ্যযুগীয় অন্ধকার থেকে আধুনিক আলোর পথে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রধান কাণ্ডারি, তাই সমাজ ও জাতির কল্যাণে তাঁর অবদান চিরকাল শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নবান্নে নতুন জমানা

প্রশাসনিক সংস্কারের নেপথ্যে কি কেবলই আস্থা পুনরুদ্ধারের তাগিদ?

সুনীল মাইতি
সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

২০২৬ সালের ৪ঠা মে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্রে যে ঐতিহাসিক পালা বদল ঘটেছে; তা কেবল একটি সরকারের পতন এবং অন্য সরকারের উত্থান নয়; বরং তা রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে একটা গভীর পরিবর্তনের ইঙ্গিত। দীর্ঘ দেড় দশকের তৃণমূল কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটিয়ে নবান্নের অলিন্দে এখন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আসীন হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভা নির্বাচনে ২০৭ টি আসনের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের পর থেকেই নতুন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষত দায়িত্ব নেওয়ার পর পরই তিনি যে একগুচ্ছ প্রশাসনিক সংস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন; তা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতিতে তুমুল কাটাছেঁড়া শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে; এই সংস্কারগুলো কি সত্যিই দীর্ঘদিনের ক্ষোভের অবসান ঘটিয়ে জনগণের আস্থা ফেরানের এক মরিয়া প্রয়াস; নাকি এক সুচতুর এবং সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক কৌশল?

পরিবর্তনের ডাক এবং প্রথম মন্ত্রিসভার বার্তা

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর পরই শুভেন্দু অধিকারী তার প্রশাসনিক সংস্কারের সলতে পাকানো শুরু করে দিয়েছেন। নবনির্বাচিত বিধানসভার স্পিকার নির্বাচনের বিশেষ অধিবেশনে তাঁর একটি প্রস্তাব রাজ্যবাসীকে চমকে দিয়েছে, তা হলো বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্ব; বিতর্ক বিল এবং বাজেট অধিবেশনের সম্পূর্ণ সরাসরি সম্প্রচার গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ পীঠস্থানের কাজকর্মকে সরাসরি জনগণের দরবারে নিয়ে যাওয়ার এই প্রয়াস আপাত দৃষ্টিতে অত্যন্ত স্বচ্ছ।

নতুন মুখ্যমন্ত্রী বার্তা দিয়েছেন

সংখ্যাগরিষ্ঠতা সরকারের থাকলেও; এই বিধানসভা আসলে বিরোধীদের।অতীতে আইনসভার ভেতরে যে ধরনের নজিরবিহীন অশান্তি এবং একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভিযোগ উঠত; এই পদক্ষেপের মাধ্যমে নতুন সরকার প্রথমেই দেখাতে চাইছে যে তারা সর্বাঙ্গীন গণতান্ত্রিক শিষ্টাচারে বিশ্বাসী। বিরোধীদের যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া এবং জনপ্রতিনিধিদের সাধারণ মানুষের কাছে দায়বদ্ধ করার এই নীতি জনগণের মনে ইতিবাচক হাওয়া তুলতে শুরু করেছে।

অনুপ্রবেশ রোধ ও সীমান্ত সুরক্ষা দ্রুততার নেপথ্যে কি?

শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক সংস্কারে প্রথম এবং সবচেয়ে বড় চমকটি এসেছে তার প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই। রাজ্য সরকার ভারত, বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স-কে জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে আগামী ৪৫ দিনের মধ্যেই জমি তুলে দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে একটি অতি সংবেদনশীল এবং বিতর্কিত ইস্যু। পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ উঠেছিল যে তারা ভোট ব্যাংকের রাজনীতি এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অজুহাতে সীমান্ত সুরক্ষায় গড়িমসি করছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের পরপরই এই বিষয়ে নবান্নের অভাবনীয় তৎপরতা দুটি বার্তা দেয়

১. নতুন সরকার জাতীয় নিরাপত্তাএবং অনুপ্রবেশের প্রশ্নে 'জিরো টলারেন্সনীতি নিয়ে চলবে।

২. কেন্দ্রের সাথে রাজ্যের যে সংঘাতের আবহ গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নকে স্তব্ধ করে রেখেছিল; তার অবসান ঘটিয়ে এক 'ডবল ইঞ্জিন'সমন্বয়ের সূচনা করা।

দুর্নীতি দমন এবং আমলাতান্ত্রিক স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ..

বিগত সরকারের শেষের দিনগুলোতে নিয়োগ দুর্নীতি; রেশনের অনিয়ম এবং স্থানীয় স্তরের তোলাবাজির ভুরিভুরি অভিযোগে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছিল। আমলাতন্ত্র এবং পুলিশ প্রশাসনের একাংশের অতি ,রাজনৈতিকীকরণ ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা তলানিতে ঠেকিয়ে ছিল। এই পরিস্থিতিতে শুভেন্দু অধিকারীর সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো রাজ্য প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনা। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই আমলা ও সচিবদের সাথে বৈঠকে করা বার্তা দিয়েছেন যে; প্রশাসনিক কাজে কোনো রকম রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব বরদাস্ত করা হবে না। প্রতিদিন দপ্তরের কাজে যাতে সচ্ছ এবং গতিশীল হয়; তার জন্য কড়া নজরদারি চালু করা হচ্ছে। পঞ্চায়েত এবং গ্রামীণ স্তরে কেন্দ্রীয় প্রকল্প গুলো (যেমন আবাসন যোজনা বা ১০০ দিনের কাজ) বকেয়া টাকা নিয়ে আসা এবং তার সুষ্ঠু বন্টন নিশ্চিত করা নতুন প্রশাসনিক সংস্কারের অন্যতম স্তম্ভ। সাধারণ মানুষের হারিয়ে যাওয়া আস্থা ফেরাতে গেলে স্বচ্ছতা আনা ছাড়া সরকারের কাছে আর কোনো বিকল্প রাস্তা খোলা নেই।

শিক্ষক নিয়োগ ও সিভিক ভলান্টিয়ার ব্যবস্থার খোল নলচে বদল..

নতুন সরকারের প্রশাসনিক সংস্কারের অন্যতম সংবেদনশীল এবং দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্তটি এসেছে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর এবং পুলিশ প্রশাসনকে কেন্দ্র করে। বিগত জমানায় শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারি রাজ্য রাজনীতিকে খাদের কিনারে এনে দাঁড় করিয়েছিল। শিক্ষিত এবং যোগ্য যুব সমাজের আস্থা পুরোপুরি তলানিতে ঠেকেছিল। এই ক্ষতের প্রলেপ দিতে নতুন মুখ্যমন্ত্রী 'ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি টিচার রিক্রুটমেন্ট প্রটোকল'এর আমুল সংস্কারের পথে হেঁটেছেন।

স্বচ্ছতা আনতে এখন থেকে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ সিসিটিভি এবং ভিডিও রেকর্ডিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একই সাথে; নিয়োগ পর্ষদের শীর্ষস্থরে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং শিক্ষাবিদদের নিয়ে একটি 'বিশেষ স্ক্রীনিং ও ওভারসাইট কমিটি' গঠন করা হয়েছে; যা রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত হয়ে কাজ করবে। যুব সমাজকে এই বার্তা দেওয়া হচ্ছে যে; মেধার বিকল্প আর কিছু হতে পারে না।

অন্যদিকে পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে রাজ্যের বিতর্কিত 'সিভিক ভলেন্টিয়ার' এবং 'গ্রীন পুলিশ' ব্যবস্থার সংস্কারে হাত দিয়েছে নবান্ন। অতীতে অভিযোগ উঠত; এই অস্থায়ী কর্মীদের একাংশকে শাসকদলের স্থানীয় ক্যাডার হিসেবে ব্যবহার করা হতো; যা মূল পুলিশ বাহিনীর পেশাদারিত্বকে কালিমালিপ্ত করছিল। শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন সিভিক ভলেন্টিয়ারদের আইন-শৃঙ্খলার সরাসরি ডিউটি থেকে সরিয়ে কেবল ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও ভিড় ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার করা হবে। তাঁদের জন্য একটি নির্দিষ্ট 'কোড অফ কন্ডাক্ট'বা আচরণবিধি তৈরি করা হচ্ছে।আইন ভাঙলে বা রাজনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকলে তাঁদের চুক্তি সরাসরি বাতিল করা হবে।এই পদক্ষেপের মাধ্যমে পুলিশ প্রশাসনের উপর সাধারণ মানুষের ভরসা ফিরিয়ে আনার এক জোরালো চেষ্টা স্পষ্ট।

আস্থা ফেরানোর মরিয়া চেষ্টা; নাকি স্বাভাবিক রাজ ধর্ম?

এখন প্রশ্ন হলো; এই সংস্কারগুলোকে কি আমরা 'জনগণের রাস্তা ফেরানোর মরিয়া প্রচেষ্টা' বলবো? গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে; পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ গত কয়েক বছরে এক ধরনের প্রশাসনিক ক্লান্তি বা এর শিকার হয়েছিলেন। মানুষ চেয়েছিলেন এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সরকারি পরিষেবা পেতে কোনো রাজনৈতিক দাদার সংশপত্র লাগবে না। শুভেন্দু অধিকারী সেই মনস্তত্ত্বকে খুব ভালো করেই বোঝেন। তিনি নিজে দীর্ঘদিন ঘাসফুলের অন্দরমহলে ছিলেন এবং পরে বিরোধী দলনেতা হিসেবে প্রতিটি প্রশাসনিক গলদকে খুঁটিয়ে দেখেছেন। ফলে তিনি জানেন; মানুষের ক্ষোভের মূল উৎসটি কোথায়।তাঁর এই সংস্কার গুলোকে কেবল 'মরিয়া প্রচেষ্টা' বলা ভুল হবে; কারণ এটি আসলে একাধারে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং অন্যধারে তার নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লড়াই। নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর সরকারি প্রাথমিক 'হানিমুন পিরিয়ড শেষ হতে সময় লাগে না। দ্রুত দৃশ্যমান কোনো পরিবর্তন না দেখাতে পারলে মানুষের মোহভঙ্গ হতেও সময় লাগবে না। তাই প্রথম দিন থেকেই ঝড়ো ব্যাটিং করে শুভেন্দু অধিকারী প্রমাণ করতে চাইছেন যে তাঁর সরকার কেবল গদি দখলের সরকার নয়; এটি 'সোনার বাংলা' গড়ার এক বাস্তবিক ব্লু প্রিন্ট।

স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও আগামী দিনের কঠিন পথ

শুভেন্দু অধিকারীর এই নতুন প্রশাসনিক মডেলের কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তিনি একদিকে যেমন কট্টরপন্থী জাতীয়তাবাদী অবস্থান (যেমন বিএসএফকে(স্ক(চ) জমি দান) সুনিশ্চিত করছেন; ঠিক অন্যদিকে আইনসভার ভেতরে সর্বদলীয় সৌজন্যের বাতাবরণ তৈরির চেষ্টা করছেন।। নবান্ন সভাঘরে সমস্ত দপ্তরের সচিব এবং নবনির্বাচিত বিধায়কদের নিয়ে যে তিনি সমন্বয় বৈঠক তিনি করেছেন; তা বুঝিয়ে দেয় যে তিনি বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনে বিশ্বাসী; যেখানে আমলাতন্ত্র এবং জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনা মূল লক্ষ্য।

তবে এই যাত্রাপথ মোটেও মসৃণ নয়। দীর্ঘ ১৫ বছরের একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার খোলনলচে রাতারাতি বদলে ফেলা সহজ কাজ নয়। নিম্ন ও মাঝারি সরকারি কর্মচারীদের একাংশের কর্মসংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটানো এবং পুলিশ প্রশাসনের রাজনৈতিক প্রভাব পুরোপুরি দূর করা নতুন সরকারের জন্য 'অ্যাসিড টেস্ট'। তাছাড়া; প্রধান বিরোধী দল হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেস যারা এখনো৮০ টি আসন নিয়ে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে) প্রতিটি প্রশাসনিক পদক্ষেপকে কঠোর আতস কাঁচের নিচে রাখবে।

পরিশেষে বলা যায়; শুভেন্দু অধিকারীর এই প্রশাসনিক সংস্কারের সূচনা পর্ব অত্যন্ত ইতিবাচক এবং সুপরিকল্পিত। একে আকরিক অর্থে 'মরিয়া প্রচেষ্টা' না বলে বলা ভালো 'আস্থা পুনরুদ্ধারের আগ্রাসী রণকৌশল। পশ্চিমবঙ্গবাসী দীর্ঘদিন ধরে যে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার জন্য চাতক পাখির মত অপেক্ষা করছিলেন; নতুন সরকার সেই প্রত্যাশাকে হাতিয়ার করেছে। তবে কেবল ঘোষণা বা প্রথম ক্যাবিনেটের চমক দিয়ে দীর্ঘ মেয়াদি আস্থা ধরে রাখা সম্ভব নয়। আগামী দিনগুলোতে এই সংস্কারগুলো গ্রাউন্ড জিরো বা প্রান্তিক মানুষের দুয়ারে কতটা সততার সাথে রূপায়িত হচ্ছে; তার উপরই নির্ভর করবে শুভেন্দু অধিকারীর এই নব প্রশাসনিক সংস্কৃতির সাফল্য এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি।

২০২৬ সালের ৪ঠা মে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্রে যে ঐতিহাসিক পালা বদল ঘটেছে; তা কেবল একটি সরকারের পতন এবং অন্য সরকারের উত্থান নয়; বরং তা রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে একটা গভীর পরিবর্তনের ইঙ্গিত। দীর্ঘ দেড় দশকের তৃণমূল কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটিয়ে নবান্নের অলিন্দে এখন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আসীন হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভা নির্বাচনে ২০৭ টি আসনের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের পর থেকেই নতুন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 21-05-2026 09:28 Page 3

মহানগর
নয়া জামানা

নোটিস ছিঁড়ে 'দাদাগিরি'!

অভিষেকের বাড়ি ঘিরে নতুন বিতর্ক

নয়া জামানাকলকাতা ঃ হরিশ মুখার্জি রোডে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর 'শান্তিনিকেতন' বাড়িকে ঘিরে ফের চাঞ্চল্য ছড়াল। কলকাতা পুরনিগমের নোটিস লাগানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই তা ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে এক বাউন্সারের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহল থেকে প্রশাসনিক স্তর সব জায়গাতেই শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক।পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িটির বৈধতা ও নির্মাণ সংক্রান্ত কিছু বিষয়ে প্রশ্ন তুলে আগেই নোটিস পাঠানো হয়েছিল। বুধবার সন্ধ্যায় ফের পুরনিগমের অ্যাসেসমেন্ট বিভাগের দুই আধিকারিক নিয়ম মেনে বাড়ির দেওয়ালে নতুন নোটিস সাঁটান। প্রথমে কোনও বাধা না এলেও, অভিযোগ মাত্র এক মিনিটের মধ্যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা এক বাউন্সার সেই নোটিস ছিঁড়ে ফেলেন।পরে সেখানে শুধু আঠার দাগ দেখা যায়।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক অস্বস্তি আরও বেড়েছে।কারণ,সরকারি নোটিস নষ্ট করা আইনত গুরুতর অপরাধ বলেই ধরা হয়। পুরনিগমের একাংশের মতে, পরপর দু'বার একই ধরনের ঘটনা ঘটায় বিষয়টি আর সাধারণ প্রশাসনিক ইস্যুতে সীমাবদ্ধ নেই।এবার আইনি পদক্ষেপের সম্ভাবনাও জোরালো হচ্ছে।বিরোধীরাও এই ঘটনাকে হাতিয়ার করেছে। বিজেপি বিধায়ক তাপস রায় বলেন, আইন সবার জন্য সমান হওয়া উচিত। প্রয়োজনে অভিযোগ দায়ের করতেই হবে। অন্যদিকে প্রাক্তন মেয়র ও আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যর প্রশ্ন তুলেছেন, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যে কড়াকড়ি দেখা যায়, প্রভাবশালীদের ক্ষেত্রেও কি একই নিয়ম কার্যকর হবে ? শুধু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িই নয়,তাঁর মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতেও একইভাবে নোটিস ছেঁড়ার অভিযোগ উঠেছে।ফলে ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাপ বাড়ছে পুর প্রশাসনের উপরও।এখন পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে কলকাতা পুরনিগম।সিসিটিভি ফুটেজ, আধিকারিকদের রিপোর্ট ও স্থানীয় তথ্য সংগ্রহ করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।প্রশাসনিক সূত্রে ইঙ্গিত, প্রয়োজন হলে অভিযোগ দায়ের থেকে শুরু করে আরও কড়া আইনি পদক্ষেপও করা হতে পারে।

ঈদে গবাদি পশু কুরবানির বিধিনিষেধ নিয়ে হাই কোর্টে মহুয়া মৈত্রের মামলা

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ ইদুল আজহা বা কুরবানির ইদকে সামনে রেখে গবাদি পশু কুরবানির ওপর রাজ্য সরকারের নতুন নির্দেশিকা ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এই নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টে একাধিক মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের মামলাও।জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জারি করা নতুন বিজ্ঞপ্তিতে যত্রতত্র বা নিয়ম বহির্ভূতভাবে গবাদি পশু হত্যা ও বিক্রির ওপর কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই নিয়মকে চ্যালেঞ্জ করেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন আবেদনকারীরা।

এই মামলায় রঘুনাথগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক আখরুজ্জামানও আবেদন জানিয়েছেন। বুধবার এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও রাজ্যের পক্ষ থেকে সময় চাওয়া হয়। ফলে শুনানি পিছিয়ে বৃহস্পতিবার করা হয়েছে।আদালত চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মহুয়া মৈত্র বলেন, কুরবানির ইদ সামনে রেখে এই নির্দেশিকার কারণে অনেক মানুষের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। তাঁর দাবি, শুধু মুসলিম সম্প্রদায় নয়, অনেক হিন্দু ব্যবসায়ীও গবাদি পশু বিক্রির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন, তাঁরাও ক্ষতির মুখে পড়বেন।তিনি আরও জানান, আইনের একটি

নির্দিষ্ট ধারার ভিত্তিতে কিছু ক্ষেত্রে ছাড় চাওয়া হয়েছে। আবেদন অনুযায়ী, কুরবানির সময় বিশেষভাবে গরু বাদ দিয়ে মোষ বা বলদ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।রাজ্য সরকারের নতুন বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এবং নির্ধারিত স্থানে গবাদি পশু কুরবানি করতে হবে। যত্রতত্র পশু হত্যা করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।সব মিলিয়ে এই নির্দেশিকা ঘিরে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার হাই কোর্টে এই মামলার শুনানির দিকে এখন নজর রয়েছে সবার।

বর্ষার আগে প্রস্তুতি বৈঠক নেই কলকাতা পুরসভায়

মেয়র-কমিশনার দূরত্বেই কি জটিলতা ? উঠছে প্রশ্ন

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ বর্ষা আসতে আর খুব বেশি দেরি নেই। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ১০ জুনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু সেই বর্ষা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি বৈঠক এখনও পর্যন্ত কলকাতা পুরসভায় হয়নি বলে জানা যাচ্ছে। ফলে শহরের নিকাশি ব্যবস্থা ও জল জমার আশঙ্কা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।পুরসভা সূত্রে খবর, প্রতি বছর মে মাসের শুরুতেই বর্ষা প্রস্তুতি নিয়ে একাধিক বৈঠক হয়। নিকাশি বিভাগ, রাস্তা বিভাগ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে তখন থেকেই পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। কিন্তু এ বছর এখনও পর্যন্ত সেই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়নি।জানা গিয়েছে, মেয়র ফিরহাদ হাকিম পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকে বৈঠক ডাকার কথা জানিয়েছিলেন। তবে প্রশাসনিক স্তরে এখনও পর্যন্ত কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি বলেই খবর। এই পরিস্থিতিতে পুরসভার ভিতরে উদ্বেগ বাড়ছে, বিশেষ করে নিকাশি বিভাগে।পুরসভার আধিকারিকদের আশঙ্কা, সময়মতো প্রস্তুতি না হলে বর্ষায় শহরের বিভিন্ন এলাকায় জল জমার সমস্যা আরও বাড়তে পারে। বিশেষ করে উত্তর ও মধ্য কলকাতায় প্রতি বছরই বর্ষার সময় জল জমে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি তৈরি হয়।সূত্রের দাবি, প্রশাসনিক স্তরে সমন্বয়ের অভাব এবং মেয়র ও পুর কমিশনারের মধ্যে দূরত্ব নিয়েও এখন চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে কোনও পক্ষই প্রকাশ্যে কিছু জানাননি, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেরি হওয়ায় নানা প্রশ্ন উঠছে।সম্প্রতি সোমবার মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে এক বৈঠকে মুখোমুখি হন বলে জানা গিয়েছে। সেখানে বর্ষা প্রস্তুতির বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়েছে, তবে কী সিদ্ধান্ত হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।উল্লেখ্য, গত বছর ভারী বৃষ্টিতে শহরের একাধিক এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে এবং একাধিক দুর্ঘটনার ঘটনাও ঘটে। সেই অভিজ্ঞতার পরও সময়মতো প্রস্তুতি বৈঠক না হওয়ায় এবারও একই পরিস্থিতির আশঙ্কা করছেন অনেকেই।রাজ্যের অন্যান্য পুরসভাতেও একই ধরনের প্রশাসনিক সমন্বয়ের অভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বলে জানা গিয়েছে। ফলে বর্ষা মোকাবিলা নিয়ে গোটা রাজ্যেই অনিশ্চয়তার ছায়া দেখা দিচ্ছে।

জরুরি বিভাগে বসবে সিসি ক্যামেরা, সরাসরি নজর রাখবে স্বাস্থ্য ভবন

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলির জরুরি বিভাগে এবার কড়া নজরদারির ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে স্বাস্থ্য দফতর। জরুরি বিভাগ ও সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে সিসি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ক্যামেরার লাইভ ফিড সরাসরি স্বাস্থ্য ভবন থেকে মনিটর করা হবে বলে জানা গিয়েছে।সূত্রের খবর, এই নজরদারির ক্ষেত্রে ক্যামেরার নিয়ন্ত্রণ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে থাকবে না। বরং পুরো ব্যবস্থার উপর কেন্দ্রীয়ভাবে নজর রাখবে স্বাস্থ্য দফতর। উদ্দেশ্য, জরুরি বিভাগে স্বচ্ছতা আনা এবং অনিয়ম রোধ করা। শুধু ক্যামেরা বসানোই নয়, জরুরি বিভাগের দায়িত্ব কাঠামোতেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে। এত দিন সেখানে এক জন জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার (জিডিএমও) ও এক জন

সিনিয়র রেসিডেন্ট থাকতেন। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এবার দু'জন জিডিএমও-র পাশাপাশি একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর চিকিৎসকও দায়িত্বে থাকবেন। দফতর সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, প্রথম পর্যায়ে শহরের পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজে এই ব্যবস্থা চালু করা হবে। পরে ধাপে ধাপে রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তা কার্যকর করা হবে।সম্প্রতি এসএসকেএম, আর জি কর, নীলরতন সরকার, কলকাতা মেডিক্যাল ও ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক হয় স্বাস্থ্যসচিব ও অন্যান্য আধিকারিকদের। সেখানেই এই সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয় বলে খবর। নতুন ব্যবস্থায় রোগী পরিষেবায় স্বচ্ছতা আনা, দালালচক্র রোধ করা এবং জরুরি বিভাগে দ্রুত ও সঠিক পরিষেবা নিশ্চিত করাই মূল লক্ষ্য বলে মনে করা হচ্ছে।

বিজেপি কর্মীদের হুমকি মামলা, মালা রায় ও তাঁর ছেলের আত্মসমর্পণ,জামিন

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ ভোট পরবর্তী হিংসা সংক্রান্ত একটি মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন তৃণমূল সাংসদ মালা রায় এবং তাঁর পুত্র নির্বাণ রায়। বুধবার আলিপুর আদালতে তাঁরা আত্মসমর্পণ করেন বলে জানা গিয়েছে। পরে আদালত তাঁদের জামিন মঞ্জুর করে।অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২৬ সালের নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর টালিগঞ্জ থানা এলাকায় অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়। সেই সময় মালা রায় এবং তাঁর ছেলে এলাকায় গিয়ে বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে অস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেন বলে অভিযোগ ওঠে।এই ঘটনায় অস্ত্র আইনে তাঁদের বিরুদ্ধে নোটিস জারি করা হয়েছিল। সেই কারণেই গ্রেপ্তারির আশঙ্কা থাকায় তাঁরা আদালতে আত্মসমর্পণ করেন বলে সূত্রের খবর।শুনানির পর আদালত দু'জনকেই জামিন দেয়। জানা গিয়েছে, ১ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁদের জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে।এই ঘটনার পর রাজনৈতিক মহলে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বিরোধী শিবিরের দাবি, ভোট পরবর্তী সময়ে এলাকায় অশান্তি ছড়ানো হয়েছিল এবং সেই ঘটনারই আইনি প্রক্রিয়া চলছে।অন্যদিকে, আদালতের এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বিষয়টি এখন আরও গুরুত্ব পাচ্ছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তরে। পুরো ঘটনার দিকে নজর রাখছে সংশ্লিষ্ট মহল।

ফোর্ট উইলিয়ামে ঘুষ কেলেঙ্কারিতে সিবিআইয়ের জালে সেনা কর্নেল

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ ফোর্ট উইলিয়ামে কর্মরত ভারতীয় সেনার এক কর্নেলকে ঘুষ কেলেঙ্কারির অভিযোগে গ্রেফতার করল সিবিআই।

অভিযোগ, সরকারি বরাত পাইয়ে দিতে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার ঘটনায় তিনি জড়িত ছিলেন বলে দাবি তদন্তকারীদের। ধৃত অফিসারের নাম হিমাংশু বালি।সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই অফিসার ইস্টার্ন কমান্ডের আর্মি অর্ডন্যান্স কোরে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, দরপত্র পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে নিয়ম ভেঙে একাধিক সংস্থাকে সুবিধা দেওয়া হয়েছে।এই ঘটনায় কানপুরের অক্ষত অগ্রবাল এবং তাঁর সংস্থা 'ইস্টার্ন গ্লোবাল

লিমিটেড'-এর বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, অক্ষত ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা সেনা আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে নিজেদের সংস্থার জন্য সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করতেন।তদন্তে উঠে এসেছে, চলতি বছরের মার্চ-এপ্রিলে একটি দরপত্র নিয়ে পার্ক স্ট্রিটে আলোচনা হয় এবং তার পরেই সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে বরাত দেওয়া হয়। সিবিআই আরও সন্দেহ করছে, ঘুষের টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে দিল্লিতে পাঠানো হয়েছিল।এই ঘটনায় আরও কয়েকজন যুক্ত থাকতে পারেন বলে অনুমান তদন্তকারীদের। ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্ক লেনদেন, কল রেকর্ড ও আর্থিক তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তীব্র গরমে শহরের তৃষ্ণা মেটাচ্ছে লস্যি ও কালো আঙুরের রস

আমরিন সুলতানা,নয়া জামানা, কলকাতা ঃ প্রচণ্ড গরম ও আর্দ্রতায় কার্যত হাঁসফাঁস অবস্থা শহরবাসীর। সকাল থেকেই রোদের তীব্রতা আর বাতাসে আর্দ্রতার কারণে ঘেমে-নেয়ে নাজেহাল মানুষজন। এই পরিস্থিতিতে স্বস্তি পেতে শহরের বিভিন্ন সরবত ও জুসের দোকানে এখন উপচে পড়ছে ভিড়।গরম থেকে কিছুটা আরাম পেতে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে টক দইয়ের ঠান্ডা লস্যি। বরফকুচি দেওয়া এই লস্যিই এখন শহরের মানুষের প্রথম পছন্দ। বিক্রেতাদের মতে, লস্যির পাশাপাশি দ্বিতীয় জনপ্রিয় পানীয় হিসেবে উঠে এসেছে কালো আঙুরের জুস। এছাড়া তৃতীয় স্থানে রয়েছে আম লস্যি, যার চাহিদাও কম নয়।কলকাতার বাজারে এক গ্লাস লস্যির দাম সাধারণত ৪০ থেকে ৫০ টাকার মধ্যে থাকছে। কিছু কিছু জায়গায় তা ৬০ টাকাও ছাড়িয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন দোকানদাররা। তবে দাম সামান্য বেশি হলেও গরমের হাত থেকে রেহাই পেতে ক্রেতারা লস্যির দিকেই ঝুঁকছেন বেশি।শহরের বিভিন্ন প্রান্তে সোমবার দেখা যায়, লস্যি ও কালো আঙুরের জুসের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। দোকানদারদের দাবি, কয়েকদিন ধরে তাপমাত্রা বাড়ার কারণে টক দইয়ের লস্যি তৈরি করতে বেশি পরিমাণ দই পাততে হচ্ছে। লস্যি তৈরিতে টক দই, জল, চিনি, কুচানো বরফ, সুগন্ধি এবং কাজু বাদামের গুঁড়ো ব্যবহার করা হচ্ছে।হাতিবাগানের এক লস্যি বিক্রেতা স্বপন সাহা জানান, তাঁর বছর চকলেট, রোজ, কেশর ও ম্যাঙ্গো লস্যির চাহিদা ভালো ছিল। তবে এবার টক দইয়ের লস্যিই বেশি জনপ্রিয়।

অন্যদিকে বড়বাজারের এম.জি. রোড এলাকার জুস বিক্রেতা সঞ্জয় সাউ বলেন, টক দইয়ের লস্যির পাশাপাশি আপেল, মিক্স ফ্রুট, অরেঞ্জ ও মৌসম্বি জুসের চাহিদাও রয়েছে।অনেকে বাস বা অফিস থেকে নেমেই সরাসরি জুসের দোকানে ভিড় করছেন। আগে এক গ্লাস ঠান্ডা পানীয় খেয়ে তৃষ্ণা মেটাচ্ছেন, তারপর আবার গন্তব্যের পথে রওনা দিচ্ছেন। কেউ কেউ বাড়ির জন্যও লস্যি কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।বাগবাজার স্ট্রিটের বাসিন্দা সমরেশ পাল জানান, গরমে টক দই শরীরের জন্য খুবই উপকারী, তাই লস্যি খাচ্ছি।শ্যামবাজার এলাকার এক দোকানে লস্যি খেতে দেখা যায় দমদমের দুই গৃহবধূকে। তাঁরা বলেন, বাড়ির কাজে বেরিয়ে প্রচণ্ড গরমে খুব কষ্ট হচ্ছিল, তাই তৃষ্ণা মেটাতে লস্যি খেলাম।

পার্ক সার্কাস কাণ্ড,ঘটনার পুনর্নির্মাণে চার অভিযুক্তকে নিয়ে এল পুলিশ,নতুন করে গ্রেফতার আরও সাত

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ পার্ক সার্কাসে ভাঙচুর ও বিক্ষোভের ঘটনায় তদন্তে নেমে বড় পদক্ষেপ নিল পুলিশ।

মঙ্গলবার চার অভিযুক্তকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে পুরো ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয়। কীভাবে বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল, কোন জায়গা থেকে ইট ছোড়া হয়েছিল এবং কীভাবে তারা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়েছিল;সবকিছুই পুলিশ তাদের সঙ্গে নিয়ে খতিয়ে দেখে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় ঠিক কীভাবে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছিল তা বোঝার জন্যই এই পুনর্নির্মাণ করা হয়। ঘটনাস্থলে প্রথমে বিক্ষোভ শুরু হওয়ার জায়গা দেখানো হয়, এরপর ভাঙচুর ও ইটবৃষ্টির ঘটনাস্থল ঘুরে দেখা হয়।এদিকে এই ঘটনায় তদন্ত আরও জোরদার করে পুলিশ নতুন করে আরও সাত জনকে গ্রেফতার করেছে। এর ফলে মোট গ্রেফতারির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬-এ।উল্লেখ্য, তিলজলায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙার প্রতিবাদে রবিবার পার্ক সার্কাসে বিক্ষোভ শুরু হয়। পরে সেই বিক্ষোভই রূপ নেয় উত্তেজনা ও সংঘর্ষে। অভিযোগ, পুলিশের দিকে ইট ছোড়া হয় এবং একাধিক গাড়ি ভাঙচুর করা হয়।ঘটনার পর থেকেই এলাকায় ব্যাপক পুলিশি নজরদারি চলছে এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে আরও অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তায় একগুচ্ছ নির্দেশিকা লালবাজারের

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা জোরদার করতে একগুচ্ছ নতুন নির্দেশিকা জারি করল লালবাজার।হাসপাতালের ভেতর ও বাইরে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং রোগী, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য বলে জানা গিয়েছে।নির্দেশিকায় হাসপাতালের দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীদের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। হাসপাতাল চত্বরে রোগী ও পরিজনদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, কঠোর তল্লাশি ব্যবস্থা এবং দালালচক্র রুখতে বিশেষ নজরদারির কথা বলা হয়েছে।এছাড়া বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীদের ডিউটি রোস্টার মেনে নিয়োগ ও নজরদারি, এবং হাসপাতালের ভিড় নিয়ন্ত্রণে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। জরুরি ও বহির্বিভাগ এলাকায় শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।উল্লেখ্য, আরজি কর কাণ্ডের পর থেকেই হাসপাতাল নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সেই প্রেক্ষিতেই লালবাজারের এই নতুন নির্দেশিকাকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 21-05-2026 09:28 Page 4

উত্তরবঙ্গ
নয়া জামানা

উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে বড় ঘোষণা বিজেপির

রিঙ্কু সরকার, নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়ন, প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করা এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে বুধবার উত্তরকন্যায় অনুষ্ঠিত হলো এক উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক। দীর্ঘ সময় ধরে চলা এই বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ত এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়, আগামী জুন মাস থেকেই রাজ্যে চালু হতে চলেছে 'জয় রামজি' নামে ১২৫ দিনের একটি নতুন কর্মসংস্থান প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জন্য অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি জনস্বার্থে আরও একটি বড় সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়। মহিলাদের যাতায়াতের সুবিধার কথা মাথায় রেখে সরকারি বাস পরিষেবায় বিশেষ ছাড় দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, আগামী জুন মাস থেকেই মহিলাদের সরকারি বাসে ভাড়া না নেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে পারে। বৈঠকে শিলিগুড়ি পুরনিগম সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগও উঠে আসে। সাংবাদিকদের সামনে দাবি করা হয়, পুরনিগমে বড়সড় দুর্নীতির অভিযোগ প্রশাসনের নজরে এসেছে।

সেই অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়। এদিন আরও জানানো হয়, যেসব পুরনিগম এলাকায় এখনও নির্বাচন সম্পন্ন হয়নি, সেখানে বর্ষা-পরবর্তী সময়ে নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশাসনিক স্তরে ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়েছে বলেও জানা যায়। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের চা-বাগান অঞ্চলগুলির উন্নয়নকে বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। চা শিল্প এবং চা-বাগান নির্ভর এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যের সফল উন্নয়ন মডেল অনুসরণের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে আধিকারিকদের। সাংসদ ও বিধায়ক জানান, উত্তরবঙ্গের উন্নয়নমূলক কাজগুলির অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনার জন্য ভবিষ্যতে প্রতি মাসে একবার করে এই ধরনের প্রশাসনিক বৈঠক আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি পুলিশ, প্রশাসন ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ির প্রশাসনিক বৈঠক থেকে

উত্তরের উন্নয়নের অঙ্গীকার মুখ্যমন্ত্রীর

প্রদীপ কুন্ডু ।। নয়া জামানা ।। শিলিগুড়ি

উত্তরবঙ্গ সফরের শুরুতেই বুধবার শিলিগুড়িতে প্রথম প্রশাসনিক বৈঠক সারলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বাগডোগরা বিমানবন্দরে পা রেখেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, উত্তরবঙ্গের মানুষের দেওয়া সমর্থন ও ভালোবাসার ঋণ তিনি উন্নয়নের মাধ্যমেই শোধ করবেন। এরপরই শিলিগুড়িতে আয়োজিত প্রশাসনিক বৈঠকে উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিরা। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রত্যাশা অনেক। সেই প্রত্যাশা পূরণ করাই সরকারের প্রধান দায়িত্ব।

তিনি জানান, আগামী দিনে এই অঞ্চলের পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হবে। রাস্তা ও সেতু নির্মাণ, স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তার এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেন তিনি। প্রশাসনিক বৈঠকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়। পাহাড় ও সমতল এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও মজবুত করা, প্রত্যন্ত এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা দূর করা, কৃষকদের সহায়তায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দেন, কোনও প্রকল্প যাতে দীর্ঘসূত্রিতার শিকার না হয়, সেদিকে প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, সাধারণ মানুষের সমস্যার দ্রুত সমাধান নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি পরিষেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখার পাশাপাশি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার বার্তাও দেন তিনি।

তাঁর কথায়, উন্নয়ন তখনই অর্থবহ হয়, যখন তার সুফল সরাসরি সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছায়। শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রথম প্রশাসনিক বৈঠক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গকে উন্নয়নের নতুন মডেল হিসেবে গড়ে তোলার যে অঙ্গীকার মুখ্যমন্ত্রী করেছেন, তা বাস্তবায়িত হলে আগামী দিনে এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক চিত্রে বড় পরিবর্তন আসবে বলে আশাবাদী স্থানীয় বাসিন্দারা।

জয়গাঁয় মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পুলিশের

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ জেলাজুড়ে মাদকপাচার রুখতে আরও এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। বুধবার জয়গাঁ থানা এলাকায় গোপন সূত্রের ভিত্তিতে চালানো এক অতর্কিত অভিযানে প্রায় ২০০ গ্রাম ব্রাউন সুগারসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়গাঁ থানা এলাকায় মাদক পাচারের খবর পেয়ে এসওজি ও জয়গাঁ থানার পুলিশের একটি বিশেষ দল যৌথভাবে অভিযান চালায়।

জিএসটি মোড় সংলগ্ন এলাকায় ওত পেতে থাকা পুলিশ সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশি চালায়। তল্লাশিতে তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ সন্দেহভাজন ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়, যার বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা বলে অনুমান। উদ্ধার হওয়া মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং ধৃতের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মাদক চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জেলা পুলিশ জানিয়েছে, সমাজকে মাদকমুক্ত রাখতে আগামী দিনেও এই ধরনের কঠোর অভিযান অব্যাহত থাকবে।

কামতাপুর দাবিতে রাজনৈতিক চর্চা ধূপগুড়িতে

অশোক মিত্র, নয়া জামানা, ধূপগুড়ি ঃ কামতাপুর রাজ্যের দাবিকে সামনে রেখে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল-এর মেগা যোগদান কর্মসূচিকে ঘিরে ধূপগুড়িতে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনা। বুধবার ধূপগুড়ি শহরের নেতাজি সুভাষ রোড সংলগ্ন একটি বেসরকারি ভবনে আয়োজিত এই যোগদান সভায় তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন থেকে সহস্রাধিক নেতা-কর্মী এবং সমর্থক কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের পতাকা হাতে তুলে নেন। এদিনের সভায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন কেএলও সুপ্রিম জীবন সিংহ। তাঁর বক্তব্যে কামতাপুর রাজ্যের দাবি এবং উত্তরবঙ্গের মানুষের অধিকার আদায়ের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উঠে আসে। তিনি বলেন, এই আন্দোলন কোনও ব্যক্তি বা দলের জন্য নয়, বরং কামতাপুরবাসীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। সভায় নবাগত সদস্যদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে স্বাগত জানান কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের জেলা সভাপতি প্রেমানন্দ রায়। তিনি দাবি করেন, ধূপগুড়ি-সহ গোটা এলাকায় সংগঠনকে ঘিরে সাধারণ মানুষের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। ক্রমশই বাড়ছে সমর্থনের পরিধি। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি তপতি রায় মল্লিক, কেএলও অবজারভার ভূপেশ দাস, ধূপগুড়ি ব্লক কমিটির নবনিযুক্ত সভাপতি প্রদীপ রায়-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সভা মঞ্চ থেকে নেতৃত্বের দাবি, ধূপগুড়ি জুড়ে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলকে ঘিরে যে সাড়া মিলছে, তা ভবিষ্যতে আরও বড় আন্দোলনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই বহু মানুষ সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন। নেতৃত্বের কথায়, এটাই শেষ নয়; আগামী দিনে আরও বৃহৎ আকারে যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে এবং দলে দলে মানুষ সংগঠনে শামিল হবেন।

বাইসন বাঁচাতে লরি দুর্ঘটনায় আহত ২

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ বন্যপ্রাণীকে রক্ষা করতে গিয়ে বুধবার ভোরে ভয়াবহ দুর্ঘটনার মুখে পড়ল একটি পণ্যবাহী লরি। আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাটের হলং সংলগ্ন এশিয়ান হাইওয়েতে গুয়াহাটি থেকে কলকাতাগামী লরিটি উল্টে যায়। ঘটনায় লরির চালক ও খালাসি গুরুতর আহত হন। তবে চালকের তৎপরতায় রাস্তা পার হতে যাওয়া একটি বাইসন অল্পের জন্য রক্ষা পায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তোর্ষা সেতু পার হয়ে এগোনোর সময় হঠাৎই জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন জঙ্গল থেকে একটি বাইসন জাতীয় সড়কে উঠে আসে। সেটিকে বাঁচাতে আচমকা ব্রেক কষায় লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে যায়।

দুর্ঘটনায় লরির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং চালক-খালাসি কেবিনে আটকে পড়েন। দুর্ঘটনার শব্দে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে দু'জনকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিছু সময় যান চলাচল ব্যাহত হলেও পরে স্বাভাবিক হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুর্ঘটনার পর বাইসনটি অক্ষত অবস্থায় জঙ্গলে ফিরে যায়। এই রুটে বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে পরিবেশপ্রেমীরা রাস্তার ধারে ঝোপঝাড় পরিষ্কার রাখা ও স্পিড লিমিট কড়াভাবে মানার দাবি তুলেছেন।

পুলিশি গাড়ির নথি নিয়ে বাড়ছে প্রশ্ন

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা কার্যকর করতে শহরের রাস্তায় নেমেছে পুলিশ প্রশাসন। ট্রাফিক আইন মানতে সাধারণ মানুষের গাড়ি চেকিং চলছে জোরকদমে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ;সাধারণ মানুষের গাড়ি পরীক্ষা করার আগে পুলিশের গাড়ির সমস্ত নথি যেন ঠিক থাকে;এই নির্দেশ ঘিরেই চাপ বাড়ছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ-এর অন্দরে। খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, মেট্রোপলিটান পুলিশের ব্যবহৃত বহু গাড়ির ফিটনেস, পলিউশন ও আরসি সংক্রান্ত নথি দীর্ঘদিন ধরে আপডেট নয়। কোনও গাড়ির ফিটনেস মেয়াদ উত্তীর্ণ, কোথাও আবার দু'বছর আগেই পলিউশন শেষ হয়ে গিয়েছে। এমনকি কিছু গাড়ির নম্বর প্লেট 'এম পরিবহণ' অ্যাপে সার্চ করেও কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। এতে পুলিশের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শিলিগুড়ি থানার সামনে দাঁড়ানো ডব্লিউবি ২৪ কে ৭৬৬৯ নম্বর গাড়িটির ফিটনেস চলতি বছরের জুনেই শেষ হয়েছে বলে জানা যায়। প্রধাননগর থানার সামনে থাকা ডব্লিউবি ৭৪ এসি ৯৮৫১ নম্বর গাড়ির পলিউশন শেষ হয়েছে ২০২৪ সালের মে মাসে। একই অবস্থা বেশ কয়েকটি টহলদারি গাড়ি ও প্রিজন ভ্যানের ক্ষেত্রেও। এই প্রসঙ্গে ডিসিপি (সদর) তন্ময় সরকার জানান, পুলিশের সরকারি ও ভাড়ার;দুই ধরনের গাড়ির কাগজপত্রই আপ টু ডেট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক বিশ্বজিৎ দাস জানান, পুরনো নম্বর প্লেটের তথ্য কলকাতা থেকে অনলাইনে আপডেট করতে হয়। পুলিশ মহলের একাংশের দাবি, কাগজপত্রের পাশাপাশি গাড়ির বেহাল অবস্থাও দ্রুত ঠিক করা জরুরি। নতুন গাড়ির জন্য ইতিমধ্যেই দপ্তরে রিকুইজিশন পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিসিপি।

ট্রাফিক আইন মানতে সাধারণ মানুষের গাড়ি চেকিং চলছে জোরকদমে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ; সাধারণ মানুষের গাড়ি পরীক্ষা করার আগে পুলিশের গাড়ির সমস্ত নথি যেন ঠিক থাকে;এই নির্দেশ ঘিরেই চাপ বাড়ছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ-এর অন্দরে।

তন্ত্রসাধনার নামে নাবালক বলি ! ধুন্ধুমার ময়নাগুড়িতে

সুস্মিতা রায়, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ ময়নাগুড়িতে তন্ত্রসাধনার নামে এক চোদ্দ বছরের নাবালককে বলি দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় অভিযুক্ত এক মহিলা। আতঙ্কে রয়েছেন নাবালকের পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ময়নাগুড়ি শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাহাপাড়া এলাকার বাসিন্দা ওই নাবালককে কয়েকদিন আগে স্টেশন সংলগ্ন ব্যাংকান্দি এলাকার এক মহিলা নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যান। অভিযোগ, সেখানে নাবালকের মুখ গামছা দিয়ে বেঁধে পুজো-আর্চা করা হচ্ছিল। ঘরের সামনে একটি ধারালো অস্ত্র রাখা ছিল বলেও দাবি স্থানীয়দের। তাঁদের আশঙ্কা, তন্ত্রসাধনার আড়ালেই নাবালককে বলি দেওয়ার চেষ্টা চলছিল। ঘটনাটি নজরে আসতেই সন্দেহ হওয়ায় এক মহিলা বিষয়টি নাবালকের পরিবারের সদস্যদের জানান। পরে নাবালকের মা সেখানে পৌঁছে ছেলেকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসেন। যদিও ঘটনাটি কয়েকদিন আগের, মঙ্গলবার নাবালকের মা ও প্রতিবেশীরা একযোগে ময়নাগুড়ি থানা-য় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এদিকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাহাপাড়া এলাকায় অভিযুক্ত মহিলার এক আত্মীয়ের বাড়ির সামনে স্থানীয়দের ভিড় জমায় উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, সেই সময় অভিযুক্তের মেয়ের সঙ্গে স্থানীয়দের বচসা শুরু হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। নাবালকের মা জানান, তন্ত্রসাধনার নামে তাঁর ছেলেকে ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ঘটনার পর থেকে শিশুটি ভীষণ আতঙ্কে রয়েছে। এলাকাবাসীরাও ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিজেপি জয়ে পদমতিতে উল্লাসে ভাসল গ্রাম

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ রাজ্যে পালাবদলের পর ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসতেই সর্বত্র শুরু হয়েছে বিজয়ের উল্লাস। সেই আনন্দের রেশ ছড়িয়ে পড়ল জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের পদমতি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও। বুধবার পদমতি ১৬/২৫৫ নম্বর বুথে বিজেপির জয়ের আনন্দে আয়োজিত হয় এক বিশাল বিজয় মিছিল। গেরুয়া আবিরে রঙিন হয়ে ওঠে গোটা এলাকা, যেখানে ৮ বছরের শিশু থেকে শুরু করে ৮০ বছরের প্রবীণ;সকলেই আনন্দে মেতে ওঠেন। এদিন বিজয় মিছিলে অংশ নেন এলাকার বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা, পাশাপাশি যোগ দেন গ্রামের সাধারণ মানুষ ও মহিলারাও। ডিজের তালে তালে, ঢাক-ঢোলের শব্দে নাচে-গানে মেতে ওঠেন সবাই। গেরুয়া আবির উড়িয়ে গোটা গ্রাম পরিক্রমা করে মিছিলটি। ছোট-বড় সকলের মুখেই ছিল হাসি আর উচ্ছ্বাস, চোখে পড়ার মতো ছিল উৎসবের আবহ। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা জানান, রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে উন্নয়ন ও স্বচ্ছ প্রশাসনের প্রত্যাশা থেকেই এই আনন্দ। তাদের কথায়, দীর্ঘদিনের আশা পূরণ হওয়ায় আজ এই বিজয় উৎসব। গেরুয়া রঙে সেজে ওঠা পদমতি গ্রাম যেন এক আনন্দমুখর চিত্র তুলে ধরে। বিজয় মিছিল শেষে সামাজিক সৌহার্দ্যের বার্তা দিতে সকলকে একসঙ্গে বসিয়ে বাঙালির প্রিয় খাবার মাছ-ভাতের ভোজনের আয়োজন করা হয়। এই ভোজনে অংশ নেন মিছিলকারীরা ও গ্রামের বাসিন্দারা। রাজ্যে পালাবদলের পর গেরুয়া আবিরের এই উল্লাস শুধু পদমতিতেই নয়, ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামেগঞ্জে। প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় বিজয়ের আনন্দে এমন উৎসবের ছবি সামনে আসছে। পদমতি গ্রামের এই চিত্র তারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

ভ্রামরী মন্দিরে রাত্রিবাসে দখল-দুর্নীতির অভিযোগ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য নির্মিত হলেও একদিনের জন্যও খুলল না মা ভ্রামরী দেবীর মন্দির সংলগ্ন রাত্রিবাস ও ভোজনালয়। জলপাইগুড়ির বোদাগঞ্জ এলাকার ভ্রামরী দেবী মন্দির ঘিরে এবার প্রকাশ্যে আসছে একাধিক দখল ও দুর্নীতির অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস ও তাঁর ঘনিষ্ঠরা দীর্ঘদিন ধরে এই ভবনগুলি কার্যত দখল করে রেখেছিলেন। সেখানে দলীয় বৈঠক থেকে শুরু করে নানা বেআইনি কর্মকাণ্ডের ছক কষা হত বলেও অভিযোগ। মন্দির কমিটির উদ্যোগে ভক্তদের দানের টাকায় শ্মশানের পাশে একটি রাত্রিবাস নির্মাণ করা হয়, যাতে স্বল্প খরচে পুণ্যার্থীরা থাকতে পারেন। কিন্তু স্থানীয় সূত্রে খবর, সেই ভবনে দিনরাত থাকত কৃষ্ণ দাসের অনুগামীরা। মদ-মাংসের আসর বসা থেকে শুরু করে ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগও উঠেছে। মন্দির কমিটির বর্তমান হিসাবরক্ষক লক্ষ্মণ রায় স্বীকার করেছেন, ভয়েই তখন কেউ মুখ খুলতে সাহস পাননি। ২০১৯ সালে মন্দিরের পিছনে পর্যটন ও বন দপ্তরের অর্থে কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ভোজনালয় নির্মিত হয়। বর্তমানে সেই ভোজনালয় থেকে আসবাব, অ্যালুমিনিয়াম ও অন্যান্য সামগ্রী চুরি হয়ে গিয়েছে। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা লালবাবা আক্ষেপ করে বলেন, পরিকল্পনা থাকলেও সঠিক কাজে কিছুই হয়নি।

কোচবিহার,আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি,দার্জিলিং জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

২১ মে ২০২৬

গৌড়বঙ্গ

নয়া জামানা

বিদ্যুৎ বিলের ঝামেলায় ছেলেকে খুন, বাবার যাবজ্জীবন

নয়া জামানা ,মালদহ ঃ বিদ্যুৎ বিল পরিশোধকে কেন্দ্র করে পারিবারিক অশান্তির জেরে ছেলেকে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত বাবাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল মালদহ জেলা ও দায়রা আদালত।পাশাপাশি আদালত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ১০ হাজার টাকা জরিমানাও ধার্য করেছে।

ঘটনাটি ঘটে ২০২৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বামনগোলা থানার খিরিপাড়া গ্রামে। অভিযোগ, বিদ্যুৎ বিল নিয়ে ছেলে মাইকেল মুর্মুর সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বাবা রিন্টু মুর্মু। সেই তর্কাতর্কি মুহূর্তের মধ্যেই ভয়াবহ আকার নেয়। অভিযুক্ত ধারালো অস্ত্র দিয়ে ছেলের উপর হামলা চালান বলে অভিযোগ।

গুরুতর জখম অবস্থায় মাইকেল মুর্মুকে উদ্ধার করে বামনগোলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর মৃতের স্ত্রী তালামুই মুর্মু বামনগোলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।মামলার তদন্তভার ছিল এসআই শেরিং শেরপার উপর।

আদালতে সরকারি পক্ষের আইনজীবী হিসেবে সওয়াল করেন অমল কুমার দাস।

দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার শেষে আদালত অভিযুক্ত রিন্টু মুর্মুকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়।

এক দশক পর পৌরসভায় পা রেখেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন প্রাক্তন পৌরপতি

শুভজিৎ দাস, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ প্রায় ১০ বছর পর রায়গঞ্জ পুরসভায় পা রাখলেন প্রাক্তন পৌরপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক মোহিত সেনগুপ্ত। বুধবার বেশ কয়েক দফা দাবি নিয়ে একটি ডেপুটেশন কর্মসূচি উপলক্ষে রায়গঞ্জ পৌরসভায় যান মোহিতবাবু। সোচ্চার হোন বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৃণমূল পরিচালিত পৌরসভার দুর্নীতি নিয়ে। ২০১৭ সালে পৌরভোটে তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড গঠিত হয় রায়গঞ্জ পুরসভায়। যদিও সেই সময় ব্যাপক হারে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ তুলে বিরোধীরা। এরপর পাঁচ বছর পরে পৌর বোর্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেও প্রশাসক বসিয়ে পৌরসভা চালায় শাসক তৃণমূল।

অবশেষে ২০২৬ এ ঘটে রাজ্যে পালাবদল। সরকার গঠন করে বিজেপি। আর সেই পালাবদলের ধাক্কাতেই ভেঙে যায় অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বোর্ড। ২০২৬ এর মে মাসে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন রায়গঞ্জ সদর মহকুমা শাসক তন্ময় ব্যানার্জি। তারপরেই বুধবার রায়গঞ্জ পুরসভায় পা রাখলেন প্রাক্তন পৌরপতি। কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের নিয়ে ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মোহিত বাবু জানান, দুর্নীতির আতুর ঘরে পরিণত হয়েছে এই রায়গঞ্জ পৌরসভা।

যার ফলে রায়গঞ্জ শহরের নাগরিক পরিষেবা সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত। ন্যূনতম পৌর পরিষেবা পাচ্ছে না সাধারণ মানুষ। স্থায়ীএবং অস্থায়ী কর্মীদের বকেয়া বেতন নিয়ে সরব হন তিনি। অবিলম্বে বেতন সমস্যা সমাধানের আর্জি জানান বর্তমান পৌর প্রশাসকের কাছে। পৌর মাতৃ সদন, রায়গঞ্জ ভবন, মোহর কুঞ্জ, মিউনিসিপাল পার্ক, শহর জুড়ে পুকুর ভরাট প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে বলে তার মত। অবিলম্বে সকল দুর্নীতির সঠিক তদন্ত করে সত্য সামনে আনা উচিত বলে তিনি জানান। এরই পাশাপাশি শহরে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল, প্রতিটি ওয়ার্ডে নিকাশী নালা সংস্কার, পৌর ভবন গুলির অবিলম্বে সংস্কার, সুষ্ঠু ট্রাফিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা, এবং পৌরসভার শূন্য পদগুলিতে অবিলম্বে কর্মী নিয়োগের দাবি তোলেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই প্রাক্তন পৌরপতিকে কাছে পেয়ে আবেগ তাড়িত হয়ে পড়েন পৌর কর্মচারীরা। নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা উজাড় করে বলেন তারা প্রাক্তন পুরপিতার কাছে।স্বভাবতই নিজেও আবেগ ওতাড়িত হয়ে পড়েন মোহিতবাবু। তার কথায়, এতদিন পর পুরসভায় এসে এই অবস্থা দেখে খারাপ লাগছে। তবে এরই পাশাপাশি তিনি দ্রুত এবং স্বচ্ছ নির্বাচনের দাবি জানান সরকারের কাছে।

গেট পাসের আড়ালে তোলা আদায়ের অভিযোগ, প্রশাসনের দ্বারস্থ সংগঠন

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ সীমান্তের বাণিজ্যে গেট পাস নিয়ে হিলির ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এবং এক্সপোর্টার্স অ্যান্ড কাস্টমস ক্লিয়ারিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের (হেক্কা) মধ্যে কাজিয়া তুঙ্গে। হেক্কার গেট পাসের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে ট্রাক মালিকদের সংগঠনটি। গেট পাসের নামে তোলা আদায়ের অভিযোগ হেক্কার বিরুদ্ধে। এনিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের এবং বিতর্ক শুরু হতেই গেট পাসের বিনিময়ে টাকা নেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হল। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে গেট পাস বিনামূল্যে দেওয়া হবে বলে জানালেন হেক্কার সদস্যরা। মমতা সরকারের আমলে সুবিধা পোর্টালের মাধ্যমে যে স্লট বুকিং চালু হয়েছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।ব্যবসায়ীদের দাবি, গেট পাস তোলা হিসেবে বিবেচিত হলে স্লট বুকিংও একধরনের তোলা আদায়। অবিলম্বে স্লট বুকিংও বন্ধ হোক।এবিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক বালা সুব্রহ্মণ্যম টি বলেন, আগে থেকেই সরকারি পোর্টালের মাধ্যমে স্লট বুকিং করা হয়। এনিয়ে এখনো পর্যন্ত লিখিত অভিযোগ আসেনি। এলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।

মাদ্রাসায় যাওয়ার পথেই ইউপিতে প্রাণ গেল মালদহের দুই ছাত্রের

নয়া জামানা ,মালদহ ঃ উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন নিয়ে উত্তর প্রদেশে পড়তে গিয়েছিল মালদহের কালিয়াচকের দুই তরুণ। কিন্তু সেই স্বপ্নই মুহূর্তে দুঃস্বপ্নে পরিণত হল ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায়। বুধবার সকালে উত্তর প্রদেশে মাদ্রাসায় যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় কালিয়াচকের দুই ছাত্র আশরাফ রেজা ও নাসিমুলের। দুজনেরই বয়স মাত্র ১৮ বছর। জানা গিয়েছে,আশরাফ রেজার বাড়ি কালিয়াচক-১ নম্বর ব্লকের সিলামপুর অঞ্চলের গোপাল প্রসাদ গ্রামে।অন্যদিকে নাসিমুলের বাড়ি ইমামনগর গ্রামে। তারা উত্তর প্রদেশের একটি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত। বুধবার সকালে অটো করে মাদ্রাসায় যাওয়ার সময় একটি চারচাকা গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় অটোটির। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই ছাত্রের।এই দুর্ঘটনায় কালিয়াচকের আরও দুই ছাত্র গুরুতর আহত হয়েছে।তাদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে খবর।ঘটনার খবর মালদহে পৌঁছতেই শোকের ছায়া নেমে আসে দুই পরিবারে।কান্নায় ভেঙে পড়েন আত্মীয়-পরিজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা।এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

নীরব হাসপাতাল চত্বরে ‘বড় স্বপ্ন’, মৌলপুরে বদলের আভাস

কুঞ্জ বিহারী শর্মা, নয়া জামানা, মালদা ঃ দুপুরের রোদে শান্ত, প্রায় নিস্তব্ধ মৌলপুর গ্রামীণ হাসপাতাল। রোগীর ভিড় নেই, পরিষেবাও সীমিত, এমন চেনা ছবির মধ্যেই হঠাৎ যেন নড়েচড়ে বসে জায়গাটা। কারণ, সেখানে পা রাখলেন মালদা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক গোপাল চন্দ্র সাহা।বিধানসভা নির্বাচনের পরে পুনরায় নির্বাচনে জয়ী হয়ে এই প্রথম তিনি আসেন।হাসপাতালের করিডর ধরে হাঁটতে হাঁটতে তিনি শুধু অবকাঠামোই দেখেননি, বোঝার চেষ্টা করেছেন ভেতরের বাস্তবতাও। সঙ্গে ছিলেন পুরাতন মালদা ব্লকের বিডিও অনিক রায়, এছাড়াও সঙ্গে ছিলেন বিএমওএইচ জয়দীপ মজুমদার।কোথাও শূন্যতা, কোথাও পরিষেবার অভাব, সব মিলিয়ে এক অসম্পূর্ণ ছবিই সামনে এসেছে। আর সেই ছবিই যেন তুলে ধরেছে দীর্ঘদিনের অবহেলার গল্প।তবে এই চিত্রের মাঝেই শোনা গেল অন্য সুর। বিধায়কের কথায়, এখানেই গড়ে উঠতে পারে বড় চিকিৎসা কেন্দ্র। পরিকল্পনা,ধাপে ধাপে উন্নয়ন, লক্ষ্য একটি ১০০ বেডের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। যেখানে শুধু প্রাথমিক চিকিৎসা নয়, মিলবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও উন্নত পরিষেবাও।তিনি জানান, চিকিৎসক সংকট মেটানো এবং পরিকাঠামো মজবুত করাই এখন প্রধান লক্ষ্য। এই প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে তুলে ধরা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।হাসপাতাল চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা স্থানীয়দের চোখেমুখে তখন মিশ্র প্রতিক্রিয়া,একদিকে সন্দেহ, অন্যদিকে চাপা আশার ঝলক। কারণ, এতদিন চিকিৎসার জন্য দূরে ছুটে যাওয়াই ছিল একমাত্র ভরসা।এবার প্রশ্ন একটাই,এই নীরব হাসপাতাল কি সত্যিই একদিন ভরে উঠবে উন্নত চিকিৎসার কোলাহলে, নাকি প্রতিশ্রুতির মধ্যেই থেমে যাবে সব?

ভরাট পুকুর পুনরায় খননের নির্দেশ প্রশাসনের

রামকৃষ্ণ দাস, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ রায়গঞ্জ শহরে অবৈধ পুকুর ভরাট রুখতে এবার আরও সক্রিয় ভূমিকা নিল প্রশাসন। এর আগে রমেন্দ্রপল্লী এলাকার একটি পুকুর ভরাটের ঘটনায় পদক্ষেপ নেওয়ার পর বুধবার লাইন বাজার সংলগ্ন বকসী পুকুর এলাকায় পরিদর্শনে যান প্রশাসনিক আধিকারিকরা। শুধু পরিদর্শনই নয়, আইন অনুযায়ী পুকুরটিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। বুধবার বিকেলে রায়গঞ্জ মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক মোঃ মনিরউদ্দিন, অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিক ও পুলিশ কর্মীদের নিয়ে বকসী পুকুর এলাকা পরিদর্শন করেন। দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠছিল, পুকুরটি ধীরে ধীরে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই প্রশাসনের এই পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে। পরিদর্শনের পর মোঃ মনিরউদ্দিন জানান, পুকুরটির একটি বড় অংশ ইতিমধ্যেই ভরাট হয়ে গিয়েছে। প্রায় দুই একর পনেরো শতক জমির এই জলাশয়ের চরিত্র এখনও সরকারি নথিতে পুকুর হিসেবেই রয়েছে। সেই কারণে রেকর্ডে যাদের নাম রয়েছে, তাঁদের নোটিশ পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, আইন অনুযায়ী কোনও জলজ জমিকে বেআইনিভাবে অন্য কাজে ব্যবহার করা যায় না। যদি এমন ঘটনা ঘটে, তবে জমিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যাঁরা এই জমির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাঁদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রশাসনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের আশা, ভবিষ্যতে শহরের অন্যান্য জলাশয় রক্ষাতেও একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

নতুন নির্দেশিকা মেনে সুষ্ঠুভাবে ঈদ পালন, মসজিদে আয়োজিত সভায় বিস্তারিত আলোচনা

সাজাহান আলি, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ বর্তমান উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মাদ্রাসা পরিচালনা, কোরবানি ঈদ পালন সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের কি কি করণীয় সেই সকল বিষয়গুলি আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হলো বুধবার। দক্ষিণ দিনাজপুর মাদ্রাসা সমন্বয় সমিতি (রাবেতা) ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের জেলা শাখার যৌথ আহবানে এদিনের গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয় জেলার পৈতাদীঘি পঞ্চগ্রাম মার্কাস জামে মসজিদে। মুসলিম সমাজের এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় উপস্থিত ছিলেন রাবেতার জেলা সম্পাদক মাওলানা মাকসুদ আলী কাসেমী , জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের জেলা সভাপতি কারী জয়নাল আবেদীন , নজরুল ইসলাম , মাওলানা সিদ্দিক মন্ডল , মুফতি আব্দুস সালাম , মাওলানা সাজ্জাদ হোসেন , মাওলানা আব্দুল ওহাব , রইসুল ইসলাম , সোহরাব হোসেন সহ আরো অনেকে। এদিনের সভায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ২০০ বেশি প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভায় বর্তমান পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণ করে উপস্থিত সকলে

রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে মুসলিম সমাজকে কিভাবে চলা উচিত তার পরামর্শ দেওয়া হয়। জেলায় যে সমস্ত রাবেতার অনুমোদিত এবং সমস্ত কাগজপত্রসহ মাদ্রাসা পরিচালিত হচ্ছে তাদেরকে নিজেদের বৈধ কাগজপত্র প্রস্তুত রাখ া এবং সরকারি নিয়ম নীতি মেনে মাদ্রাসা পরিচালনা করার কথা বলা হয়। পাশাপাশি মাদ্রাসার ও অন্যান্যদের সার্বিক নিরাপত্তার কথা ভেবে যথাশীঘ্র প্রতিটি মাদ্রাসায় সিসি ক্যামেরা লাগানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। পাশাপাশি আলোচনায় বিশেষভাবে গুরুত্ব পায় ট্রাইব্যুনালে আবেদনকারী মানুষজনের নাম যাতে দ্রুত তদন্ত করে বৈধ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেই বিষয়টি। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে পুনরায় যোগাযোগ করে বিষয়টি যাতে দ্রুত সমাধান হয় সে বিষয়ে সকলকে সক্রিয় থাকার জন্য আবেদন জানানো হয়। সর্বোপরি আগামী ২৮ মে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা বা কোরবানি ঈদ যাতে সরকারি নির্দেশিকা মেনে নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে সেই বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য সকলের কাছে বিশেষভাবে আবেদন জানানো হয়। এক্ষেত্রে কোন গুজব বা উস্কানিমূলক মন্তব্য ও কারো প্রতারণার ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য মুসলিম সমাজের কাছে অনুরোধ জানানো হয়। আয়োজক দুটি সংগঠনের পক্ষে মাওলানা মাকসুদ আলী কাসেমী ও কারি জয়নাল আবেদীন উভয়ে জানান , সরকারি নির্দেশিকা মেনে পারস্পরিক সহাবস্থানের ভিত্তিতে ঈদ পালন করা আমাদের লক্ষ্য। সরকারি নির্দেশিকা মেনে মুসলিম সমাজের সকলে যাতে কোরবানি ঈদ পালন ও প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করেন তা দেখার জন্য সকলের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়। সর্বোপরি এলাকায় শান্তি স্থাপনের প্রয়োজনে ও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সব সময় পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করার কথাও এদিনের জেলা স্তরের সভায় বিশেষ ভাবে বলা হয়।

রড দিয়ে পিটিয়ে স্ত্রী-সন্তানকে খুন, আটক অভিযুক্ত স্বামী

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ ভিন রাজ্যে কাজের সন্ধানে গিয়ে ভয়াবহ পরিণতির শিকার হল এক পরিবার। বিহারের দ্বারভাঙায় স্ত্রী ও তিন শিশু সন্তানকে নৃশংসভাবে খুন করার অভিযোগ

উঠল উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের রসাখোয়া এলাকার বাসিন্দা সঞ্জিৎ দাস ওরফে বিলাতু দাসের বিরুদ্ধে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মৃতদের গ্রাম মহেশপুর দাসপাড়ায়। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে দ্বারভাঙা

থানার পুলিশ।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সংসারের আর্থিক সঙ্কট দূর করতে প্রায় কুড়ি দিন আগে বিহারের দ্বারভাঙার একটি পোল্ট্রি ফার্মে কাজ করতে যান সঞ্জিৎ দাস। তাঁর সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন স্ত্রী ফুলকুমারী দাস (৩০), আট বছরের মেয়ে সন্ধ্যা দাস, ছয় বছরের ছেলে হৃদয় দাস এবং চার বছরের রোহন দাস।অভিযোগ, পারিবারিক অশান্তির জেরে আচমকাই হিংস্র হয়ে ওঠেন সঞ্জিৎ দাস।

এরপর একটি লোহার রড দিয়ে স্ত্রী ও তিন শিশুসন্তানের উপর এলোপাথাড়ি হামলা চালানো হয়। গুরুতর

জখম অবস্থায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চারজনের।ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দ্বারভাঙা থানার পুলিশ।

মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। একইসঙ্গে অভিযুক্ত সঞ্জিৎ দাসকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পারিবারিক বিবাদের সূত্রেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে বলে অনুমান তদন্তকারীদের।এদিকে, খবর গ্রামে পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে মহেশপুর দাসপাড়া এলাকায়। কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃত গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা। প্রতিবেশী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিহার পুলিশ।

ভিন রাজ্যে কাজের সন্ধানে গিয়ে ভয়াবহ পরিণতির শিকার হল এক পরিবার। বিহারের দ্বারভাঙায় স্ত্রী ও তিন শিশু সন্তানকে নৃশংসভাবে খুন করার অভিযোগ উঠল উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের রসাখোয়া এলাকার বাসিন্দা সঞ্জিৎ দাস ওরফে বিলাতু দাসের বিরুদ্ধে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মৃতদের গ্রাম মহেশপুর দাসপাড়ায়। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে দ্বারভাঙা থানার পুলিশ।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সংসারের আর্থিক সঙ্কট দূর করতে প্রায় কুড়ি দিন আগে বিহারের দ্বারভাঙার একটি পোল্ট্রি ফার্মে কাজ করতে যান সঞ্জিৎ দাস।

অঙ্গনওয়াড়ির খিচুড়িতে বিশ্রী গন্ধ, বিক্ষোভে গ্রামবাসী

আহমেদ বাপি, নয়া জামানা, মালদা ঃ মালদা জেলার গাজোল ব্লকের সালাইডাঙ্গা অঞ্চলের মহম্মদপুর গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নিম্ন মানের খিচুড়ি নিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। সঙ্গে বিজেপির যুব মোর্চার নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। এদিন তারা মূলত প্রতিবাদের ঝড় তোলেন। বুধবার সেটি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। এনিয়ে এলাকায় ব্যাপক হইচই পড়ে যায়। এনিয়ে মানুষ আগামী দিনে ভালো পরিষেবা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট এলাকার একটি পরিত্যাক্ত ঘরে একটি সেন্টার চলে। সেখানে দরজা নেই। রান্না ভালো হয় না বলে দাবি। সেখানে খিচুড়ি দেওয়া হয়। গ্রামবাসিদের দাবি, খিচুড়ি থেকে বিশ্রী গন্ধ বেরোচ্ছে এবং কোন শিশুই সেটি খেতে পারে না। অভিভাবকদের দাবি ওই দুর্গন্ধযুক্ত খিচুড়ি খেয়ে শিশুদের কিছু হয়ে গেলে তার দায় কে নিত?এছাড়াও খিচুড়িতে ব্যবহৃত ডাল এবং ডিম সেদ্ধও ভালো মানের নয় বলে অভিযোগ। আগে গোটা ডিম পাওয়া গেলেও এখন সেটা আর দেওয়া হয় না। ফলে গ্রামবাসীরা সবাই একত্রিত হয়ে ব্যাপক ক্ষোভ উগরে দেন। গ্রামবাসীদের আরও দাবি, রান্না করার জায়গায় নোংরা পড়ে থাকে। কেউ কিছু দেখে না এবং বার বার বলেও সুরহা হচ্ছে না। বর্তমানে ওই এলাকার মানুষ উন্নত পরিষেবার দাবি তুলেছেন। যদিও এই বিষয়ে গাজোলের সিডিপিও কে ফোন করা হলে তিনি ফোন তোলেন নি। জানা গিয়েছে এদিন বিক্ষোভের জায়গায় সুপারভাইজার গিয়েছিলেন।ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে সিডিপিও অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে।

উত্তর দিনাজপুর,দক্ষিণ দিনাজপুর,মালদা জেলার জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 21-05-2026 09:28 Page 6

আবাসের ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে

কাটমানি-গ্রেফতার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী

মিলন সারোয়ার,নয়া জামানা , রানিতলা ঃ আবাস প্রকল্পের ঘর পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিক গ্রামবাসীর কাছ থেকে মোটা অঙ্কের কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল রানিতলা থানার কামারী গ্রামে। অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে অভিযুক্ত সেলিম মীরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তি বালিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের এক প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভগবানগোলা ২ ব্লকের বালিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কামারী গ্রামের বেশ কয়েকজন বাসিন্দাকে আবাস প্রকল্পের ঘর পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল।

অভিযোগ, সেই সুযোগে প্রত্যেকের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা করে নেওয়া হয়। ঘর পাওয়ার আশায় গ্রামবাসীরা টাকা দিলেও দীর্ঘদিন কেটে গেলেও তাঁরা আবাস প্রকল্পের সুবিধা পাননি।

পাশাপাশি টাকাও ফেরত মেলেনি বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মোবারক খান, সবিবুল শেখ-সহ একাধিক ব্যক্তি রানিতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং রাতেই অভিযুক্ত সেলিম মীরকে গ্রেফতার করে। অভিযোগকারী মোবারক খান বলেন, আমাদের বলা হয়েছিল আবাস প্রকল্পের ঘর পাইয়ে দেওয়া হবে। সেই জন্য ২০ হাজার টাকা করে নেওয়া হয়। কিন্তু ঘরও পেলাম না, টাকাও ফেরত পেলাম না। বাধ্য হয়েই থানায় অভিযোগ জানাতে হয়েছে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সেলিম মীর। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামবাসীদের একাংশের দাবি, আবাস প্রকল্পের নামে দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন এলাকায় কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠছে। প্রশাসনের তরফে এই ধরনের অভিযোগের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবিও তুলেছেন তাঁরা। এ বিষয়ে ভগবানগোলা ২ ব্লকের বিডিওর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর ফোন বন্ধ থাকায় কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

অনলাইন ওষুধ বিক্রির প্রতিবাদে

ধর্মঘট, দুপুর পর্যন্ত বন্ধ ওষুধের দোকান

রাজু শেখ , নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ অনলাইন ওষুধ বিক্রির প্রতিবাদ এবং বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ডাকা ধর্মঘটের আংশিক প্রভাব পড়ল জঙ্গিপুরেও। বুধবার সকাল থেকে জঙ্গিপুরের বিভিন্ন এলাকায় বেশিরভাগ ওষুধের দোকান বন্ধ রাখা হয়। তবে সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে সংগঠনের পক্ষ থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্তই এই ধর্মঘট পালন করা হয় বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। জঙ্গিপুরের বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সরকারের নির্দেশ ও সংগঠনের কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়ে তারা এই প্রতীকী ধর্মঘটে সামিল হন। তবে রোগীদের কথা ভেবে জরুরি পরিষেবাকে পুরোপুরি বন্ধ রাখা হয়নি। কয়েকটি দোকান আংশিকভাবে খোলা রাখা হয় যাতে প্রয়োজনীয় ওষুধ পেতে সাধারণ মানুষের কোনও অসুবিধা না হয়।

সংগঠনের সম্পাদক মন্টু রহমান বলেন, আমরা সরকারের নিয়ম মেনেই এই কর্মসূচি পালন করেছি। তবে আমাদের কিছু দাবি আছে তা হল অনলাইন ওষুধ দেওয়া বন্ধ করতে হবে। ই ফার্মেসী বন্ধ করতে হবে। ওষুধ ব্যবসাতে বিভিন্ন ধরনের ছাড় দেওয়া বন্ধ করতে হবে। নিয়মিত ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এই কয়েকটি দাবি নিয়েই মূলত এদিনের এই বন্ধ।। এদিন সকালে জঙ্গিপুর শহরের হাসপাতাল মোড়, রঘুনাথগঞ্জ রোড ও ফুলতলা মোড় সহ বিভিন্ন এলাকায় ওষুধের দোকান বন্ধ থাকার ছবি দেখা যায়। যদিও দুপুরের পর ধীরে ধীরে অধিকাংশ দোকান খুলে যায় এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসে। সংগঠনের সদস্যদের দাবি, অনলাইন ওষুধ বিক্রির ফলে ছোট ও মাঝারি ওষুধ ব্যবসায়ীরা আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়ছেন। সেই কারণেই রাজ্যজুড়ে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জানান, আগেভাগেই বিষয়টি জানিয়ে দেওয়ায় বড় ধরনের সমস্যার মুখে পড়তে হয়নি। তবে সকালে কিছু মানুষকে প্রয়োজনীয় ওষুধের জন্য অপেক্ষা করতে দেখা যায়।

হোটেলে মধুচক্র,গ্রেপ্তার

হোটেল ম্যানেজার-সহ ৪

মিলন সালোয়ার,নয়া জামানা, লালবাগ ঃ মুর্শিদাবাদ থানার তত্ত্বাবধানে ফের মধুচক্রের হদিস মিলল লালবাগে। বুধবার সন্ধ্যায় মতিঝিল সংলগ্ন একটি বেসরকারি হোটেলে অভিযান চালিয়ে হোটেলের ম্যানেজার-সহ চারজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পাশাপাশি উদ্ধার করা হয় চারজন মহিলাকে। প্রাথমিক তদন্তে তাঁরা দেহ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বলে জানতে পেরেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, মুর্শিদাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রাজা সরকার ও মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর মনীষা প্রসাদের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ওই হোটেলে হানা দেয়। অভিযানের সময় সন্দেহজনক অবস্থায় কয়েকজনকে আটক করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের দাবি, উদ্ধার হওয়া মহিলারা জেরায় দেহ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। ধৃতদের বিরুদ্ধে অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।এদিন ধৃতদের লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হবে। পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হবে বলেও জানা গিয়েছে।

হাসপাতালে দালালরাজে

জিরো টলারেন্স-পরিষেবা উন্নয়নে কড়া বার্তা বিধায়কের

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ হাসপাতালের দালালচক্র বন্ধ করা, অযথা রোগী রেফার কমানো এবং চিকিৎসা পরিষেবা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে পরিদর্শনে গেলেন বিধায়ক গার্গী দাস ঘোষ। বুধবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, চিকিৎসক, নার্স ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করে তিনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেন। বিধায়ক স্পষ্ট জানান, হাসপাতালে আসা রোগীদের যেন অকারণে ফিরিয়ে দেওয়া না হয়। প্রয়োজন হলে বেডের সংখ্যা বাড়ানোর দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, কান্দি মহকুমা হাসপাতালে বেড সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এখনও বহু রোগীকে বহরমপুর বা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে। এই প্রবণতা কমাতেই বৈঠকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের সুপার রাজেশ চন্দ্র সাহা, দুই সহকারী সুপার-সহ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। হাসপাতালের পরিষেবা আরও উন্নত করতে চিকিৎসকদের নির্দিষ্ট সময়ে ডিউটি পালন, রোগীদের সঙ্গে মানবিক আচরণ এবং পরিষেবার মান বৃদ্ধির বিষয়েও আলোচনা হয়। বিধায়ক গার্গী দাস ঘোষ জানান, কান্দি মহকুমা হাসপাতালের পরিকাঠামো ও পরিষেবার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রোগীরা যাতে কোনও ধরনের হয়রানির শিকার না হন এবং দ্রুত চিকিৎসা পান, সেদিকেও নজর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের সুপার রাজেশ চন্দ্র সাহা বলেন, বিধায়কের উপস্থিতিতে আজ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে। আগের তুলনায় রেফারের সংখ্যা অনেকটাই কমেছে। ভবিষ্যতে আরও উন্নত পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি কান্দি মহকুমা হাসপাতালের নতুন ভবন চালু হলেও পরিষেবা নিয়ে রোগী ও তাঁদের পরিবারের অভিযোগ ছিল। সেই পরিস্থিতিতে হাসপাতালের সামগ্রিক হাল ফেরাতে উদ্যোগী হয়েছে প্রশাসন।

মহিষের গাড়িতে বালি

পাচার, আটক দুই কারবারি

আইয়ুব আলী ,নয়া জামানা, ভরতপুর ঃ সরকারি কড়া নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভরদুপুরে মহিষের গাড়িতে করে বালি চুরি করতে গিয়ে শেষরক্ষা হল না দুই অবৈধ বালি কারবারির। মঙ্গলবার দুপুরে ভরতপুর থানার কুঁয়ে নদীর মনোহরপুর ঘাট এলাকায় অতর্কিতে অভিযান চালায় পুলিশ। সেই সময় ঝিকড়া পশ্চিমপাড়ার কুঁয়ে নদীর বাঁধ সংলগ্ন এলাকা দিয়ে একটি মহিষের গাড়িতে করে আনুমানিক ১৬ বস্তা অবৈধ বালি পাচারের সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় চালক ও মালিক। ধৃতদের নাম সোরাব সেখ ও জাহিরুল সেখ, তারা উভয়েই স্থানীয় মনোহরপুর গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ তড়িঘড়ি বালি বোঝাই মহিষের গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি ওই দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। এরপর বুধবার নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে

ধৃতদের কান্দি মহাকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের এই ঝটিকা অভিযানে স্বভাবতই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ভরতপুর থানার পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নদী ও পরিবেশ রক্ষার্থে অবৈধ বালি কারবারিদের বিরুদ্ধে আগামী দিনেও এই ধরণের কঠোর ও আপোষহীন অভিযান জারি থাকবে।

নব নির্বাচিত বিধায়ক চিত্ত মুখার্জিকে সংবর্ধনা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুরের নবনির্বাচিত বিধায়ক চিত্ত মুখার্জি-মহাশয় কে সংবর্ধনা ও সম্মাননা জানাল জঙ্গিপুরের বিভিন্ন বেসরকারি নার্সিংহোম ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্তৃপক্ষরা। এদিন এক সৌজন্য ও সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত একাধিক কর্ণধার উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে নার্সিংহোমের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন তাপস ঘোষ, মেহেবুব আলম সহ বিভিন্ন নার্সিংহোমের প্রতিনিধিরা। পাশাপাশি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের তরফে উপস্থিত ছিলেন দেবব্রত বড়াল, আনিসুর রহমান, টফি শেখ সহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠানে বিধায়ককে উত্তরণীয় ফুলের তোড়া ও সম্মাননা স্মারক তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। সংবর্ধনা গ্রহণ করে বিধায়ক চিত্ত মুখার্জি বলেন,আপনারা স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত। সাধারণ মানুষের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার দায়িত্ব অনেকটাই আপনাদের কাঁধে। আমার পক্ষ থেকে যা করণীয় থাকবে আপনারা বলবেন, আমি অবশ্যই সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। তবে আপনাদের কাছেও আবেদন থাকবে, স্বাস্থ্য পরিষেবায় মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন, সরকারি হাসপাতাল হোক কিংবা বেসরকারি নার্সিংহোম, সর্বত্রই মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং জনকল্যাণমূলক কাজ করে যাওয়াই হওয়া উচিত মূল লক্ষ্য। রোগী ও তাদের পরিবারের সঙ্গে সহানুভূতিশীল আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপরদিকে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তাপস ঘোষ বলেন, আমরা জনকল্যাণমূলক কাজ করার জন্য সর্বদা তৎপর থাকি। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। তবে বিধায়ক যদি আমাদের দিকে একটু নজর দেন এবং সহযোগিতা করেন, তাহলে ভবিষ্যতে আরও ভালোভাবে কাজ করা সম্ভব হবে। মেহেবুব আলমও এদিন বলেন, বিধায়ক মহাশয় যে মানবিক বার্তা দিয়েছেন, আমরা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করব। মানুষের স্বার্থেই স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাব। অনুষ্ঠানটি ঘিরে স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়। জনস্বাস্থ্য ও মানবিক চিকিৎসা পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করার বার্তাই এদিন উঠে আসে অনুষ্ঠানের মূল আলোচনায়।

রাস্তার উপর হাঁটু জল,

দুর্ভোগে বাসিন্দারা

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার উপর হাঁটু জল জমে থাকায় চরম দুর্ভোগের শিকার ভরতপুর ১ ব্লকের আলুগ্রাম পঞ্চায়েতের মাসলাই গ্রামের বাসিন্দারা। ঝুঁকি এড়াতে অনেকেই এখন মূল রাস্তা ব্যবহার না করে পাশের আলপথ ও ড্রেনের উপর দিয়ে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছেন। মঙ্গলবার এই সমস্যার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের একাংশ ভরতপুর বিডিও অফিসে অভিযোগ জানান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিডিও দাওয়া শেরপা বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামের ভিতরের প্রায় ৪০০ মিটার রাস্তা গত দু'বছর ধরেই বেহাল অবস্থায় ছিল। প্রায় আড়াই মাস আগে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের উদ্যোগে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়। ভোটের আগে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার আর্থ মুভার দিয়ে রাস্তা সমান করেন এবং রাস্তার পাশে উঁচু কংক্রিটের ড্রেন নির্মাণ করা হয়। তবে এরপর থেকেই রাস্তার কাজ কার্যত বন্ধ হয়ে যায় বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীদের দাবি, রাস্তার তুলনায় ড্রেন প্রায় এক ফুট উঁচু হয়ে যাওয়ায় গ্রামের জল নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে পড়েছে। ফলে রাস্তাজুড়ে হাঁটু সমান জল জমে রয়েছে। এতে সাইকেল বা মোটরবাইক নিয়ে চলাচল প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বর্তমানে মূলত ট্রাক্টর ও চারচাকা গাড়িই ওই রাস্তা ব্যবহার করতে পারছে। স্থানীয় বাসিন্দা অমল কুমার দে বলেন, স্কুল পড়ুয়া থেকে প্রবীণ মানুষ; সকলকেই এখন আলপথ কিংবা ড্রেনের ধার দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অন্য বাসিন্দা রামপ্রসাদ দে অভিযোগ করেন, মাসখানেক ধরে এই সমস্যা চলছে। পঞ্চায়েতকে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। বর্ষা পুরোপুরি শুরু হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে। রামেশ্বর ঘোষ নামে আরেক বাসিন্দার কথায়, গ্রামের প্রায় ৪০০ মিটার রাস্তা জুড়ে জল দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নেবে বলেই আশা করছি। এ বিষয়ে আলুগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জাহিরুল শেখ বলেন, রাস্তাটির কাজ জেলা পরিষদের অধীনে হচ্ছে। বর্তমানে রাস্তার অবস্থা খারাপ, তা অস্বীকার করার জায়গা নেই। মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সামসুজ্জোহা বিশ্বাস জানিয়েছেন, দ্রুত রাস্তার কাজ পুনরায় শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ব্যাকফুটে সীমান্তে বন্ধ গোরুপাচার,

স্বস্তিতে সীমান্তের গ্রামবাসী

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ কুরবানি ঈদের আগে মুর্শিদাবাদের সীমান্ত এলাকায় একসময় ব্যাপক হারে গোরু পাচারের অভিযোগ উঠত। রাতের অন্ধকারে নদীপথ কিংবা উন্মুক্ত সীমান্ত ব্যবহার করে প্রতিদিন শ'য়ে শ'য়ে গবাদি পশু বাংলাদেশে পাচার করা হতো বলে অভিযোগ ছিল। তবে বর্তমানে বিএসএফ ও পুলিশের কড়া নজরদারিতে সেই চিত্র অনেকটাই বদলেছে বলে দাবি প্রশাসনের। মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে বাংলাদেশের প্রায় ১২৫.৩৫ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। এর মধ্যে ৪২.৩৫ কিলোমিটার স্থলসীমান্ত এবং বাকি অংশ নদীমাতৃক এলাকা। সাগরপাড়া, জলঙ্গি, রানিনগর, রানিতলা, লালগোলা, সুতি ও সামশেরগঞ্জের বিস্তীর্ণ অংশে এখনও কাঁটাতারের বেড়া নেই। পদ্মা নদী সীমান্ত বিভাজিকা হওয়ায় বহু এলাকাই স্পর্শকাতর হিসেবে পরিচিত। এছাড়া জমি সংক্রান্ত জটিলতা ও নদীপথের কারণে জেলার প্রায় ৭১ কিলোমিটার এলাকায় সম্পূর্ণভাবে বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। স্থানীয় সূত্রের দাবি, অতীতে কুরবানি ঈদের ১০-১২ দিন আগে থেকেই সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় গোরু মজুত করা হতো। বাইরে থেকে গোরু এনে গ্রামের বিভিন্ন চাষের জমিতে বেঁধে রাখা হত এবং পরে সুযোগ বুঝে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পাচার করা হতো। এর ফলে চাষের জমি ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতির অভিযোগও ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই আতঙ্কের পরিবেশে মুখ খুলতে সাহস পেতেন না সাধারণ মানুষ। বর্তমানে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কোথাও সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে এলে গ্রামবাসীরাই পুলিশকে খবর দিচ্ছেন। সীমান্তবর্তী থানাগুলিও নজরদারি বাড়িয়েছে। বিএসএফের পক্ষ থেকেও টহল ও নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, গত কয়েক বছর ধরেই গোরু পাচার রোধে ধারাবাহিক অভিযান চলছে। যদিও কিছু অসাধু ব্যবসায়ী সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামে গবাদি পশু রেখে পরে পাচারের চেষ্টা করত বলে অভিযোগ রয়েছে। একটি গোরু তুলনামূলক কম দামে কিনে বাংলাদেশে বেশি দামে বিক্রি করে বড় অঙ্কের মুনাফা করা হতো বলেও তদন্তকারী সংস্থার দাবি। তবে এবারের ঈদের আগে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে প্রশাসনের দাবি। সীমান্ত এলাকায় কড়া নজরদারির কারণে গোরু পাচার কার্যত বন্ধ হয়েছে বলে মনে করছে বিএসএফ ও পুলিশ। এর ফলে সীমান্তবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 21-05-2026 09:28 Page 7

পরিকাঠামো নেই, অথচ আকাশছোঁয়া ফি! বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উত্তেজনা

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বিভিন্ন দাবি-দাওয়াকে সামনে রেখে বুধবার সকাল থেকে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বোলপুরের বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবু তালেব খানকে ঘিরে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পড়ুয়ারা। তীব্র গরমে ক্লাসরুমে এসি ও ফ্যান না চলা থেকে শুরু করে পানীয় জল, লাইব্রেরি, খেলার সামগ্রী ও পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব একাধিক অভিযোগ তুলে সরব হন ছাত্র-ছাত্রীরা।পড়ুয়াদের অভিযোগ, বিপুল ফি নেওয়া হলেও সেই অনুপাতে পরিকাঠামো মিলছে না। ফাইন আর্টস বিভাগের ছাত্র সুজিত মণ্ডল বলেন, ভর্তির সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে যেসব সুবিধার কথা উল্লেখ ছিল, বাস্তবে তার অনেকটাই নেই। প্রতি সেমিস্টারে ল্যাবরেটরি ফি বাবদ দু'হাজার টাকা নেওয়া হলেও কোথাও এসি চলছে না। এত বড় ক্যাম্পাসে মাত্র দু'টি পানীয় জলের মেশিন রয়েছে। ক্লাসরুমে ঠিকমতো ফ্যান ও আলোও নেই। গরমে অনেকেই

অসুস্থ হয়ে পড়ছে।রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ছাত্র রাজিবুল ইসলাম অভিযোগ করেন, প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলেও এখনও ফল প্রকাশ হয়নি। সামনে দ্বিতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা। লাইব্রেরি থাকলেও পর্যাপ্ত বই নেই।

এসি রুম থেকে অন্য রুমে ক্লাস সরিয়ে নেওয়ায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।অন্যদিকে ফিজিক্যাল এডুকেশন বিভাগের ছাত্র মোহাম্মদ ইউসুফ বলেন, এত বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলার পর্যাপ্ত সামগ্রী নেই। মাঠের অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ। সেখানে খেলতে গিয়ে দুর্ঘটনার মুখে পড়তে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে জানিয়েও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিপুল বিদ্যুৎ বিলের চাপ সামলাতে গিয়েই একাধিক শ্রেণীকক্ষে এসির ব্যবস্থা বন্ধ রাখা হয়েছে।

গত অর্থবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যুৎ বিল প্রায় ১.২৬ কোটি টাকায় পৌঁছয়। উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে অনুদান মিললেও এখনও কয়েক লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে এসি ব্যবহার কমানো, অপ্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বন্ধ রাখা এবং সৌর বিদ্যুতের ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণও কিছুটা কমানো সম্ভব হয়েছে।এ প্রসঙ্গে উপাচার্য অধ্যাপক আবু তালেব খান বলেন, কয়েক লক্ষ টাকা বিদ্যুতের বিল বকেয়া রয়েছে। সেই কারণেই কিছু ক্লাস নন-এসি রুমে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পড়ুয়াদের একাংশ সমস্যার কথা জানিয়েছে। আমরা একাডেমিক ক্যালেন্ডার তৈরি করে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অনুমতিক্রমে বিষয়গুলি দেখব। বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত জল, ফ্যান ও আলোর ব্যবস্থা রয়েছে। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়টি নতুন, তাই কিছু ক্ষেত্রে অনুমোদন বাকি রয়েছে। সেগুলি মিললেই আশা করছি সমস্যাগুলি অনেকটাই মিটে যাবে।এদিন প্রায় চার ঘণ্টা ধরে আন্দোলন চলে। পরে উপাচার্যের আশ্বাসের পর পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়।বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পড়ুয়াদের দাবির প্রেক্ষিতে নতুন ফ্যান আনা হয়েছে। এমনকি কয়েকটি এসি-যুক্ত শ্রেণীকক্ষেও পুনরায় ক্লাস শুরু করা হয়েছে।তবে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের বক্তব্য, শুধুমাত্র আশ্বাসে নয়, সমস্ত বিষয়ে সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তারা বিষয়টির উপর নজর রাখবেন। এমনকি আগামী দিনের বৃহত্তর আন্দোলনেরও হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

মানবিক উদ্যোগ ক্যান্সার রোগীদের নিজের ১৫ ইঞ্চি চুল দান করলেন হাসপাতালের নার্সিং স্টাফ

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ মানবিকতার এক অনন্য নজির গড়লেন রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নার্সিং স্টাফ প্রিয়া সিনহা।কেমোথেরাপির ফলে বহু ক্যানসার রোগীর মাথার চুল উঠে যাওয়ার যন্ত্রণা কাছ থেকে দেখে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে নিজের ১৫ ইঞ্চি লম্বা চুল দান করলেন তিনি। তাঁর এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই এলাকাজুড়ে প্রশংসা কুড়িয়েছে।কাবিলপুরের বাসিন্দা প্রিয়া সিনহা ২০২১ সালে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি আন্টিনেন্টাল ওয়ার্ডে কর্মরত। দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালে কাজ করতে গিয়ে ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের শারীরিক ও মানসিক কষ্ট খুব কাছ থেকে অনুভব করেছেন তিনি। বিশেষ করে কেমোথেরাপির কারণে রোগীদের মাথার সমস্ত চুল উঠে যাওয়ায় অনেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। সেই দৃশ্যই তাঁকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে।এরপরই তিনি সিদ্ধান্ত নেন নিজের সযত্নে বড় করা ১৫ ইঞ্চি চুল দান করার। প্রিয়া জানান, স্মার্ট লুকে নয়, মানুষের সেবাতেই আসল তৃপ্তি। যদি আমার এই ছোট উদ্যোগে একজন ক্যানসার রোগীর মুখে হাসি

ফোটে, সেটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।নিজের এই উদ্যোগ সফল করতে তিনি যোগাযোগ করেন স্পন্দন ফাউন্ডেশন নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে। সংস্থার মাধ্যমে তাঁর দান করা চুল ব্যবহার করা হবে ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের জন্য উইগ তৈরিতে। চিকিৎসার কঠিন সময়ে এই উইগ অনেক রোগীকেই নতুন করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে সাহায্য করবে।রক্তদান, বস্ত্রদান কিংবা অঙ্গদানের মতো বিষয় নিয়ে সমাজে সচেতনতা থাকলেও চুল দানের মতো মানবিক উদ্যোগ এখনও খুব একটা দেখা যায় না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন নার্সিং স্টাফের এই ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ সকলের মন ছুঁয়ে গিয়েছে। হাসপাতালের সহকর্মী থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারাও প্রিয়ার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।মানবিকতার এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সমাজের আরও অনেক মানুষকে অসহায় রোগীদের পাশে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা জোগাবে বলেই মনে করছেন সকলেই।

মাঠে বেআইনিভাবে পুকুর খনন, হাতেনাতে গ্রেপ্তার ২ যুবক

পার্থ দাস বৈরাগ্য, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ রাজ্যে পালাবদল হয়েছে। তার পাশাপাশি বদল ঘটেছে একাধিক প্রশাসনিক নিয়ম নীতির। এ সকল নিয়ম নীতির মূল ভিত্তি হিসেবে বর্তমান সরকার তুলে ধরেছে স্বচ্ছতার বার্তা। দুর্নীতির সাথে কোন আপস নয় বা বেআইনিভাবে কোন কাজ করেই কেউ যে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াবে এমন ধারণা পোষণ করা থেকেও সাধারণ মানুষকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে প্রশাসন সূত্রে। কিন্তু এটা সত্য যে সমাজের কিছু দুষ্কৃতি ও দুরাচারীরা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।এবার বেআইনিভাবে মাটি কাটার অভিযোগে দুটি ট্রাক্টর বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি গ্রেফতার করা হলো ২ জনকে। ধৃতরা হল আস্তাব হালসনা ও আজিজুল শেখ। পুলিশ সূত্রে খবর, তাদের বাড়ি পলাশিপাড়া থানার বার্নিয়া ও বারুইপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে বার্নিয়া পশ্চিম পাড়ার এক মাঠে বেআইনিভাবে পুকুর কাটছিল এই অসামাজিক ব্যক্তিরা। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ হাতেনাতে মাটি বোঝাই ট্রাক্টর সহ ওই দুজনকে গ্রেফতার করে।

ফের বিতর্ক, বীরভূমে চর্চার কেন্দ্রবিন্দু মহিম শেখের 'রাজকীয়' ক্রিকেট স্টেডিয়াম

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ গত কয়েক বছরে বারবার দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্যের রাজনৈতিক মানচিত্রে উঠে এসেছে বীরভূমের নাম। গরু পাচার, কয়লা, বালি, পাথর শিল্প থেকে শুরু করে বিভিন্ন সিন্ডিকেট রাজ;একাধিক ইস্যুতে শাসকদলের বহু নেতার নাম জড়িয়েছে বিতর্কে। আর সেই কারণেই বারবার সরব হয়েছে বিজেপি। রাজ্যের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও বীরভূমকে ঘিরে দুর্নীতির প্রশ্ন এখনও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।বীরভূমের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরেই অনুব্রত মণ্ডলের নাম সবচেয়ে বেশি চর্চিত। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা একাধিক অভিযোগ নিয়ে রাজ্য-রাজনীতিতে তুমুল বিতর্ক হয়েছে। পাশাপাশি সময়ের সঙ্গে আরও কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা ও ব্যবসায়ীর নামও উঠে এসেছে বিভিন্ন বিতর্কে। চন্দ্রনাথ সিং, কাজল সহ একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বকে ঘিরে স্থানীয় স্তরে নানা অভিযোগ ও রাজনৈতিক চাপানউতোর চলেছে। বিশেষ করে বীরভূমের পাথর শিল্পকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকার অবৈধ লেনদেন, রয়্যালটি ফাঁকি এবং সিন্ডিকেট রাজের অভিযোগ বহুবার সামনে এসেছে।বিজেপির অভিযোগ, জেলার পাথর শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কিছু প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতাদের একাংশ বছরের পর বছর ধরে অস্বচ্ছ আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। স্থানীয় বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া পেজ ও লোকাল প্ল্যাটফর্মে একাধিকবার ভাইরাল হয়েছে সেইসব ব্যবসায়ী ও নেতাদের ছবি, ভিডিও এবং বিলাসবহুল

জীবনযাপনের দৃশ্য। কখনও দামি গাড়ি, কখনও বিশাল বাড়ি, আবার কখনও রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর অভিযোগ;সব মিলিয়ে বীরভূম এখন কার্যত রাজনৈতিক বিতর্কের উর্বর জমি হয়ে উঠেছে।আর ঠিক এই আবহেই নতুন করে চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছে সদয়পুর থানার গোমসীমা গ্রামের তৃণমূল নেতা মহিম শেখের তৈরি অত্যাধুনিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম।একসময় যিনি মোটর বাইক মেকানিক হিসেবে কাজ করতেন, সেই মহিম শেখই এখন কয়েক কোটি টাকার রাজকীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের মালিক;এই তথ্য সামনে আসতেই শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক।স্টেডিয়ামটিতে রয়েছে সুইমিং পুল, জিম, ক্লাব হাউস, আধুনিক ড্রেসিং রুম-সহ একাধিক বিলাসবহুল পরিকাঠামো। গ্রামের মধ্যে এমন আধুনিক ক্রীড়া কমপ্লেক্স দেখে অনেকেই বিস্মিত। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, জেলার বহু সরকারি ক্রীড়া অবকাঠামোর থেকেও এই স্টেডিয়াম অনেক বেশি আধুনিক।তবে প্রশ্ন উঠছে অর্থের উৎস নিয়েই। বিরোধীদের দাবি, একজন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতার পক্ষে এত বিপুল বিনিয়োগ কীভাবে সম্ভব? বিজেপির অভিযোগ, বীরভূমের পাথর শিল্প ও অন্যান্য ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত প্রভাবশালী মহলের টাকার যোগসূত্র খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। কারণ, এই স্টেডিয়ামে জেলার কয়েকজন বিতর্কিত ব্যবসায়ী ও পাথর শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের একাধিকবার দেখা গিয়েছে বলেও দাবি উঠেছে। সেই ছবি ও ভিডিও আবার ভাইরাল হয়েছে বিভিন্ন লোকাল সোশ্যাল মিডিয়া পেজে।যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন মহিম শেখ। তাঁর দাবি, নিজস্ব ইটভাটা ও অন্যান্য বৈধ ব্যবসার আয় থেকেই এই স্টেডিয়াম তৈরি করা হয়েছে। এলাকার যুব সমাজকে খেলাধুলার সুযোগ করে দিতেই তাঁর এই উদ্যোগ বলেও জানিয়েছেন তিনি।কিন্তু তাতেও থামছে না জল্পনা। রহস্য যেন ক্রমশ আরও ঘনীভূত হচ্ছে এই স্টেডিয়ামকে ঘিরে। বীরভূম থেকে কলকাতা;এখন সর্বত্রই আলোচনার কেন্দ্রে এই 'রাজকীয়' ক্রিকেট স্টেডিয়াম। রাজনৈতিক মহলের মতে, আগামী দিনে এই ইস্যু আরও বড় বিতর্কের জন্ম দিতে পারে।

ধর্মঘটের দিনেও স্বস্তি, সাধারণের স্বার্থে খোলা একটিমাত্র ওষুধের দোকান

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বুধবার বেলা ১২টা পর্যন্ত নানুর, কীর্ণাহার ও লাভপুরের অধিকাংশ ওষুধের দোকান বন্ধ ছিল।

বেঙ্গল কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে অনুষ্ঠিত এই ধর্মঘটে জেলার অন্যান্য অংশেও একই চিত্র দেখা যায়।সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের জরুরি প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রতিটি এলাকায় অন্তত একটি করে ওষুধের দোকান খোলা রাখা হয়েছে।কীর্ণাহার জোন কমিটির সম্পাদক অনুপ দত্ত জানান, ই-ফার্মেসির বাড়বাড়ন্তের কারণে ওষুধের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এছাড়াও ছোট ও মাঝারি ওষুধ ব্যবসায়ীরা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন। এ কারণেই এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় সড়ক যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড! দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ

সায়ন ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ রামপুরহাট শহরে বাড়ছে নোংরা ও দূষণের সমস্যা। বীরভূমের রামপুরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল পেরিয়ে গরুর হাট সংলগ্ন রানীগঞ্জ ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে জমে উঠেছে বিশাল আবর্জনার স্তূপ।অভিযোগ, রাস্তার পাশেই দীর্ঘদিন ধরে ফেলা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের নোংরা বর্জ্য। ফলে দুর্গন্ধে কার্যত নাক-মুখ ঢেকে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। অনেকেই মাস্ক বা রুমাল ব্যবহার না করে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করাই অসম্ভব হয়ে উঠছে বলে জানান।স্থানীয়দের অভিযোগ, আশেপাশের কিছু বেসরকারি নার্সিংহোম ও খাবারের হোটেল থেকে বর্জ্য ফেলে যাওয়ার কারণেই

এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, ওই এলাকার কাছেই নতুন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। হাসপাতালের পাশেই এভাবে আবর্জনার স্তূপ জমে থাকায় স্বাস্থ্য ও পরিবেশ নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। যদিও ক্যামেরার সামনে কেউ মুখ খুলতে চাননি, তবে মৌখিকভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বহু পথচলতি মানুষ। দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও স্থায়ী সমাধানের দাবি উঠেছে এলাকা জুড়ে।

শান্তিনিকেতনে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য, শঙ্কিত প্রশাসন!

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ পালাবদলের পর রাজ্যে প্রশাসনিক কড়াকড়ির জেরে শান্তিনিকেতনে তীব্র আলোড়ন তৈরি হয়েছে। গত কয়েক বছরে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যেসব বিলাসবহুল বেআইনি রিসর্ট ও হোটেল গড়ে উঠেছিল সেগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যারা এতদিন ক্ষমতার দাপটে অবৈধ ছাড়পত্র বিলি করেছিল তাদের কপালেই বা কী নাচছে? শান্তিনিকেতন ও বোলপুরের জমি মাফিয়া ও বেআইনি কারবারিদের কার্যত ঘুম উবে গিয়েছে। চাপে রয়েছেন তৃণমূল নেতাদের একাংশ।কবিগুরুর 'প্রাণের আরাম' শান্তিনিকেতন আজ মূলত কালো টাকা আর রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের স্বর্গরাজ্য।কবিগুরুর সাধের শান্তিনিকেতন পরিণত হয়েছে জমি মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্যে।ক্ষমতার জোরেই শ্রী হারিয়েছে কোপাই নদী। নদীর চর দখল করে তৈরি হওয়া রিসর্টে গত বর্ষায় জল ঢুকে পর্যটকরা বিপদে পড়লেও হুঁশ ফেরেনি প্রশাসনের।অভিযোগের পাহাড় জমলেও বছরের পর বছর প্রশাসন ছিল কার্যত ঠুঁটো জগন্নাথ।রাজ্যে পালাবদলের পর পরিস্থিতি বদলেছে। সিউড়ির বিধায়ক তথা বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন, বীরভূমে কোনটা বৈধ ছিল এতদিন? সবে নতুন সরকারে এসেছে। সবকিছুর হিসাব নেওয়া হবে।

নানুরে ভোট-পরবর্তী হিংসা, নিহত তৃণমূল নেতার বাড়িতে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম

রুম্পা দাস, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার বীরভূমের নানুরে পৌঁছাল তৃণমূল কংগ্রেসের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। দুপুরে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা নানুরের সন্তোষপুর গ্রামে গিয়ে নিহত তৃণমূল নেতা আবির শেখ-এর বাড়িতে যান। সেখানে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার বিস্তারিত খোঁজখবর নেন তাঁরা। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, সামিরুল ইসলাম এবং অসিত মাল-সহ অন্যান্যরা। এছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা হাসনের বিধায়ক কাজল শেখ এবং নানুরের বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি।উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরদিন অর্থাৎ ৫ মে বিকেলে সন্তোষপুর এলাকায় প্রকাশ্যে রাস্তার উপর গলা কেটে খুন করা হয় তৃণমূল নেতা আবির শেখকে। ওই ঘটনায় গুরুতর আহত হন চাঁদু শেখ নামে আরও এক তৃণমূল কর্মী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।

নদিয়া ও বীরভূম জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

কথা দিয়েছেন, কথা রেখেছেন! শিবনিবাসে বৃদ্ধ দম্পতির পাশে ত্রাতা সিআরপিএফ অফিসার

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ মানবিকতা আজও বেঁচে আছে, তাইতো অসহায় মানুষগুলো আজও আলোর দিশা পায়, পায় বাঁচার রসদ। সেটা আবার প্রমাণ হলো নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের শিবনিবাস গ্রাম পঞ্চায়েতের পার চন্দননগর গ্রাম এলাকায়। এই গ্রামের অনাহারে দিন কাটানো বৃদ্ধ দম্পতি পাঁচু গোপাল বাবু ও তার স্ত্রীর পাশে সিআরপিএফ এর একজন অফিসার দাঁড়াবেন এবং যতদিন না সরকারি প্রকল্পের কোনো টাকা তারা পাবেন ততদিন তিনি নিয়মিতভাবে সাহায্য করে যাবেন বলে জানিয়েছিলেন। তিনি কথা রেখেছেন এবং বুধবার আবারও এসেছিলেন এবং তিনি নিজে এসে পাঁচু গোপাল বাবুকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে গেলেন। বৃদ্ধ দম্পতিকে প্রণাম করলেন ও আশীর্বাদ চাইলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন আমার

অনেক আছে। আমি যাতে আপনাদের মতো অসহায় মানুষদেরকে সাহায্য করতে পারি এই আশীর্বাদ করুন। কথা প্রসঙ্গে প্রাক্তন সিআরপিএফ অফিসার বিপ্লব বিশ্বাসের কাছ থেকে জানা গেল ভগবান তাকে অনেক দিয়েছে, তাই তিনি সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে চান। এ প্রসঙ্গে ওনার সাথে কথা বলে জানা গেল যে উনি কেবিসি মানে কন বনেগা ক্রড়প্রতি কুইজ সো এর ২৫ বছরের ইতিহাসে প্রথম বাঙালি যিনি এক কোটি টাকা জিতেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি বাংলার গর্ব, বাঙালির গর্ব। উনার মতন মহান মানুষ মানব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে এজন্য আমরা উনাকে কুর্নিশ জানাই বলে জানালেন স্থানীয় বাসিন্দা শিবনাথ মুখার্জি।

পূর্ব বর্ধমানে তোলাবাজি মামলায় কড়া পদক্ষেপ পুলিশের, ধৃত একাধিক নেতা

নয়া জামানা,পূর্ব বর্ধমান ঃ তোলাবাজি, কাটমানি নেওয়া ও মারধরের অভিযোগে পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকা থেকে একাধিক তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার ধৃতদের বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করা হলে ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয় জোর চর্চা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সরকারি আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নেওয়ার অভিযোগে মেমারি থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে মেমারি পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ কোলে ওরফে পদু এবং শ্রীমন্ত সর্দার নামে আর এক তৃণমূল নেতাকে। অভিযোগ, এলাকার বাসিন্দা ধনাই ভূমিজের কাছ থেকে আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে ৪৫ হাজার টাকা নেওয়া হয়। পরে ঘর না পাওয়ায় টাকা ফেরত চাইতে গেলে ধনাই ভূমিজ ও তাঁর স্ত্রীকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে, তোলাবাজির অভিযোগে দেওয়ানদিঘী থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন যুব নেতা সোমনাথ ব্যানার্জি। পুলিশ সূত্রে দাবি, বর্ধমান-১ ব্লকের কুড়মুন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে তাঁর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জোর করে টাকা তোলার অভিযোগ জমা পড়ছিল। তদন্তের পরই পদক্ষেপ করে পুলিশ। এছাড়াও তোলাবাজি ও মারধরের অভিযোগে মাধবডিহী থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে উচ্চালন পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আনিসুর রহমান খানকে। তিনি রায়না-২ ব্লক তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বলেও জানা গিয়েছে। অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এলাকায় বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করে টাকা আদায় করা হত। পুলিশ জানিয়েছে, প্রতিটি ঘটনার পৃথকভাবে তদন্ত চলছে। ধৃতদের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাগুলিকে ঘিরে পূর্ব বর্ধমানের রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

কালনা হাসপাতালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে অসন্তোষ, দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ

নয়া জামানা,বর্ধমানঃপূর্ব বর্ধমানের কালনা মহকুমা হাসপাতালে বুধবার রোগী কল্যাণ সমিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে হাসপাতালের পরিষেবা আরও উন্নত করা, রোগীদের সুবিধা বৃদ্ধি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা এবং ভবিষ্যতে এমআরআই পরিষেবা চালুর মতো একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও চত্বর ঘুরে দেখেন কালনা বিধানসভার বিধায়ক সিদ্ধার্থ মজুমদার। পরিদর্শনের সময় হাসপাতাল প্রাঙ্গণের বিভিন্ন জায়গায় ময়লা-আবর্জনা পড়ে থাকতে এবং দেওয়ালে পানের পিকের দাগ দেখতে পেয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। হাসপাতালের পরিবেশ পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর রাখার বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন বিধায়ক। পরিদর্শনের সময় এক রোগী নার্সিং পরিষেবা নিয়ে নিজের অসুবিধার কথাও জানান বিধায়কের কাছে। অভিযোগ শোনার পর বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি রোগীদের সঙ্গে আরও মানবিক আচরণ এবং পরিষেবার মান বজায় রাখার উপর জোর দেন তিনি। এছাড়াও হাসপাতালের চিকিৎসকদের নিয়মিত উপস্থিতি নিয়েও কড়া বার্তা দেন বিধায়ক। ডিউটির সময় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্বশীলভাবে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, রোগীদের আরও উন্নত ও স্বচ্ছ পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যেই এই বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। পরিদর্শনের সময় উঠে আসা সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে কর্তৃপক্ষের তরফে।

বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য,পূর্ব বর্ধমানে ধৃত তৃণমূল নেতা

নয়া জামানা,বর্ধমান ঃপূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে বোমা উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়াল জেলাজুড়ে। এই ঘটনায় এক তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম আহমেদ শামস তাবরিজ ওরফে অরূপ মির্ধা।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৬ এপ্রিল আউশগ্রামের বেলেমাঠ কমিউনিটি হলের পাশের একটি আখের জমি থেকে প্লাস্টিকের জারে রাখা তিনটি তাজা বোমা উদ্ধার হয়। ঘটনার পর থেকেই তদন্ত শুরু করে আউশগ্রাম থানার পুলিশ।তদন্ত চলাকালীন বেলেমাঠ গ্রামের বাসিন্দা জাকির মোল্লাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। তদন্তকারীদের দাবি, জাকিরের বয়ানের ভিত্তিতেই আহমেদ শামস তাবরিজের নাম সামনে আসে। অভিযোগ, তাঁর নির্দেশেই ওই এলাকায় বোমাগুলি মজুত করা হয়েছিল। এরপর মঙ্গলবার বিকেলে বর্ধমান এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় বিস্ফোরক আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। বুধবার ধৃতকে বর্ধমান আদালতে তোলা হয়।ঘটনার পর থেকেই আউশগ্রাম এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও উদ্বেগ বাড়ছে। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে।

আসানসোলে যৌথ অভিযানে উদ্ধার চার আগ্নেয়াস্ত্র, ধৃত দুই

নয়া জামানা,পশ্চিম বর্ধমান ঃ আসানসোলে ফের বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) এবং আসানসোল দক্ষিণ থানার যৌথ অভিযানে চারটি আগ্নেয়াস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম ফিরোজ খান ও মহঃ সোনু। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ফিরোজের বাড়ি দুর্গাপুরের নঈম নগর এলাকায় এবং সোনু আসানসোলের রেলপার বাবুয়া তলাও এলাকার বাসিন্দা। মঙ্গলবার গভীর রাতে আসানসোলের জিটি রোড সংলগ্ন লোকো গ্রাউন্ড এলাকায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় এসটিএফ ও পুলিশ।

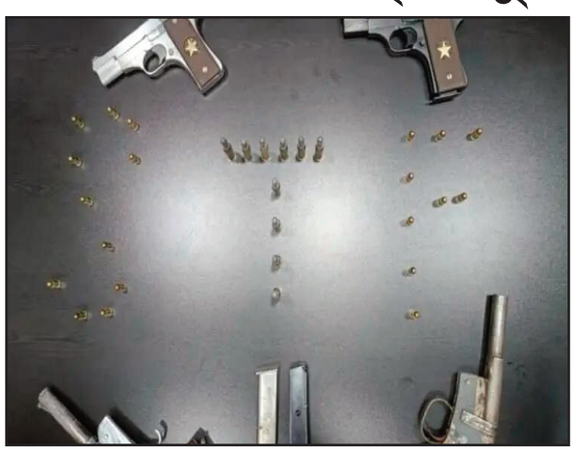

সেখান থেকেই দুজনকে আটক করা হয়। পরে তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে দুটি ৯ এমএম পিস্তল, দুটি পাইপগান, ৩০ রাউন্ড কার্তুজ এবং কিছু নগদ টাকা উদ্ধার হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বিহারের মুঙ্গের থেকে এই অস্ত্র আনা হয়েছিল। সেগুলি আসানসোলের রেলপার এলাকার একটি চক্রের হাতে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল বলে তদন্তকারীদের ধারণা। যদিও এই অস্ত্র কোথায় এবং কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার ছক ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বুধবার ধৃতদের আসানসোল আদালতে তোলা হলে বিচারক সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। তদন্তকারীরা ধৃতদের জেরা করে জানতে চাইছেন, এই চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে এবং কাদের কাছে অস্ত্র পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পুলিশের একাংশের মতে, উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রগুলি কোনও অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই এলাকায় আনা হয়েছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এসটিএফ ও আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ।

পাঁচ বছর পর ফের নিজের তৈরি বিধায়ক কার্যালয়ে জিতেন্দ্র তেওয়ারি

নয়া জামানা,পশ্চিম বর্ধমান ঃ দীর্ঘ পাঁচ বছরের রাজনৈতিক লড়াই এবং অপেক্ষার পর ফের নিজের তৈরি বিধায়ক কার্যালয়ে ফিরলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপি বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি। বুধবার হরিপুরের ট্রেনিং সেন্টার এলাকায় নতুনভাবে এই কার্যালয়ের উদ্বোধনকে ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসবের আবহ দেখা যায়। এক সময় তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক থাকাকালীন সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এই কার্যালয় তৈরি করেছিলেন জিতেন্দ্র তেওয়ারি। ২০১৬ সালে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে জয়ী হওয়ার পর এলাকাবাসীর অভিযোগ শোনা, বিভিন্ন পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখার উদ্দেশ্যেই হরিপুরে এই বিধায়ক কার্যালয় গড়ে তোলা হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি দল বদল করে বিজেপিতে যোগ দেন।

সেই নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে লড়লেও তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাছে পরাজিত হন। এরপর গত পাঁচ বছর ওই কার্যালয়টি কার্যত তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।তবে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়ে ফের পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক হন জিতেন্দ্র তেওয়ারি। আর জয়ের পরই নিজের হাতে তৈরি পুরনো বিধায়ক কার্যালয় ফের নতুনভাবে চালু করলেন তিনি। এদিন উদ্বোধনের পর কার্যালয়টি আবারও বিধায়ক কার্যালয়ের রূপ পায়। উদ্বোধনের পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জিতেন্দ্র তেওয়ারি বলেন, পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ এবং বিজেপি কর্মীরাই প্রমাণ করে দিয়েছেন যে মাটির সঙ্গে থেকে লড়াই করলে আবারও ফিরে আসা সম্ভব। তিনি জানান, আগামী দিনে এই কার্যালয় থেকেই সাধারণ মানুষের নানা সমস্যা শোনা এবং পরিষেবা দেওয়ার কাজ চলবে। তিনি আরও বলেন, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় দুটি বিধায়ক কার্যালয় থাকবে। একটি হরিপুরে এবং অন্যটি সরপি মোড় এলাকায়। নির্দিষ্ট দিনে দুটি কার্যালয়েই বসে মানুষের সমস্যা শুনবেন এবং বিধায়ক হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করবেন বলে জানান তিনি।

বর্ধমান পৌরসভার উদ্যোগে কার্জনগেট থেকে সরানো হল 'বিশ্ববাংলা' লোগো

নয়া জামানা,বর্ধমানঃ বর্ধমান শহরের অন্যতম পরিচিত ও ঐতিহ্যবাহী স্থান কার্জনগেট চত্বরে দীর্ঘদিন ধরে থাকা 'বিশ্ববাংলা' রেপ্লিকা এবার সরিয়ে দেওয়া হল। বুধবার বর্ধমান পৌরসভার তত্ত্বাবধানে জি.টি. রোড সংলগ্ন ওই চত্বর থেকে প্রতীকটি খুলে নেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়।ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর বিভিন্ন সরকারি ও প্রশাসনিক জায়গায় থাকা প্রতীক ও লোগো নিয়ে নতুন করে পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। সেই আবহেই কার্জনগেট চত্বর থেকে 'বিশ্ববাংলা' রেপ্লিকা অপসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই। দীর্ঘদিন ধরে ব্যস্ত এই এলাকায় রেপ্লিকাটি স্থাপিত ছিল। তবে শহরের একাংশের মানুষের দাবি ছিল, ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন কার্জনগেটকে রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক প্রতীকের বাইরে রেখে তার নিজস্ব সৌন্দর্য ও পরিচিতি বজায় রাখা উচিত। রেপ্লিকা সরানোর পর অনেক সাধারণ মানুষ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বলেও জানা গিয়েছে। যদিও গোটা বিষয়টি নিয়ে বর্ধমান পৌরসভার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

তবে বুধবার সকাল থেকেই চত্বরে পৌরসভার কর্মীদের তৎপরতা নজরে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রেপ্লিকাটি খুলে নেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, কার্জনগেট বর্ধমান শহরের একটি ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন। প্রতিদিন বহু মানুষ এই এলাকা দিয়ে যাতায়াত করেন।

তাই শহরের সৌন্দর্য ও ঐতিহ্য রক্ষার প্রশ্নে এই সিদ্ধান্তকে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছেন একাংশের বাসিন্দারা।

কাঠফাটা গরমের মাঝে ক্ষণিক স্বস্তি, বদলাল শিল্পাঞ্চলের আবহাওয়া

নয়া জামানা,জামুড়িয়া, পশ্চিম বর্ধমান ঃ একটানা কয়েকদিন ধরে তীব্র গরমে কার্যত নাজেহাল অবস্থা শিল্পাঞ্চল এলাকার মানুষের। সকাল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চড়া রোদ আর গরম হাওয়ায় রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে জামুড়িয়া ও সংলগ্ন শিল্পাঞ্চল এলাকায় পরিস্থিতি আরও বেশি কষ্টকর হয়ে উঠেছে বলে দাবি সাধারণ মানুষের। এই এলাকায় প্রতিদিন বহু শ্রমিক বিভিন্ন কারখানায় কাজ করতে আসেন। তাঁদের অনেকেরই বক্তব্য, বাইরে যেমন অসহ্য গরম, তেমনই কারখানার ভিতরের গরম পরিবেশও কাজের চাপ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। তার সঙ্গে ধুলো-ধোঁয়ার সমস্যা তো রয়েছেই। সব মিলিয়ে দিনের বেশিরভাগ সময়ই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে কাটাতে হচ্ছে শ্রমিকদের একাংশকে। বুধবার বিকেলের দিকে অবশ্য আবহাওয়ার খানিক পরিবর্তন দেখা যায়। বিকেল গড়াতেই আকাশে মেঘ জমতে শুরু করে। দীর্ঘদিন বৃষ্টির দেখা না মেলায় অনেকেই আশায় ছিলেন হয়তো ঝড়-বৃষ্টি নামবে। যদিও শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি হয়নি, তবুও মেঘলা আকাশ আর ঠান্ডা হাওয়ায় কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসে এলাকায়। বিকেলের এই আবহাওয়ার পরিবর্তনে সাধারণ মানুষের মুখেও খানিকটা স্বস্তির ছাপ দেখা যায়। কাজ সেরে বাড়ি ফেরা মানুষজনের অনেকেই বলেন, দিনের শেষে এই সামান্য ঠান্ডা হাওয়াও অনেকটা আরাম দিয়েছে। তবে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে। আপাতত বড় ধরনের বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলেও বুধবার বিকেলের মেঘলা পরিবেশ এবং ঠান্ডা হাওয়া শিল্পাঞ্চলের মানুষের কাছে কিছুটা হলেও স্বস্তি এনে দিয়েছে।

ডিএমের হাতে দুর্গাপুর পুরসভা,আড্ডার দায়িত্বও সামলাবেন পোন্নাবালাম

নয়া জামানা,পশ্চিম বর্ধমান ঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দুর্গাপুর সফরের ঠিক একদিন আগে বড় প্রশাসনিক বদল।দুর্গাপুর পুরসভার প্রশাসকের দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করলেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নাবালাম। বুধবার দুর্গাপুর পুরসভায় এসে তিনি কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং প্রশাসকের দায়িত্ব বুঝে নেন। এদিন তাঁকে সংবর্ধনা জানান দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই।দায়িত্ব নেওয়ার পর এস পোন্নাবালাম জানান, পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে বহু উন্নয়নমূলক কাজ দীর্ঘদিন ধরে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ এসেছে। সেই সমস্ত কাজ দ্রুত শেষ করার পাশাপাশি নাগরিক পরিষেবা আরও উন্নত করাই এখন প্রধান লক্ষ্য। চলতি সপ্তাহের শনিবার দুই বিধায়কের সঙ্গে বৈঠকে বসে বিভিন্ন প্রকল্প ও উন্নয়নমূলক কাজের খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করবেন বলেও জানান তিনি।

একইসঙ্গে আপাতত আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ বা আড্ডার চেয়ারম্যানের দায়িত্বও সামলাবেন জেলাশাসক।পূর্বতন চেয়ারম্যান কবি দত্ত দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হওয়ায় পদত্যাগ করেন।এরপর থেকেই আড্ডার কাজ দেখভাল করছিলেন এস পোন্নাবালাম। রাজ্য সরকার নতুন চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা না করা পর্যন্ত তিনিই এই দায়িত্বে থাকবেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর দুর্গাপুর পুরসভার নির্বাচিত বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়।তারপর থেকে ভোট না করিয়ে প্রশাসকমণ্ডলী দিয়েই পুরসভার কাজ চলছিল। প্রথমে পাঁচ সদস্যের প্রশাসকমণ্ডলী থাকলেও পরে তা কমিয়ে দু'জন করা হয়।সরকার বদলের পর সেই সদস্যদের পুরসভায় অনুপস্থিতির অভিযোগ ওঠে যার জেরে স্বাভাবিক পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছিল বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

নব বিবাহিত যুবকের রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা,বর্ধমানঃ পূর্ব বর্ধমানের বড় পলাশন এলাকায় এক নববিবাহিত যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বুধবার ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মৃত যুবকের নাম রাজু বাগ (২৯)। তিনি বড়পলাশন ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্টিয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় শোকের পরিবেশ নেমে এসেছে। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় পাঁচ মাস আগে রাজুর বিয়ে হয়।

পরিবারের দাবি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনও ধরনের অশান্তি বা পারিবারিক সমস্যা ছিল না। মঙ্গলবার রাতে পরিবারের সকলের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করে ঘুমোতে যান তিনি। পরিবারের অভিযোগ, রাতের কিছু সময় পরে রাজুর স্ত্রী ঘুম ভেঙে পাশে স্বামীকে দেখতে না পেয়ে খোঁজ শুরু করেন। পরে ঘরের মধ্যেই গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাঁকে ঝুলতে দেখা যায়। ঘটনাটি চোখে পড়তেই পরিবারের সদস্যরা ছুটে আসেন। মুহূর্তের মধ্যে কান্নায় ভেঙে পড়েন সকলে। বুধবার সকালে খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়।

সেখানে চিকিৎসকেরা যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। কী কারণে এই চরম সিদ্ধান্ত, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মেমারি থানার পুলিশ।

পঞ্চায়েত সদস্যার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার,তদন্তে পুলিশ

নয়া জামানা,বর্ধমানঃ পূর্ব বর্ধমানের মেমারি ১ ব্লকের নিমো ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক পঞ্চায়েত সদস্যার অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বুধবার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মৃতার নাম সুমিতা ব্যানার্জি। তিনি পূর্ব রসুলপুর এলাকার বাসিন্দা ও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে নিজের বাড়ির ভিতর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাটি নজরে আসতেই পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে মেমারি থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলেই মনে করা হলেও, মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না তা নিয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, সুমিতা ব্যানার্জি এলাকায় পরিচিত মুখ ছিলেন। হঠাৎ তাঁর এই মৃত্যুতে অনেকেই হতবাক। ঘটনার জেরে রাজনৈতিক মহলেও নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে মেমারি থানার তদন্তকারী আধিকারিকরা

পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

দৈনিক নয়া জামানা পত্রিকা নিয়মিত পড়ুন ও পড়ান

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 21-05-2026 09:29 Page 9

জঙ্গলমহল
নয়া জামানা

১৫ দিনের জট কাটিয়ে কাজে ফিরছেন ৮২ শ্রমিক

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা, তমলুক ঃ অবশেষে কাটল দীর্ঘ ১৫ দিনের অচলাবস্থা।পূর্ব মেদিনীপুরের শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের সোনাপেত্যা টোলপ্লাজায় ফের কাজে ফিরছেন ৮২ জন স্থানীয় শ্রমিক। বুধবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের পর সমস্যার সমাধান সূত্র বের হতেই শ্রমিকদের মুখে ফিরেছে হাসি। হলদিয়া-কোলাঘাট ১১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের গুরুত্বপূর্ণ সোনাপেত্যা টোলপ্লাজায় গত ৫ মে আচমকাই শ্রমিকদের কাজে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। শ্রমিকদের দাবি, কোনও নির্দিষ্ট কারণ না জানিয়েই তাঁদের উপস্থিতি খাতায় সই করতে দেওয়া হয়নি। ফলে আচমকাই রোজগার বন্ধ হয়ে অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে বহু পরিবার।

পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মঙ্গলবার টোলপ্লাজা চত্বরে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন শ্রমিকরা। পাশাপাশি জমা দেওয়া হয় ডেপুটেশনও। আন্দোলনের জেরে এলাকায় চাপ বাড়তেই বুধবার ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস)-এর উদ্যোগে ডাকা হয় ত্রিপাক্ষিক বৈঠক।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন টোলপ্লাজার পরিচালন সংস্থার আধিকারিকরা, শ্রমিক প্রতিনিধি এবং বিএমএস নেতৃত্ব। দীর্ঘ আলোচনার পর উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা তৈরি হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বৃহস্পতিবার থেকেই সমস্ত শ্রমিক তাঁদের আগের কাজে পুনরায় যোগ দেবেন।কাজে ফেরার খবর ছড়িয়ে পড়তেই শ্রমিক মহলে খুশির আবহ তৈরি হয়। দীর্ঘ অনিশ্চয়তার পর স্বস্তি ফিরে পাওয়ায় একে অপরকে মিষ্টিমুখ করিয়ে আনন্দ ভাগ করে নেন শ্রমিকরা। একই সঙ্গে আন্দোলনকারী শ্রমিকদের একাংশ আনুষ্ঠানিকভাবে বিএমএস সংগঠনেও যোগ দেন। স্থানীয়দের মতে, এই সমাধানের ফলে শুধু শ্রমিক পরিবারগুলিই নয়, টোলপ্লাজার স্বাভাবিক কাজকর্মও ফের গতি পাবে।

স্বাস্থ্য পরিষেবায় দুর্নীতি নয়, কড়া বার্তা বিধায়কের

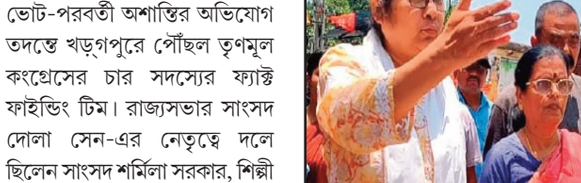

নয়া জামানা,পুরুলিয়া ঃ মানবাজার গ্রামীণ হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ জমছিল। সেই পরিস্থিতিতে বুধবার আচমকাই হাসপাতাল পরিদর্শনে হাজির হন মানবাজারের বিধায়ক ময়না মুর্মু। হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখার পাশাপাশি রোগী ও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন তিনি। পরিদর্শনের সময় হাসপাতালের পরিকাঠামো, চিকিৎসা পরিষেবা ও ওষুধ সরবরাহের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়। পরে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক মৃণাল সিং সর্দারের সঙ্গে বৈঠক করে পরিষেবা আরও উন্নত করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বিধায়ক। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনাও জানানো হয়।হাসপাতাল চত্বর থেকে বেরিয়ে বিধায়ক স্পষ্ট ভাষায় জানান, স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে কোনও ধরনের দুর্নীতি বা গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। সাধারণ মানুষ যাতে স্বচ্ছ ও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পান, সেই বিষয়ে প্রশাসনকে কড়া নজর রাখতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। পাশাপাশি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন বিধায়ক।এদিন মানবাজারে অন্য একটি কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া জেলা বিজেপির সভাপতি শংকর মাহাতো। তিনি বলেন, মানবাজারবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি মহকুমা হাসপাতাল। বর্তমানে ডবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠার পর সেই দাবি পূরণে উদ্যোগ শুরু হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই মানবাজারে মহকুমা হাসপাতাল গড়ে উঠবে বলে আশাবাদী তিনি।বিধায়কের এই আকস্মিক হাসপাতাল পরিদর্শনের পর স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন নিয়ে নতুন করে আশার আলো দেখ ছেন এলাকার সাধারণ মানুষ।

স্বাস্থ্যে নতুন দিগন্ত-মেদিনীপুরে আসছে ১০১ বেডের আর এক্স অন্বেষণা হাসপাতাল

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুর শহরে আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে শুরু হতে চলেছে এক নতুন অধ্যায়। আগামী ২২ মে শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪টায় বটতলা চক সংলগ্ন এলাকায়. আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হতে চলেছে ১০১ বেড বিশিষ্ট অত্যাধুনিক 'আর এক্স অন্বেষণা' হাসপাতাল। এই উদ্যোগের ফলে পশ্চিম মেদিনীপুর সহ আশপাশের জেলার সাধারণ মানুষ উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা আরও সহজে ও দ্রুত পাবেন বলে মনে করছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। শুধু হাসপাতালের উদ্বোধনই নয়, দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলতে বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরের গীতাঞ্জলি মুক্তমঞ্চে আয়োজন করা হয়েছে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সম্প্রীতি ও মানবতার বার্তাও তুলে ধরা হবে বলে জানা গিয়েছে। অনুষ্ঠানকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শহর জুড়ে উৎসাহ তুঙ্গে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, কলকাতা ও মুম্বই থেকে একাধিক বিশিষ্ট অতিথি ও তারকারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছেন বলিউড অভিনেতা গোবিন্দা, অভিনেত্রী মহিমা চৌধুরী এবং টলিউড তারকা শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে হাসপাতালের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ঘোষণা করা হয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাঁতারু আফরিন জাবিকে। ইংলিশ চ্যানেল ও পক প্রণালী জয়ী এই ক্রীড়াবিদকে সম্মান জানিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁর হাতে এক লক্ষ এক টাকার চেক তুলে দেয়। পাশাপাশি জানানো হয়, আফরিনের আগামী 'ক্যাটোলিনা' জয় অভিযানের পথেও পাশে থাকবে আর এক্স অন্বেষণা। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে সংস্থার ডিরেক্টর ডাঃ ত্রিনাথ চ্যাটার্জী ও ডাঃ প্রিয়াঙ্কা চ্যাটার্জী জানান, তশুধুমাত্র একটি হাসপাতাল তৈরি করাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আধুনিক ও মানবিক স্বাস্থ্য পরিষেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য।দস্বাস্থ্য পরিষেবা, মানবিক উদ্যোগ এবং সাংস্কৃতিক আবহ; সব মিলিয়ে মেদিনীপুরে 'আর এক্স অন্বেষণা'র সূচনা ঘিরে এখন চরম উৎসাহ জেলার মানুষের মধ্যে।

পূর্ব মেদিনীপুরে ২৩ জন পারচেজ অফিসার ছাঁটাই

বন্ধ ধান কেনা,জুনে ফিরছে রেশনে গম

নয়া জামানা,মেদিনীপুর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় সহায়কমূল্যে ধান

কেনার দায়িত্বে থাকা ২৩ জন অবসরপ্রাপ্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মীকে একযোগে ছাঁটাই করল জেলা খাদ্যদপ্তর। রাজ্য খাদ্যদপ্তরের নির্দেশে গত মঙ্গলবার জেলা খাদ্য নিয়ামক অভিজিৎ ধাড়া এই সিদ্ধান্ত নেন। মাসে ১২ হাজার টাকা সাম্মানিকের বিনিময়ে তাঁরা প্যাডি পারচেজ অফিসার (পিপিও) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের জেরে জেলায় আপাতত ধান কেনার কাজ থমকে গেছে। চলতি খরিফ মরশুমে ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার মেট্রিক টন লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে এখনও পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৯ হাজার ১৪৪ মেট্রিক টন ধান কেনা হয়েছে। খাদ্যদপ্তরের স্থায়ী ও মোবাইল সিপিসি, বেনফেড এবং ইসিএসসি-র মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া চলছিল।

দপ্তর সূত্রে খবর, দ্রুত কর্মরত স্থায়ী কর্মীদের এই পদে এনে দ্বিতীয় দফায় ধান কেনা শুরু হবে।

এর পাশাপাশি, আগামী জুন মাস থেকে রেশনে আটার বদলে গম দেওয়ার প্রস্তুতি জোরকদমে শুরু করেছে জেলা খাদ্যদপ্তর।

খড়গপুরে ভোট-পরবর্তী তাণ্ডব! বিজেপির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দোলা

নয়া জামানা,খড়গপুর ঃ ভোটে পরাজয়ের কারণ খতিয়ে দেখা এবং ভোট-পরবর্তী অশান্তির অভিযোগ তদন্তে খড়্গপুরে পৌঁছল তৃণমূল কংগ্রেসের চার সদস্যের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন-এর নেতৃত্বে দলে ছিলেন সাংসদ শর্মিলা সরকার, শিল্পী সৈকত মিত্র ও তথ্যচিত্র নির্মাতা সুশান্ত রায়।প্রথমে তাঁরা খড়্গপুর শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় যান। সেখানে ফল ঘোষণার রাতে তৃণমূলের পার্টি অফিসে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছিল।

ওই কার্যালয়ে পরাজিত প্রার্থী প্রদীপ সরকার ও স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রতিনিধিরা।বৈঠকের পর দোলা সেন সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে তভোট চুরিরদ অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি,খড়গপুর সদর কেন্দ্রে প্রায় ৬০ হাজার ভোটারের নাম বাদ পড়ার পরও অস্বাভাবিক ফল সামনে এসেছে। ১৭-সি ফর্মের তথ্য ও ইভিএমের হিসাবের মধ্যে গরমিল রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েও কোনও পদক্ষেপ মেলেনি বলে দাবি তৃণমূলের। ইভিএমের চার্জ ও স্ট্রংরুম নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সাংসদ। পাশাপাশি ভোট-পরবর্তী হিংসাকে তভয়ঙ্করদ বলে উল্লেখ করে তিনি জানান, খড়্গপুরে তৃণমূলের একাধিক পার্টি অফিস দখল ও ভাঙচুর করা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিও পোড়ানো হয়েছে বলে অভিযোগ।পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দোলা সেন কটাক্ষ করেন, তএখন চারদিকে ভয় ইন, ভরসা আউট।দ খড়গপুরের পর প্রতিনিধি দল নারায়ণগড় ও কেশিয়াড়ির উদ্দেশে রওনা দেয়।

ভাষা শহীদ স্মরণে মেদিনীপুরে পদযাত্রা,মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও শ্রদ্ধা

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃগ্ধ অসমের বরাক উপত্যকার ভাষা শহীদদের স্মরণে এবং সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের আয়োজন করল মেদিনীপুর কুইজ কেন্দ্র সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। মঙ্গলবার বিকেলে মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর হল প্রাঙ্গণে নজরুল মূর্তির পাদদেশে ভাষা শহীদদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনে শহীদ হন বিশ্বের প্রথম মহিলা ভাষা শহীদ কমলা ভট্টাচার্য সহ মোট ১১ জন ভাষা সেনানী।

তাঁদের আত্মত্যাগের স্মৃতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। একইসঙ্গে সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতেও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। আলোচনা, গান, কবিতা ও আবৃত্তির মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরা হয় অনুষ্ঠানে। পরে বিদ্যাসাগর হল থেকে একটি পদযাত্রা বেরিয়ে পঞ্চুর চক হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তির পাদদেশে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতেও মাল্যদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুইজ কেন্দ্রের সভাপতি ড. রিংকু চক্রবর্তী, সাহিত্যিক বিদ্যুৎ পাল, কবি নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীতশিল্পী রথীন দাস, নাট্যকর্মী রবীন ধর সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। অংশ নেয় 'মস্তি কি পাঠশালা'র পড়ুয়ারাও। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সুদীপ কুমার খ াঁড়া।শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানান ড. রিংকু চক্রবর্তী।

'দাবাং' বিধায়কের রাতের হানা, বুলডোজারে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো অবৈধ বালি খাদান

নয়া জামানা,বাঁকুড়া ঃ অবৈধ বালি খ াদানের বিরুদ্ধে এবার সরাসরি অভিযানে নামলেন ছাতনার বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। রাতের অন্ধকারে আড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাকি গ্রামে হানা দিয়ে তিনি চিহ্নিত করেন বহুদিন ধরে চলা অবৈধ বালি খাদান।

এরপরই শুরু হয় 'অপারেশন বুলডোজার'। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় খ াদানের অবৈধ অফিসঘর।প স্থানীয়দের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে পুলিশ, প্রশাসন ও ভূমি দফতরের একাংশের মদতেই কোটি কোটি টাকার বালি লুঠ চলছিল এলাকায়। সরকারের বিপুল রাজস্ব ক্ষতির পাশাপাশি প্রতিবাদ করলেই সাধারণ গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হত বলেও অভিযোগ উঠেছে। বিধায়ক ঘটনাস্থল থেকেই জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারকে ফোনে পুরো বিষয়টি জানান। আশ্চর্যের বিষয়,খ াদানটির মাত্র দুই কিলোমিটার দূরেই রয়েছে ঝাঁটিপাহাড়ি পুলিশ ফাঁড়ি। এমনকি নদীর উপর রাস্তা তৈরি করে প্রকাশ্যে বালি তোলা চললেও প্রশাসনের অজানা থাকার দাবি নিয়ে উঠেছে বড় প্রশ্ন।ঘটনাস্থলে ডাকা হয় বিএলআরও-কেও। অভিযোগ, চার মাস আগেই তিনি এলাকা পরিদর্শনে এসেছিলেন।

কিন্তু বিধায়কের ডাকে আসতে গড়িমসি করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন সত্যনারায়ণবাবু। তাঁর বক্তব্য, প্রশাসনের কিছু আধিকারিকের মদত ছাড়া এত বড় অবৈধ কারবার সম্ভব নয়। এই ঘটনায় স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধেও আঁতাতের অভিযোগ উঠেছে। বিধায়ক দাবি করেছেন, অবৈধ বালি চক্রের সঙ্গে যুক্ত সরকারি কর্মী থেকে রাজনৈতিক মদতদাতাদের বিরুদ্ধে কড়া তদন্ত হোক এবং দোষীদের জেলে পাঠানো হোক। বাঁকুড়ায় এই প্রথম কোনও বিধায়কের নেতৃত্বে অবৈধ বালি খ াদানের বিরুদ্ধে এমন বুলডোজার অভিযান ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এলাকাবাসীর একাংশ ইতিমধ্যেই সত্যনারায়ণ মুখে াপাধ্যায়কে 'দাবাং বিধায়ক' তকমা দিয়েছেন।এখন প্রশ্ন, জেলার অন্য প্রান্তেও কি চলবে একই অভিযান ?

৭ বছরের বেতন ফেরতের নোটিসে চাপে 'অযোগ্য' শিক্ষকরা

অনামিকা মেধা ।। নয়া জামানা ।। পূর্ব মেদিনীপুর

চাকরি বাতিলের পর এবার ফেরত দিতে হতে পারে গত সাত বছরের বেতন।পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় 'অযোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের বিরুদ্ধে এবার কড়া পদক্ষেপে নেমেছে প্রশাসন। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) পলাশ রায় জেলার সমস্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের জরুরি নির্দেশ পাঠিয়ে চাকরিচ্যুত কর্মীদের বেতন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য চেয়েছেন। জানা গিয়েছে,আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মোট প্রাপ্ত বেতনের হিসাব, অ্যাপ্রুভাল কপি, ই-সার্ভিস বুক এবং বর্তমান ঠিকানা জমা দিতে হবে।

বিষয়টিকে 'মোস্ট আর্জেন্ট' হিসেবে উল্লেখ করে ইতিমধ্যেই দ্বিতীয়বার রিমাইন্ডার পাঠানো হয়েছে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তর থেকে। জেলাশাসকের রিপোর্ট তলবের পরই শিক্ষা দপ্তরের এই তৎপরতা আরও জোরদার হয়েছে।২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগ প্যানেলকে কেন্দ্র করে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় মোট ৯৩০ জনের চাকরি বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন ৩২৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা, ১৫২ জন গ্রুপ-সি এবং ৪৪৯ জন গ্রুপ-ডি কর্মী। মার্চ মাস থেকেই তাঁদের বেতন বন্ধ রয়েছে।

২০১৮ সাল থেকে ধাপে ধাপে নিয়োগ পাওয়া এই কর্মীরা প্রায় সাত বছর ধরে সরকারি বেতন পেয়েছেন। এবার সেই পুরো অর্থ ফেরতের সম্ভাবনায় অনেকের মধ্যেই তীব্র উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। কারণ, অধিকাংশেরই সংসার, বাড়ির ঋণ, ব্যাঙ্ক লোন ও পারিবারিক দায়িত্ব রয়েছে। এককালীন বিপুল টাকা ফেরত দেওয়া তাঁদের কাছে কার্যত অসম্ভব বলেই মনে করছেন অনেকে।এদিকে গরমের ছুটির মধ্যেও স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও টিচার-ইন-চার্জদের দ্রুত তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়ায় প্রশাসনিক চাপও বেড়েছে।দীর্ঘ কয়েক বছরের বেতন সংক্রান্ত নথি একত্র করা এখ ন স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।রাজনৈতিক মহলেও বিষয়টি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। চাকরি হারানোদের তালিকায় যেমন তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্য পলাশ বর্মণ রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন বিজেপির ময়না গোজিনা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সৌমেন করও।

ফলে শিক্ষা দুর্নীতি ইস্যুতে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও বাড়তে চলেছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

বিতর্কের জেরে পূর্ব মেদিনীপুরে থমকে 'দুয়ারে চিকিৎসা'

নয়া জামানা, পূর্ব মেদিনীপুর ঃ প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছে দুয়ারে চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে চালু হয়েছিল ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা। কিন্তু রাজনৈতিক বিতর্কের জেরে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ জায়গায় বর্তমানে এই পরিষেবা সম্পূর্ণ মুখ থুবড়ে পড়েছে। ফলে বিভিন্ন থানা ও হাসপাতাল চত্বরে রোদ-জলে নষ্ট হচ্ছে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের একেকটি অত্যাধুনিক চিকিৎসা যান। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এই ভ্রাম্যমাণ গাড়িগুলিতে চিকিৎসক, নার্স ও ল্যাব টেকনিসিয়ানরা প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে ইসিজি, সুগারসহ রক্তের প্রায় ৩০ রকমের পরীক্ষা ও চিকিৎসা পরিষেবা দিতেন। তবে বর্তমানে এই গাড়িগুলিতে থাকা 'বিশ্ববাংলা' লোগো এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি নিয়ে আপত্তি তুলে বেশ কিছু এলাকায় ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন বিজেপি কর্মীরা। পটাশপুর ও

পাঁশকুড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় এই নিয়ে ব্যাপক ঝামেলা হওয়ায় নিরাপত্তার অভাবে পরিষেবা বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গাড়ি থেকে ছবি ও লোগো সরিয়ে নিলেও ক্ষোভ কমেনি। পূর্ব মেদিনীপুরের সিএমওএইচ বিভাস রায় জানিয়েছেন, জেলার ১৪টি গাড়ির মধ্যে বেশ কিছু জায়গায় অশান্তির কারণে পরিষেবা বন্ধ রয়েছে।

অন্যদিকে, নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্যজেলার সিএমওএইচ অসিত দেওয়ান জানান, সমস্যা সত্ত্বেও তাঁদের ৪টি গাড়ি এখনও সচল রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।

তবে রাজনৈতিক টানাপোড়েনে এই পরিষেবা বন্ধ হওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।

ভোটে ভরাডুবির দায় কাঁধে নিয়ে পদত্যাগ শাজাহানের

নয়া জামানা,তমলুক ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেন ময়না পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সেখ শাজাহান আলি।হঠাৎই তিনি নিজের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে তমলুক মহকুমা শাসকের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত ঘিরে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক তরজা।প্রথমদিকে পদত্যাগের কারণ স্পষ্ট না করলেও পরে মুখ খুলেছেন শাজাহান আলি।তিনি জানান,বিধানসভা নির্বাচনে ময়নার মানুষ বিপুলভাবে বিজেপির পক্ষে রায় দিয়েছেন। জনগণ তাঁদের চাননি বলেই তিনি পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর কথায়,আমি উন্নয়নের পথে বাধা হতে চাই না। অন্যদিকে বিজেপি নেতা উত্তম সিং কটাক্ষ করে দাবি করেছেন, দুর্নীতির দায় এড়াতেই এই পদত্যাগ। যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন বিদায়ী সভাপতি।তিনি স্পষ্ট বলেন, নির্বাচনে কোনো রিগিং বা ছাপ্পা ভোট হয়নি,মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। শাজাহান আলি আরও জানিয়েছেন, তিনি তৃণমূল কংগ্রেসেই থাকছেন।পাশাপাশি ময়নার নবনির্বাচিত বিধায়ক যাতে এলাকার উন্নয়ন করতে পারেন সেই শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন তিনি।

ঝাড়গ্রাম,বাঁকুড়া,পুরুলিয়া,পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা

নয়া জামানা

তৃণমূল অফিসেই এবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, হাড়োয়ায় গ্রামবাসীদের ‘দখল’ ঘিরে তুমুল চাঞ্চল্য

নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ হাড়োয়া এলাকায় রাজনৈতিক পালাবদলের পর ঘটল নজিরবিহীন ঘটনা।বহুদিন ধরে ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে থাকা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বিকল্প হিসেবে এবার তৃণমূলের পার্টি অফিসকেই আইসিডিএস সেন্টারে পরিণত করলেন গ্রামবাসীরা। আর এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক তরজা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সদরপুর গ্রামের ১৫০ নম্বর আইসিডিএস কেন্দ্রটি ২০২০ সালের ভয়াবহ আমফান ঝড়ে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর থেকে দীর্ঘদিন কেটে গেলেও কেন্দ্রটি আর নতুন করে তৈরি হয়নি। অভিযোগ, একাধিকবার সরকারি অর্থ বরাদ্দ হলেও বাস্তবে কোনও নির্মাণ কাজ হয়নি। ফলে ছোট ছোট শিশুদের ভাঙা, অন্ধকার ও বিপজ্জনক ঘরেই দিনের পর দিন পাঠ নিতে হতো। গরমে না ছিল ফ্যান, না পর্যাপ্ত আলো। এমনকি সেই অবস্থাতেই রান্নার কাজও চালাতে বাধ্য হতেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা।অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী মনজুরা খাতুন জানান, তিনি এখানে যোগ দেওয়ার পর থেকেই কেন্দ্রটির করুণ অবস্থা দেখেছেন। বহুবার পঞ্চায়েতকে জানানো হলেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পরে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্যোগী হয়ে নতুন ঘরের ব্যবস্থা করে দেন। বর্তমানে শিশুদের জন্য ফ্যান, আলো ও বসার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে তিনি জানান। গ্রামবাসীদের দাবি, আইসিডিএস কেন্দ্রের পাশের সরকারি জমিতে জোর করে তৃণমূলের পার্টি অফিস তৈরি করা হয়েছিল। সম্প্রতি রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতেই স্থানীয় মানুষ ও বিজেপি নেতৃত্ব একজোট হয়ে সেই পার্টি অফিস নিজেদের দখলে নেয় এবং সেটিকেই শিশুদের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার শুরু করে। এই বিষয়ে বিজেপি নেতা বিমল দাস অভিযোগ করেন, কেন্দ্র তৈরির জন্য দু'বার টাকা এলেও সেই অর্থের কোনও হদিশ নেই। তাঁর দাবি, শিশুদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে পার্টি অফিসটি উদ্ধার করে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে আব্দুল খালেক মোল্লা স্পষ্টভাবে দায় এড়িয়ে যান। তিনি বলেন, বিষয়টি তাঁর জানা নেই এবং আন্দাজে কোনও মন্তব্য করতে চান না। তবে রাজনৈতিক বিতর্ক যাই থাকুক না কেন, নতুন পরিবেশে স্বস্তিতে পড়াশোনা করতে পেরে খুশি শিশু থেকে অভিভাবক সকলেই।

হালিশহরে ১৬ কাউন্সিলরের গণইস্তফা ও বিধাননগরে তৃণমূল কাউন্সিলর গ্রেফতার

নয়া জামানা,হালিশহর ঃ ব্যারাকপুর প্রশাসনিক ভবনে হালিশহর পৌরসভার ১৬ জন কাউন্সিলরের আকস্মিক গণইস্তফাকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। কাঁচরাপাড়ার পর এবার হালিশহর পৌরসভাতেও এই বড়সড় ভাঙনের ছবি সামনে আসায় রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। জানা গেছে, পদত্যাগীদের এই তালিকায় রয়েছেন পাঁচজন মহিলা কাউন্সিলরও। তবে এই গণইস্তফার সিদ্ধান্ত থেকে দূরে রয়েছেন খোদ পৌরপ্রধান শুভঙ্কর ঘোষ। এদিন পদত্যাগী ১৬ জন কাউন্সিলরের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন সুদীপ্ত দাস। তবে এই দলবদ্ধ পদত্যাগের পরেও তিনি সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন যে, পৌরসভার দৈনিক পরিষেবায় এর কোনও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না এবং নাগরিকদের সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা স্বাভাবিক নিয়মেই সচল থাকবে। অন্যদিকে, পদত্যাগের পরেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন হালিশহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মৃত্যুঞ্জয় দাস। ক্ষমতাসীন দলের অন্দরে এই ধরণের অসন্তোষ এবং পদত্যাগের ঘটনা অবশ্য এবারই প্রথম নয়, এর আগেও এমন চিত্র দেখা গেছে। সম্প্রতি কলকাতা পুরসভার ৯ নম্বর বরো চেয়ারপার্সন পদ থেকে ইস্তফা দেন দেবলীনা বিশ্বাস। দলীয় নেতৃত্ব বা ওপর মহল থেকে ফোন করে বরো চেয়ারপার্সনকে ক্রমাগত চাপ দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ তোলেন তিনি।

শেষ পর্যন্ত দলের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে নিজের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন তৃণমূলের এই বরো চেয়ারপার্সন। তবে দলীয় পদ ছাড়লেও কাউন্সিলর হিসেবে তিনি নিজের এলাকার কাজ চালিয়ে যাওয়ার স্পষ্ট ইচ্ছেপ্রকাশ করেছেন। এরই পাশাপাশি, ব্যারাকপুর ও লাগোয়া শিল্পাঞ্চলে রাজনৈতিক হিংসা ও আইন-শৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগও সামনে এসেছে। দিনকয়েক আগে ব্যারাকপুরে এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে ভয়াবহ দুষ্কৃতী হানার ঘটনা ঘটে। হামলাকারীরা ওই কর্মীর বাড়ির দরজা-জানলা ভাঙচুর করে এবং বাধা দিতে গেলে পরিবারের সদস্যদের উপর চড়াও হয়। অভিযোগ, এই হামলায় বাড়ির মহিলারাও রেয়াত পাননি। স্থানীয় কিছু যুবকের বিরুদ্ধে এই হামলার আঙুল উঠেছে। ঘটনার পর আক্রান্ত বিজেপি কর্মী টিটাগর থানায় ৫ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এই হামলার তীব্র নিন্দা করে বিজেপি বিধায়ক সাফ বার্তা দিয়েছেন যে, এলাকায় কোনও ধরণের হামলা বা হুমকি বরদাস্ত করা হবে না।

এই সমস্ত রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যেই তোলাবাজির এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন বিধাননগর পৌর নিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তথা বরো চেয়ারম্যান রঞ্জন পোদ্দার। বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ বুধবার তাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, রঞ্জনের বিরুদ্ধে এলাকায় একাধিক

ব্যক্তির কাছ থেকে তোলা আদায়ের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল। রাজনৈতিকভাবে তিনি রাজ্যের প্রাক্তন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অনুগামী হিসেবেই পরিচিত। একই দিনে কাউন্সিলরদের গণইস্তফা, আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে ক্ষোভ এবং শাসক দলের জনপ্রতিনিধির তোলাবাজির দায়ে গ্রেফতারির এই জোড়া ঘটনা রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে

বাড়ি ফিরুন,ভয় নয়-শাসনে হুমায়ুন কবিরের বার্তা

নয়া জামানা,শাসন ঃ রাজনৈতিক অশান্তির আবহে তৃণমূল কংগ্রেসের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্য হিসেবে এসে সরব হলেন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার হুমায়ুন কবির।বুধবার তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন যাদের নামে পুরনো মামলা রয়েছে তারা আদালত থেকে জামিন নিয়ে বাড়ি ফিরুন আর যাদের বিরুদ্ধে কোনও মামলা নেই তারা নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরুন। সকলকে নিরাপদে বাড়ি ফেরানোই প্রশাসনের দায়িত্ব বলেও দাবি করেন তিনি। এদিন তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র তন্ময় ঘোষ।

দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নির্দেশে তাঁরা শাসনের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন এবং দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হুমায়ুন কবির বলেন, বাড়িতে থাকার অধিকার সকলের আছে।গণতন্ত্রে বিরোধী রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।সরকারের সমালোচনা করা তাদের অধিকার, সেই কণ্ঠরোধ করা শাসক দলের

কাজ হতে পারে না।দলীয় কার্যালয় প্রসঙ্গেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন। সরকারি জমিতে থাকা যে কোনও রাজনৈতিক দলের পার্টি অফিস সরিয়ে নেওয়ার কথা বলেন তিনি।

তাঁর দাবি,শুধুমাত্র তৃণমূল নয় সব রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেই একই নিয়ম প্রযোজ্য হওয়া উচিত।পাশাপাশি নিজস্ব জমিতে থাকা দলীয় কার্যালয়গুলি দ্রুত খুলে দেওয়ার আহ্বান জানান। হুমায়ুন কবির আরও বলেন, যেসব পার্টি অফিস বা কর্মীদের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর হয়েছে, তার ছবি-সহ থানায় অভিযোগ জানাতে হবে। পুলিশ অভিযোগ না নিলে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। একইসঙ্গে ই-মেলের মাধ্যমে এসপি, ডিএম, ডিজি, হোম সেক্রেটারি ও চিফ সেক্রেটারিকেও অভিযোগ পাঠানোর নির্দেশ দেন। সমস্ত তথ্য দলীয় স্তরেও সংরক্ষণ করার কথা জানান তিনি।

ইডি হামলা মামলায় গ্রেফতার শাহজাহান ঘনিষ্ঠ দুই তৃণমূল নেত্রী

নয়া জামানা,সন্দেশখালি ঃ ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনায় ফের চাঞ্চল্য ছড়াল রাজ্য রাজনীতিতে। এবার গ্রেফতার করা হল শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ দুই তৃণমূল নেত্রীকে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন সন্দেশখালি ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা বসিরহাট জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সভানেত্রী সবিতা রায় এবং তৃণমূল নেত্রী মিঠু সরদার। ঘটনায় এলাকায় তৈরি হয়েছে চাপা উত্তেজনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তদন্তে গিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। সেই সময় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে। তদন্তে উঠে আসে,ওই ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন সবিতা রায় ও মিঠু

সরদারও।এরপরই তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়।অভিযোগ রয়েছে, ইডির উপর হামলার পাশাপাশি ভোট পরবর্তী হিংসা এবং এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর ঘটনাতেও যুক্ত ছিলেন এই দুই নেত্রী। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের খোঁজ চালাচ্ছিল পুলিশ। অবশেষে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর থানা এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেফতার করে ন্যাজাট থানার পুলিশ।বুধবার ধৃত দুই নেত্রীকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তদন্তের স্বার্থে তাঁদের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানায় পুলিশ।এই গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে সন্দেশখালির রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

বিজেপি করায় আগুন রাতারাতি ছাই দোকান, উত্তপ্ত হাসনাবাদ

নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ হাসনাবাদের বাইলানি বাজারে রাজনৈতিক সংঘর্ষ ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল। বিজেপি করার ‘অপরাধে’ এক ব্যবসায়ীর দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের এক উপ-প্রধানের বিরুদ্ধে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পালটা ক্ষোভে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার দোকানেও ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাইলানি বাজারের ব্যবসায়ী নিতাই দাস দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপির সক্রিয় কর্মী হিসেবে পরিচিত। মঙ্গলবার বিকেলে এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে বচসা বাধে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে হাসনাবাদ থানার পুলিশ এসে সাময়িকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু রাত গভীর হতেই ঘটে ভয়াবহ ঘটনা। অভিযোগ, গভীর রাতে আচমকাই নিতাই দাসের দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন পুরো দোকান গ্রাস করে নেয়। স্থানীয় মানুষজন ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হয়নি। চোখের সামনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ব্যবসায়ীর বহু বছরের রোজগারের একমাত্র অবলম্বন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের দাবি, বিশপুর পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান শহিদুল শেখের নেতৃত্বেই এই হামলা চালানো হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, আগেই হুমকি দেওয়া হয়েছিল দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে। রাতের ঘটনায় সেই আশঙ্কাই সত্যি হয়েছে। ঘটনার পর বুধবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাইলানি বাজার। বিজেপি কর্মী-সমর্থক এবং ব্যবসায়ীরা বাজার বন্ধ রেখে বিক্ষোভে সামিল হন। অভিযুক্ত উপ-প্রধানের গ্রেফতারির দাবিতে রাস্তা অবরোধও করা হয়। অভিযোগ, পরে ক্ষুব্ধ জনতা শহিদুল শেখের দোকানেও ভাঙচুর চালায়। দোকান হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন নিতাই দাসের পরিবার। কান্নাজড়িত কণ্ঠে পরিবারের প্রবীণ সদস্য নরহরি দাস বলেন, তসব শেষ হয়ে গেল। আমাদের আর কিছু রইল না।দ পরিবারের আর এক সদস্য সপ্তমী দাসের অভিযোগ, তশুধু বিজেপি করি বলেই আমাদের টার্গেট করা হয়েছে। ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। স্থানীয় বিজেপি নেতা সমীর মণ্ডল দাবি করেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকেই এই হামলা হয়েছে। যদিও অভিযোগের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত তৃণমূল নেতৃত্বের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। অভিযুক্ত উপ-প্রধান ঘটনার পর থেকেই এলাকাছাড়া বলে জানা গিয়েছে। বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অলকানন্দ ভাওয়াল জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

ইতিহাসের আড়ালে চিংড়িখালি ! হারিয়ে যাওয়া হিরের খোঁজে ডায়মন্ড হারবার

নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ হুগলি নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা আজকের দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম মহকুমা শহর ডায়মন্ড হারবার। নদী-বন্দর বা সপ্তাহান্তের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত এই অঞ্চলের পরতে পরতে লুকিয়ে রয়েছে জলদস্যুদের দাপট, লবণের বাণিজ্য ও ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের ইতিহাস। ইতিহাসের ধুলো ঝাড়লে দেখা যায়, এই অঞ্চলের আদি নাম ছিল ‘চিংড়িখালি’। কালের বিবর্তনে যা একদা রূপান্তরিত হয় ‘হাজীপুর’-এ। পরবর্তীতে ঔপনিবেশিক শাসকেরা এর ভৌগোলিক গুরুত্ব অনুধাবন করে নাম রাখেন ‘ডায়মন্ড হারবার’। তবে এই নামকরণের পেছনে কোনও বহুমূল্য রত্ন নয়, বরং জড়িয়ে ছিল শ্বেতশুভ্র লবণের স্তূপ। রোদে নদীর তীরে স্তূপীকৃত নুন হিরের মতো ঝকমক করত বলেই সাহেবরা এই নাম দিয়েছিলেন। ১৮৫১ সালের কোম্পানির গেজেট অনুযায়ী, এই বন্দর ছিল ব্রিটিশ বাণিজ্যের এক অপরিহার্য ধমনী। ডায়মন্ড হারবারের ইতিহাস যেমন বাণিজ্যের, তেমনই আত্মরক্ষারও। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের প্রতিরোধ করতে ব্রিটিশরা এখানে গড়ে তোলে ‘চিংড়িখালি ফোর্ট’ বা ‘পুরাতন কেল্লা’, যার চিহ্ন আজ প্রায় বিলুপ্ত। আধুনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এই মাটি অগ্রগামী; ১৮৫১ সালে কলকাতা থেকে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্তই পাতা হয়েছিল ভারতের প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন। ১৮৫৭ সালে মহকুমা সদরের স্বীকৃতি লাভ এবং ১৮৬৪ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবস্থান একে প্রশাসনিক গুরুত্ব দেয়। ১৯৩০ সালে চারুচন্দ্র ভান্ডারীর নেতৃত্বে লবণ সত্যাগ্রহেও শামিল হয়েছিল এই অঞ্চল। তবে এর প্রাচীনত্ব আরও গভীর। টলেমির রচনায় উল্লেখিত ‘পালৌরা’ বন্দরের সম্ভাব্য অবস্থান ছিল এখানকারই আব্দালপুর বা পারুল গ্রামে। উদ্ধার হওয়া গুপ্তযুগের প্রত্নসামগ্রী ও দেউলপোতার ধ্বংসাবশেষ প্রমাণ করে, আজ থেকে দেড়-দুই হাজার বছর আগেও এই নদীর তীর এক সমৃদ্ধ সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। কেল্লা বা লবণের ঔজ্জ্বল্য হারালেও, ডায়মন্ড হারবারের মাটিতে আজও ইতিহাস কথা বলে।

ঘরছাড়াদের ফেরাতে হবে, ভয় নয় লড়াই-শাসনে তৃণমূলের বার্তা

নয়া জামানা,হাড়োয়া ঃ রাজ্যে তিন হাজারেরও বেশি তৃণমূল কর্মী ঘরছাড়া বলে দাবি করল তৃণমূল কংগ্রেসের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। বুধবার হাড়োয়া বিধানসভার শাসন ও মিনাখাঁ এলাকায় গিয়ে দলীয় কর্মী, পদাধিকারী এবং পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন দলের মুখপাত্র তন্ময় ঘোষ ও প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবির। এদিন তন্ময় ঘোষ বলেন, তদলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নির্দেশে আমরা এলাকায় এসে আক্রান্ত কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছি। যাঁদের বাড়ি ও দলীয় কার্যালয়ে হামলা হয়েছে, সেই সমস্ত ঘটনার তদন্ত করে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন পুলিশ প্রশাসনের কাছে জানানো হয়েছে।দ তিনি আরও বলেন, রাজনীতিতে উত্থান-পতন থাকলেও গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা শাসক দলের দায়িত্ব।

বিরোধী রাজনীতির পরিসর সংকুচিত করা কখনও গ্রহণযোগ্য নয়। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী

ঘরছাড়া কর্মীদের নিরাপদে ঘরে ফেরানোর ব্যাপারে পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তন্ময় ঘোষের বার্তা, ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। মানুষের পাশে থেকে সংগঠনের কাজ চালিয়ে যান। অগণতান্ত্রিক কোনও কাজ বরদাস্ত করা হবে না।একইসঙ্গে তিনি বিজেপি নেতাদের বক্তব্যেরও পাল্টা জবাব দেন। নাম না করে শমীক ভট্টাচার্য ও শুভেন্দু অধিকারী-র মন্তব্য প্রসঙ্গে তন্ময় ঘোষ বলেন, তমুখে শান্তির কথা বললেই হবে না, তা বাস্তবে প্রমাণ করতে হবে। বাংলার মানুষ সব দেখছেন।দ শেষে তিনি বলেন,গণতন্ত্রে বিরোধী কণ্ঠস্বর থাকবেই। সেই গণতান্ত্রিক পরিবেশ আরও শক্তিশালী করাই আমাদের লক্ষ্য। বাংলায় শান্তি ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরুক, সেটাই আমরা চাই।

উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 21-05-2026 09:29 Page 11

১২ থেকে ১৮ মে ২০২৬
কেমন যাবে?
রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
অন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করুন। নিজের ঈর্ষা ঝেড়ে ফেলুন, এতে অন্যদের কাছে একটা নতুন ভাবমূর্তি তৈরি করতে পারবেন।

বৃষ রাশি
পারিবরিক এবং কর্মের দিকে ইতিবাচক প্রভাব দেখতে পাওয়া যাবে। পরিবারের মানুষ আপনার সঙ্গ আশা করবেন।

মিথুন রাশি
বিদ্যার্থীদের জন্য ভাল। বিদ্যার্থীরা বহুমুখী প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পেতে পারে।

কর্কট রাশি
খুবই উত্তেজনার মধ্যে কাটাবেন। যার ফলে মেজাজ ক্ষিপ্ত থাকতে পারে।

সিংহ রাশি
ইচ্ছাপূরণ করতে গিয়ে খরচ বাড়তে পারে। প্রেমের দিক বেশ ভাল থাকবে, তবে সময়ের সঙ্গে চলতে না পারায় অশান্তি হতে পারে।

কন্যা রাশি
অনেক দিন ধরে না-আদায় হওয়া অর্থ ফেরত পেতে পারেন। আর্থিক স্থিতি ভালই হবে।

তুলা রাশি
পরিবারের মানুষের সঙ্গে বেশি করে সময় কাটান, অন্যথায় তাঁদের অভিযোগের শিকার হতে হবে। সন্তানেরা চাইবে আপনার সঙ্গে সময় কাটাতে।

বৃশ্চিক রাশি
নিজের ব্যবসা কারও প্রতি বেশি বিশ্বাস করে ছেড়ে দেবেন না, ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। প্রেমে বিবাদের আশঙ্কা রয়েছে, সঙ্গীর সঙ্গে বুঝে ব্যবহার করুন।

ধনু রাশি
কর্মের জায়গায় কারও উপদেশ নিতে যাবেন না, নিজে বুদ্ধিতেই কাজ করুন। পরিবারের মানুষদের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হতে পারে।

মকর রাশি
কাউকে উপদেশ দিয়ে সম্মানিত হতে পারেন। সামাজিক কাজের জন্য কোথাও যেতে হতে পারে।

কুম্ভ রাশি
প্রত্যেকের প্রতি সৃজনশীল ব্যবহার এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। দয়ালু স্বভাবটা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করুন।

মীন রাশি
অনেক দিনের কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করতে চাইলে খুব বুঝে কথা বলুন। বাড়ির মানুষেরা আপনাকে নাও বুঝতে পারেন।

প্যাকেটজাত খাবারে বিষের ফাঁদ!
শিশু-কিশোরদের স্বাস্থ্য নিয়ে বাড়ছে আশঙ্কা

নয়া জামানা ঃ প্যাকেটজাত খাবারের মোড়কে আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন, হেলদি, লো-ফ্যাট কিংবা নিউট্রিশন -এর মতো শব্দ; সব মিলিয়ে আধুনিক জীবনে এই ধরনের খাবার এখন প্রায় প্রতিদিনের সঙ্গী। কিন্তু সেই চকচকে মোড়কের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে ভয়াবহ স্বাস্থ্যঝুঁকি। সাম্প্রতিক এক দেশজোড়া সমীক্ষায় উঠে এসেছে উদ্বেগজনক তথ্য। বিস্কুট, চকোলেট, সফট ড্রিঙ্কস, ইনস্ট্যান্ট নুডলস থেকে শুরু করে নানা ধরনের রেডি-টু-ইট খাবারে অতিরিক্ত চিনি, সোডিয়াম, স্যাচুরেটেড ফ্যাট, কৃত্রিম রং, ফ্লেভার ও রাসায়নিক অ্যাডিটিভের বিপজ্জনক উপস্থিতি মিলেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রবণতা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে ফেলছে শিশু ও কিশোরদের।সমীক্ষায় ২৩ হাজারেরও বেশি খাবার ও পানীয়ের লেবেল বিশ্লেষণ করা হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-নির্ভর প্রযুক্তির সাহায্যে ২৫টিরও বেশি খাদ্য উপাদান খতিয়ে দেখে গবেষকরা জানতে পারেন, বাজারে বিক্রি হওয়া অধিকাংশ প্রক্রিয়াজাত খাবারেই নিয়মিতভাবে ব্যবহার হচ্ছে নানা ধরনের কৃত্রিম উপাদান। খাবারের স্বাদ, রং ও সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়াতে এই রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হলেও, দীর্ঘমেয়াদে সেগুলি শরীরের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে বলে সতর্ক করেছেন চিকিৎসকরা। সবচেয়ে উদ্বেগজনক তথ্য মিলেছে বিস্কুট ও কুকিজে। সমীক্ষা অনুযায়ী, ৮০ শতাংশেরও বেশি প্যাকেটজাত বিস্কুট ও কুকিজে রয়েছে কৃত্রিম ফ্লেভার এবং পাম অয়েল। মিষ্টি স্বাদের ব্রেকফাস্ট সিরিয়ালের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশে মিলেছে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক উপাদান। প্রায় ৮০ শতাংশ প্যাকেটজাত স্ন্যাকসে অতিরিক্ত সোডিয়ামের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। চকোলেট ও ডেজার্ট জাতীয় পণ্যের বড় অংশেই চিনি ও স্যাচুরেটেড ফ্যাটের পরিমাণ স্বাভাবিক সীমার অনেক উপরে।এছাড়াও, প্রায় ৭৮ শতাংশ রেডি-টু-ড্রিঙ্ক ডেয়ারি বেভারেজে অতিরিক্ত চিনির ব্যবহার পাওয়া গিয়েছে। ৯৮ শতাংশ কার্বনেটেড পানীয়তে মিলেছে কৃত্রিম অ্যাডিটিভ। অন্যদিকে, প্রায় ৯০ শতাংশ কনভিনিয়েন্স মিল বা তৈরি খাবারে রয়েছে উচ্চমাত্রার সোডিয়াম এবং ৯৬ শতাংশ পণ্যে পাওয়া গিয়েছে কৃত্রিম উপাদান। অর্থাৎ, যেসব খাবারকে দ্রুত ও সহজ সমাধান হিসেবে বাজারজাত করা হচ্ছে, তার বড় অংশই শরীরের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে।বিশেষজ্ঞদের মতে, সমস্যা শুধু খাবারের গুণগত মানে নয়, মানুষের খাদ্যাভ্যাসেও। শহর থেকে গ্রাম; সর্বত্রই আল্ট্রা-প্রসেসড খাবারের প্রতি নির্ভরতা দ্রুত বাড়ছে। ব্যস্ত জীবনযাপন, সহজলভ্যতা এবং আক্রমণাত্মক বিপণনের কারণে সাধারণ মানুষ ক্রমশ এই ধরনের খাবারের দিকে ঝুঁকছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ খাবারের বিজ্ঞাপন বা মোড়কের দাবিকে বেশি গুরুত্ব দেন, উপাদানের তালিকা খুঁটিয়ে দেখেন না।ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউট্রিশনের একটি সমীক্ষাও সেই বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছে। সমীক্ষা অনুযায়ী, ৭৫.৪ শতাংশ মানুষ খাবারের লেবেল দেখেন ঠিকই, কিন্তু মাত্র ১৪.৭ শতাংশ মানুষ উপাদানের তালিকা পরীক্ষা করেন। অধিকাংশই নজর দেন শুধু মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ কিংবা ব্র্যান্ডের নামের দিকে। ফলে খাবারের ভিতরে থাকা অতিরিক্ত চিনি, লবণ বা রাসায়নিক উপাদান সম্পর্কে অনেকেই সচেতন থাকেন না।

গরমে লেবু-ধনেপাতা টাটকা রাখার সহজ ঘরোয়া কৌশল

নয়া জামানা ঃ গ্রীষ্মকালে রান্নাঘরের অন্যতম বড় সমস্যা হল শাকসবজি ও পাতাযুক্ত সবজি দীর্ঘ সময় সতেজ রাখা। বিশেষ করে লেবু ও ধনেপাতা খুব দ্রুত শুকিয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে পড়ে। অনেকেই মনে করেন শুধু ফ্রিজে রাখলেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ফ্রিজে রাখার পরেও ধনেপাতা কালচে হয়ে যায়, আর লেবু ধীরে ধীরে শুকিয়ে শক্ত হয়ে পড়ে। তবে কয়েকটি সহজ ঘরোয়া উপায় মেনে চললে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত লেবু ও ধনেপাতা সতেজ রাখা সম্ভব। এমনকি বাড়িতে রেফ্রিজারেটর না থাকলেও এই কৌশলগুলি কার্যকর হতে পারে।ধনেপাতা যদি শিকড়সহ কেনা হয়, তাহলে সেটিকে সরাসরি শুকনো অবস্থায় না রেখে একটি গ্লাস বা ছোট পাত্রে অল্প জল নিয়ে তার মধ্যে খাড়াভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা যেতে পারে। অনেকটা ফুল সাজিয়ে রাখার মতো এই পদ্ধতিতে ধনেপাতা দ্রুত নেতিয়ে পড়ে না এবং দীর্ঘ সময় সবুজ ও টাটকা থাকে। অন্যদিকে, লেবুকে দীর্ঘদিন ভালো রাখতে তার গায়ে সর্ষের তেল বা নারকেল তেলের হালকা প্রলেপ লাগিয়ে রাখা যেতে পারে। তেলের আস্তরণ লেবুর খোসা দ্রুত শুকিয়ে যেতে বাধা দেয় এবং তার স্বাভাবিক আর্দ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।বিশেষজ্ঞদের মতে, লেবুকে দীর্ঘ সময় রসালো রাখতে চাইলে একটি পাত্রে জল ভরে তার মধ্যে লেবু ডুবিয়ে রাখা যেতে পারে। তবে প্রতিদিন জল পরিবর্তন করা জরুরি। এতে লেবু দ্রুত শুকিয়ে যায় না এবং কয়েক দিন পর্যন্ত টাটকা থাকে। একইভাবে ধনেপাতা ধোয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে সংরক্ষণ না করে প্রথমে ভালোভাবে শুকিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। এরপর সেটিকে একটি সুতি কাপড় বা পেপার টাওয়েলে আলতোভাবে মুড়িয়ে ঝুড়ি বা খোলা পাত্রে রাখলে ধনেপাতা দীর্ঘ সময় সতেজ থাকে।এছাড়া সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাপ ও সূর্যের আলো থেকে দূরে রাখা। লেবু ও ধনেপাতা সরাসরি রোদে রাখলে খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই এগুলিকে সবসময় ঠান্ডা ও বাতাস চলাচল করে এমন স্থানে রাখা উচিত।

নজরে INSTA

ক্যাথরীন

শ্রিয়া

আদা

কাজল

তৃষা

গরমে খালি গায়ে ঘুমানো আরাম নাকি স্বাস্থ্যঝুঁকি?

নয়া জামানা ঃ গরমের রাতে স্বস্তির ঘুম পেতে অনেকেই নানা উপায় খোঁজেন। কেউ এসির তাপমাত্রা কমিয়ে দেন, কেউ আবার হালকা পোশাক পরে ঘুমোন। আবার অনেকেরই অভ্যাস খালি গায়ে বা খুব কম পোশাকে শোওয়ার। বিশেষ করে পুরুষদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশ সাধারণ। তবে প্রশ্ন উঠছে, খালি গায়ে ঘুমনো কি সত্যিই শরীরের জন্য উপকারী, নাকি এর আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে কিছু স্বাস্থ্যঝুঁকিও? চিকিৎসক ও ঘুম বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অভ্যাসের যেমন একাধিক উপকারিতা রয়েছে, তেমনই কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকাও জরুরি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভালো ঘুমের জন্য শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা বা 'কোর টেম্পারেচার' কিছুটা কমে যাওয়া প্রয়োজন। রাতে খালি গায়ে বা কম পোশাকে শুলে শরীর দ্রুত ঠান্ডা হতে পারে। এর ফলে মস্তিষ্ক সহজেই বুঝতে পারে যে ঘুমের সময় এসেছে। চিকিৎসকদের দাবি, এই প্রক্রিয়া দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তে সাহায্য করে এবং ঘুমকে আরও গভীর করে তোলে। যাঁরা অনিদ্রা বা ঘুমের সমস্যায় ভোগেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও এই অভ্যাস কিছুটা উপকার দিতে পারে।

শুধু ঘুম নয়, ত্বকের জন্যও এটি উপকারী হতে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। সারাদিন পোশাকের আড়ালে থাকার কারণে শরীরের অনেক অংশে বাতাস চলাচল কম হয়।

বিশেষ করে গরমকালে অতিরিক্ত ঘামের কারণে কুঁচকি, বগল বা শরীরের ভাঁজে ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাল সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। রাতে খালি গায়ে শুলে ত্বক সরাসরি বাতাস পায় এবং ঘাম কম জমে। ফলে ত্বকের নানা সংক্রমণের আশঙ্কাও কিছুটা কমতে পারে।

গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, খালি গায়ে ঘুমনো মানসিক স্বাস্থ্যের উপরেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। নরম বিছানা বা চাদরের সরাসরি স্পর্শ শরীরে 'অক্সিটোসিন' নামে পরিচিত 'ফিল গুড' হরমোনের ক্ষরণ বাড়াতে সাহায্য করে। একই সঙ্গে মানসিক চাপের জন্য দায়ী 'কর্টিসল' হরমোনের মাত্রাও কমতে পারে। এর ফলে উদ্বেগ কমে, মন শান্ত থাকে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা মেলে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

ওজন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও এই অভ্যাস কিছুটা উপকারী হতে পারে। চিকিৎসকদের ব্যাখ্যা, শরীর যখন তুলনামূলক ঠান্ডা পরিবেশে থাকে, তখন শরীরের 'ব্রাউন ফ্যাট' সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই বিশেষ ধরনের ফ্যাট শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখতে অতিরিক্ত ক্যালোরি পোড়াতে সাহায্য করে। ফলে মেটাবলিজম কিছুটা বাড়ে এবং দীর্ঘমেয়াদে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়ক হতে পারে। তবে উপকারিতার পাশাপাশি কিছু সতর্কবার্তাও দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। খালি গায়ে শুলে বিছানার চাদর, বালিশ বা গদিতে থাকা ধুলোবালি, মৃত চামড়ার কণা ও 'ডাস্ট মাইট' সরাসরি ত্বকের সংস্পর্শে আসে। যাঁদের ত্বকে অ্যালার্জি, চুলকানি বা শ্বাসকষ্টের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে এটি অস্বস্তি বাড়াতে পারে। অনেকের আবার কোল্ড অ্যালার্জি থাকায় ঠান্ডা বাতাসে হাঁচি, কাশি বা র‍্যাশ দেখা দিতে পারে।

এছাড়া গরমের রাতে অনেকেই এসি বা ফ্যানের তীব্র হাওয়ার নিচে খালি গায়ে ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু রাতের শেষভাগে আবহাওয়া স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা ঠান্ডা হয়ে যায়। তখন দীর্ঘক্ষণ ঠান্ডা বাতাস সরাসরি শরীরে লাগলে সর্দি-কাশি, গলা ব্যথা বা পেশিতে টান ধরার সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে সতর্ক করেছেন চিকিৎসকরা।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পরিচ্ছন্নতা। খালি গায়ে ঘুমনোর ফলে শরীরের ঘাম ও তেল সরাসরি বিছানার চাদরে লেগে যায়। ফলে চাদর ও বালিশের কভার দ্রুত নোংরা হয় এবং জীবাণু জমার সম্ভাবনাও বাড়ে। তাই যারা খালি গায়ে ঘুমোন, তাঁদের নিয়মিত বিছানার চাদর ও বালিশের কভার পরিষ্কার রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। অন্তত সপ্তাহে দু'বার চাদর ধোয়া উচিত বলেও মত তাঁদের।

চিকিৎসকদের বক্তব্য, খালি গায়ে ঘুমনো সম্পূর্ণ খারাপ নয়, বরং সঠিক পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখলে এর একাধিক উপকার পাওয়া যেতে পারে। তবে শরীরের ধরন, আবহাওয়া এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই অভ্যাস গড়ে তোলাই সবচেয়ে নিরাপদ।

রান্নায় নুন বেশি হয়ে গেছে? জেনে নিন স্বাদ ঠিক করার উপায়

নয়া জামানা ঃ রান্না করতে গিয়ে তাড়াহুড়োয় অনেক সময় তরকারিতে নুন বেশি পড়ে যায়। তখন অনেকেই চিন্তায় পড়ে যান, পুরো রান্না কি ফেলে দিতে হবে? তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই। রান্না নষ্ট না করেই কয়েকটি সহজ উপায়ে অতিরিক্ত নোনতা স্বাদ কমিয়ে আনা সম্ভব।রান্নার স্বাদ বাড়াতে নুন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু নুনের পরিমাণ একটু বেশি হলেই খাবারের স্বাদ পুরো বদলে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, কিছু ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করলেই এই সমস্যা সহজে মেটানো যায়।

সবচেয়ে পরিচিত উপায় হলো কাঁচা আলুর ব্যবহার। তরকারিতে কয়েক টুকরো কাঁচা আলু দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিলে আলু অতিরিক্ত নুন শুষে নেয়। পরে সেই আলুর টুকরো তুলে ফেললেই স্বাদ অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে যায়।

ডাল, ঝোল বা তরকারিতে নুন বেশি হলে সামান্য গরম জল যোগ করলেও নোনতা ভাব কমে। তবে এতে স্বাদ ঠিক রাখতে অল্প মশলা বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। আবার টমেটো বা দই ব্যবহার করলেও অতিরিক্ত নুনের স্বাদ অনেকটা ব্যালান্স হয়ে যায়। বিশেষ করে মাংস বা সবজির ঝোলে এই পদ্ধতি বেশ কার্যকর।

রান্নায় মাখন বা ফ্রেশ ক্রিম মিশিয়ে দিলেও নোনতা স্বাদ কিছুটা কমে যায় এবং খাবার আরও মোলায়েম লাগে। এছাড়াও আটা বা ময়দার ছোট বল তৈরি করে ঝোলে দিলে সেগুলো অতিরিক্ত নুন টেনে নেয়। পরে সেই বলগুলো তুলে ফেলতে হয়।

মাছ বা মাংসের রান্নায় কয়েক ফোঁটা লেবুর রস ব্যবহার করলেও স্বাদে ভারসাম্য আসে। একই সঙ্গে ডাল বা সবজিতে সামান্য চিনি মিশিয়েও নোনতা ভাব কম অনুভব করা যায়।রান্নাবিদদের মতে, নুন বেশি হয়ে গেলে আতঙ্কিত না হয়ে ঠান্ডা মাথায় এই ছোট ছোট উপায়গুলি মেনে চললেই খাবারের স্বাদ আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 21-05-2026 09:29 Page 12

যোগীর উত্তর প্রদেশে প্রতিদিন

গড়ে পুলিশের পাঁচটি এনকাউন্টার

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ দুই দশক আগে নানা পাটেকর অভিনীত সেই হিন্দি সিনেমা 'অব তক ছাপ্পান্ন'র কথা মনে আছে কি? একটু স্মরণ করুন, সেই সিনেমায় নানা পাটেকর অভিনয় করেছিলেন এক সৎ, নির্ভীক ও ঠান্ডা মাথার পুলিশ কর্মকর্তার ভূমিকায়, যিনি অপরাধীদের বাঁচিয়ে রাখতে পছন্দ করতেন না বলে খুন করে দিতেন। তাঁর চরিত্রের নাম ছিল সাধু আগাশে, যিনি বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় না করিয়ে ৫৬ জন 'অপরাধীকে' নিকেশ করেছিলেন।

সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি সেই সিনেমার নায়ক সাধু আগাশেরা আজ উত্তর প্রদেশে গিজগিজ করছে। বিচারের প্রতীক্ষায় না থেকে মহল্লায় মহল্লায় এনকাউন্টারে তারা মেরে ফেলছে একের পর এক 'অপরাধীকে'। নইলে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের ৯ বছরের শাসনে উত্তর প্রদেশে ১৭ হাজার ৪৩টি এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটত না। অর্থাৎ গড় হিসাবে রাজ্যে এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটেছে দিনে ৫টি করে।মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ প্রায়ই কৃতিত্বের সঙ্গে বলেন, তাঁর আমলে উত্তর প্রদেশ অপরাধ ও অপরাধীমুক্ত হয়েছে। দাবি যে নেহাত কাল্পনিক নয়, তার প্রমাণ মিলেছে গতকাল সোমবার রাজ্য সরকার থেকে সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে।

তাতে বলা হয়েছে, ২০১৭ সালের মার্চ থেকে ২০২৬,এর মার্চ পর্যন্ত রাজ্যে ১৭ হাজার ৪৩টি এনকাউন্টার বা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় ২৮৯ জন 'কুখ্যাত অপরাধী' নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ১১ হাজার ৮৩৪ জন। এ ছাড়া গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৩৪ হাজার ২৫৩ জন অপরাধীকে।এ নিয়ে বিচার বিভাগের কটু কথাও যে সরকারকে শুনতে হয় না, তা নয়। গত জানুয়ারি মাসে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতিরা কটাক্ষ করে বলেছিলেন, উত্তর প্রদেশে এনকাউন্টারের ঘটনা এখন মুড়িমুড়কির মতো ঘটে চলেছে। এগুলো ঘটানো হচ্ছে হয় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষা দিতে, নতুবা ওপর মহলকে খুশি করতে।বিচারপতি অরুণ কুমার সিং দেশোয়াল এক মামলার শুনানিতে বলেছিলেন, তাঁর আদালতে এমন মামলাও প্রায়ই আসছে, যেখানে সাধারণ চুরিচামারি ঠেকাতেও পুলিশ গুলি চালাচ্ছে। তারপর তা ঢাকতে এনকাউন্টারের তত্ত্ব খাড়া করছে।রাজ্য সরকারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দাগি অপরাধী ও সংগঠিত অপরাধ চক্র রাজ্য থেকে প্রায় নির্মূল করা গেছে। এ কাজে এ পর্যন্ত

মারা গেছেন ১৮ জন পুলিশ কর্মী, আহত হয়েছেন ১ হাজার ৮৫২ জন।ভারতে এনকাউন্টার নীতি প্রথম শুরু হয়েছিল মুম্বাইয়ে আশির দশক নাগাদ। জুলিও ফ্রান্সিস রিবোইরো যখন মুম্বাইয়ের (তৎকালীন বম্বে) পুলিশ কমিশনার, সেই সময় এনকাউন্টার তত্ত্বটি জনপ্রিয় হয়। তত্ত্বটি হলো, অপরাধীদের ধরা কঠিন। ধরা হলেও অপরাধ প্রমাণ করা কঠিন। কারণ, আদালতে সাক্ষী দিলে প্রাণহাতে করে বাঁচতে হয়। বহু ক্ষেত্রে সাক্ষীদের আদালতে পৌঁছাতে দেওয়া হয় না। সাক্ষ্য দেওয়ার পর মেরেও ফেলা হয়। কাজেই অপরাধীদের বাঁচিয়ে রাখার মানে হয় না। অতএব ধরো ও মেরে ফেলো।তবে মেরে ফেলার আগে পুলিশকে একটা গল্প ফাঁদতে হবে। পুলিশের ওপর হামলা করে পালানোর চেষ্টার গল্প। পুলিশের অস্ত্র ছিনতাইয়ের গল্প। আত্মনিয়ন্ত্রণে পুলিশের গুলি চালানোর গল্প।মনে রাখতে হবে, সত্তরের দশকে মুম্বাই যখন দেশের অর্থনৈতিক রাজধানী হয়ে উঠছে, সংগঠিত অপরাধ চক্রের জন্মও তখন। সেই সময় মুম্বাইয়ের জাহাজঘাটা বা বন্দর এলাকায় একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন হাজি মস্তান। তাঁর আধিপত্য ছিল প্রধানত সোনা, রুপা ও অন্যান্য চোরাচালানের জগতে।শহরের জুয়া ও মাদকের ঠেক নিয়ন্ত্রণ করতেন আফগানিস্তান থেকে আসা 'ডন' লালা করিম। আর দক্ষিণি অপরাধীদের নিয়ন্ত্রক ছিলেন বরদারাজন মুদালিয়র। হাজি মস্তানের জীবনের ছায়ায় তৈরি হয়েছিল অমিতাভ বচ্চনের কালজয়ী সিনেমা 'দিওয়ার', যেখানে বচ্চন অভিনীত চরিত্র 'বিজয় ভার্মা' ডকের কুলি থেকে একজন শক্তিশালী ও প্রভাবশালী চোরাকারবারিতে পরিণত হয়েছিলেন।সত্তরের দশকের শেষাশেষি দাউদ ইব্রাহিমের উত্থান মুম্বাইয়ের অপরাধজগতের ব্যাপ্তি বাড়িয়ে তোলে। অপরাধ যত বেশি সংগঠিত হতে থাকে, ততই পুলিশের একাংশের মধ্যে প্রাধান্য পেতে থাকে 'এনকাউন্টার তত্ত্ব'। নব্বইয়ের দশকে মুম্বাই পুলিশ কমিশনার রোনাল্ড হায়াসিন্থ মেনডোনকা ও তাঁর পর মহেশ নারায়ণ সিংয়ের আমলে 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে প্রদীপ শর্মা, দয়া নায়েক, বিজয় সালাসকরদের নাম।প্রধানত এসব এনকাউন্টার,বিশেষজ্ঞদের হাত থেকে বাঁচতে দাউদসহ আন্ডারওয়ার্ল্ড ডনরা বিদেশে পাড়ি দেন। ওই সময় থেকে মানবাধিকার কমিশন, আন্দোলনকর্মীরাও সক্রিয় হয়ে ওঠেন। আন্তর্জাতিক চাপও বেড়ে চলে। ক্রমেই স্তিমিত হয়ে যায় মুম্বাইসহ অন্যত্র পুলিশের এনকাউন্টার

নীতি।যোগী আদিত্যনাথ ২০১৭ সালে উত্তর প্রদেশে ক্ষমতায় এসে সেই পুরোনো নীতি আঁকড়ে ধরেন। রাজ্যের মিরাট, আগ্রা, বারানসি, বেরিলিসহ বিভিন্ন এলাকার সংগঠিত অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোমর কষে দাঁড়ান।সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, এনকাউন্টারে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে মিরাটে, ৯৭ জন। আহতের সংখ্যা সাড়ে ৩ হাজার।

ওই ডিভিশনে মোট এনকাউন্টার হয়েছে সাড়ে ৪ হাজার। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্বাচনী এলাকা বারানসি। সেখানে ২৯ জন 'দাগি অপরাধীর' মৃত্যু হয়েছে। তৃতীয় স্থান আগ্রার। সেখানে মারা গেছেন ২৪ জন।মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ উত্তর প্রদেশকে 'উত্তম প্রদেশে' পরিণত করতে চান।

সে জন্য তিনি চান রাজ্যকে লগ্নি

উপযুক্ত করে তুলতে। লগ্নিকারকদের প্রথম চাহিদা শান্তি, দ্বিতীয় চাহিদা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা।এই দুই চাহিদার উল্লেখ করে যোগী বারবার বলেছেন, উত্তর প্রদেশকে অপরাধমুক্ত করে তোলা তাঁর প্রথম লক্ষ্য, দ্বিতীয় লক্ষ্য স্থিতিশীলতা রক্ষা। জোড়া লক্ষপূরণে 'এনকাউন্টার নীতি'-ই তাঁর সেরা অবলম্বন। সরকারি বিবৃতি সেই দাবি করছে।

তামিলনাড়ুর খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত বিজয়, চিঠি লিখলেন মোদিকে

খরিফ ফসল বা বর্ষাকালীন শস্যের মরশুমে তামিলনাড়ুতে সারের সংকট তৈরি হচ্ছে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যহত হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন সার সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখে সাহায্য চাইলেন নয়া মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়। চিঠিতে বিজয় লিখেছেন, এপ্রিল ও মে মাসে সার সরবরাহে গুরুতর ঘাটতি দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে এই ঘাটতি পূরণ করতে এবং ভবিষ্যতের বরাদ্দ নিশ্চিত করতে অনুরোধ করেছি। তিনি বিশেষভাবে ইউরিয়া, ডাইঅ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) এবং মিউরেট অফ পটাশ (এমওপি)-এর সরবরাহের কথা বলেছেন, যেগুলি খরিফ ফসলের মরশুমে বীজ বপনের জন্য অপরিহার্য। বিজয় লিখেছেন, তন্দয়া করে ২০২৬ সালের বাকি খরিফ মরশুমের চাহিদা মেটাতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ, অর্থাৎ ৩.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন (এমটি) ইউরিয়া, ১.০৫ লক্ষ এমটি ডিএপি এবং ০.৮৩ লক্ষ এমটি এমওপি সরবরাহ করার নির্দেশ দিন। অভিনেতা থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া বিজয় বলেছেন, ১০ মে তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর রাজ্যের কৃষক কল্যাণ বিভাগের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করেন। তখনই স্পষ্ট হয় সার উৎপাদকরা এপ্রিল ও মে মাসের চাহিদা পূরণ করতে পারেননি। নেপথ্যে কাঁচামালের অভাব।

চিঠিতে উল্লিখিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, তামিলনাড়ু নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে ৩৯,০০১ মেট্রিক টন কম ইউরিয়া পেয়েছে। পাশাপাশি ২৮,৬০৭ মেট্রিক টন ডিএপি ও ২৪,২৩৫ মেট্রিক টন এমওপি-রও ঘাটতি রয়েছে। মোদিকে লেখা চিঠিতে বিজয় জানিয়েছেন, অবিলম্বে কেন্দ্রের তরফে সরবরাহ স্বাভাবিক না করলে গোটা রাজ্যের চাষাবাদে প্রভাব পড়বে। এর জেরে তামিলানাড়ুতে খাদ্যসংকট তৈরি হতে পারে। প্রসঙ্গত, ইরান যুদ্ধের জেরে হরমুজ অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে জ্বালানির মতোই সার আমদানি ব্যাপক ভাবে ব্যহত হয়েছে। সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং ওমান-সহ উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে সার ভারতে আসে। এই পরিবহনের প্রধান পথ হরমুজ প্রণালী। যুদ্ধের ফলে তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় চাহিদা অনুযায়ী ইউরিয়া এবং ডিএপি দেশে আসছে না। এর ফলে বাজারে সারের দাম

ঊর্ধ্বমুখী। এর জেরেই সংকটে পড়েছে তামিলনাড়ু। কৃষিপ্রধান অন্য রাজ্যগুলিও একই ধরনের বিপদ পড়বে বলাই আশঙ্কা। এই অবস্থায় কীভাবে সংকট মোকাবিলা করবে কেন্দ্র, সেটা এখন দেখার।

এবার জাতগণনায় 'সায়' সুপ্রিম কোর্টেরও

দেশের অনগ্রসর শ্রেণির বা সংরক্ষণের বাইরে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের সংখ্যাটা ঠিক কত, সেই তথ্য থাকা উচিত সরকারের কাছে। এবার জাতগণনায় পক্ষেই একপ্রকার সায় দিল শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট জানাল, জাতগণনা হবে কিনা, সেই সিদ্ধান্ত সরকারের। তাতে আদালত হস্তক্ষেপ করবে না। তবে, সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের উন্নতির স্বার্থেই সরকারের কাছে এই সংক্রান্ত তথ্য থাকা দরকার। এ বছর জনগণনার সঙ্গে সঙ্গে জাতিগত জাতগণনার সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। সেটা যাতে না করা হয়, সেই মর্মে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক আবেদন জমা পড়েছে। তবে শীর্ষ আদালত ওই জাতগণনায় কোনও নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ দিল না। সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, জাতিগত জনগণনা হওয়া উচিত কি না সেটা সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত। তাতে আদালত হস্তক্ষেপ করবে না। শীর্ষ আদালত বলছে, তসমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের উন্নতির স্বার্থেই সরকারের কাছে এই সংক্রান্ত তথ্য থাকা উচিত। মামলাকারীদের বক্তব্য ছিল, জাতিগত জনগণনা হলে সেই তথ্যের অপব্যবহার হতে পারে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানাবিধ জটিলতা তৈরি হতে পারে। কিন্তু সেই তত্ত্বকে গুরুত্ব দিল না সুপ্রিম কোর্ট। তাছাড়া জনগণনার মধ্যে জাতগণনাকে রাখা হবে কিনা, সেটা নীতিগত সিদ্ধান্ত। আদালত সেটার পর্যালোচনা করতে পারে না। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী জাতিগত জনগণনার দাবিতে বহুদিন আগেই সরব হয়েছিলেন। বাকি বিরোধী দলগুলির তরফেও একই দাবি করা হয়েছিল। এনডিএ শরিক দল এলপিজি প্রধান সাংসদ চিরাগ পাসওয়ান, জেডিইউ প্রধান নীতীশ কুমার বার বার জাতগণনার দাবিতে সরব হয়েছে। এমনকি খোদ আরএসএসও জাতগণনার পক্ষে মত দিয়েছে। বিহার-সহ দেশের একাধিক রাজ্যও আলাদা আলাদাভাবে জাত গণনার পথে হেঁটেছে।

'২৫ বছর আগের অন্ধকার সময়ে ফিরে যাচ্ছে তারেকের বাংলাদেশ', বিস্ফোরক হাসিনা

বাংলাদেশ যাতে চরমপন্থী ও মৌলবাদের অভয়ারণ্য হয়ে উঠতে না পারে সে বার্তা বারবার দিতে শোনা গিয়েছে তারেক রহমানকে। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েও এ প্রসঙ্গে মুখ খুলেছিলেন তিনি। কিন্তু, দেশে চরমপন্থা এবং মৌলবাদের বাড়বাড়ন্ত অন্তর্বর্তী সরকারের সময় থেকে শুরু হয়েছে বলে একান্ত সাক্ষাৎকারে অভিযোগ তুললেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । তাঁর কথায়, তঅন্তর্বর্তী সরকারের সময় থেকেই নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনগুলি প্রকাশ্যে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেছে। জঙ্গি কার্যক্রম ও সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত দণ্ডপ্রাপ্ত অনেকেই সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি হিসাবে সংসদে গিয়েছে। অর্থাৎ, দেশে আরেকটি ২০০১-'০৬ পর্বের অন্ধকার সময়ের পুনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছে। জঙ্গিবাদের কালো থাবা ছড়িয়ে পড়েছে সশস্ত্র বাহিনী-সহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের মাঝেও। এটি নিঃসন্দেহে দেশের নিরাপত্তার জন্য একটি বড় বিপদ। প্রসঙ্গত, ছ'বছরের নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ মে নিজ দেশে ফিরেছিলেন হাসিনা। তার ঠিক ৪৫ বছর পর ভারতে চলে আসা হাসিনার মন্তব্য, জঙ্গিবাদ নির্মূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের অনেককে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে, মিথ্যা মামলায় আটক করা হয়েছে, প্রতিনিয়ত হয়রানি করা হচ্ছে। একদিকে হচ্ছে। মুক্তি পেয়ে প্রকাশ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করায় ভূমিকা রাখা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা বন্দি হচ্ছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দাবি, বিচার ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত করে নিষ্পেষণমূলক ও ভয়ের সংস্কৃতি চালু করেছে ক্ষমতাসীনরা। জঙ্গিবাদ চোখ রাঙাচ্ছে। অর্থনীতি বিপর্যস্ত। একের পর এক সংকটে জনজীবন বিপর্যস্ত। যার অন্যতম প্রমাণ দেখা যাচ্ছে মারণ রোগ হামে ভয়ংকর শিশুমৃত্যুর ঘটনা। হাসিনার দাবি, তআমরা দেশ থেকে হাম প্রায় নির্মূল করার পর্যায়ে ছিলাম। সব ঠিক থাকলে ২০২৬ সালেই আমরা বাংলাদেশকে হামমুক্ত দেশ হিসাবে ঘোষণা করতাম। অথচ অসৎ উদ্দেশ্য ও ব্যক্তিস্বার্থে অবৈধ অন্তর্বর্তী সরকার টিকা ক্রয়ের নতুন পদ্ধতি চালু করতে গিয়ে টিকাদান কর্মসূচির বিঘ্ন ঘটায়। আর বর্তমান সরকারের অদক্ষতা ও উদাসীনতার কারণে এই রোগে মহামারী রূপে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে দেশের ৬১টি জেলায় পঞ্চাশ হাজারের

বেশি শিশু এই রোগে আক্রান্ত, মারা গিয়েছে ছয় শতাধিক শিশু। প্রতিদিন দীর্ঘ হচ্ছে এই লাশের সারি। এটি কোনও দুর্ঘটনা নয়, এটি একটি প্রশাসনিক অপরাধ। শেখ হাসিনা তথা আওয়ামি লিগের অদক্ষ স্বাস্থ্যনীতির ফলে দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। বহু মানুষ চিকিৎসার জন্য অন্য দেশে যেতে বাধ্য হচ্ছেন বলে বারবার বলে সাম্প্রতিক সময়ে অভিযোগ শোনা গিয়েছে। এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে হাসিনার মন্তব্য, ত২০২৪-'২৫ অর্থবছরে আমরা সর্বশেষ যে বাজেট পেশ করেছিলাম তাতে স্বাস্থ্যখাতে ৪১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। অতিরিক্ত বরাদ্দ রাখা হয়েছিল টিকাদান কর্মসূচি নির্বিঘ্নে পরিচালনার জন্য। অথচ অবৈধ অন্তর্বর্তী সরকার ইউনিসেফ এবং হু-র সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে নিয়মিত টিকা ক্রয় প্রক্রিয়া বাতিল করে। বঙ্গবন্ধু-কন্যার আরও অভিযোগ, শুধু টিকাদান কর্মসূচিই নয় পুরো স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকেই তারা ধ্বংস করেছে। শিশুদের নিয়মিত 'ভিটামিন-এ' ক্যাপসুল পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। একান্ত সাক্ষাৎকারে হাসিনা প্রশ্ন তুলেছেন, বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও কেন টিকাদান কর্মসূচিতে বিঘ্ন ঘটানো হল? কেন হাসপাতালে চিকিৎসা সামগ্রীর অভাব? বাজেটের ৪২ হাজার কোটি টাকা তাহলে গেল কোথায়? এ প্রসঙ্গে হাসিনার দাবি, তবর্তমান সরকারও এসবের তদন্ত না করে আওয়ামি লিগকে দোষারোপের নামে মিথ্যাচারে ব্যস্ত। অথচ মার্চে যখন হামের সংক্রমণ দেখা দিল তখনও যথাযথ ব্যবস্থা নিলে এটার বিস্তার ঠেকানো যেত। শিশুদের অকালমৃত্যু কমিয়ে আনা যেত। কিন্তু তারা জনগণের কথা ভাবে না। শিশুদের মৃত্যু তাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটায় না। সবকিছুই তাদের কাছে রাজনৈতিক মিথ্যাচারের উপকরণ।

কেরলে কংগ্রেসকে ধর্মনিরপেক্ষতার 'পাঠ' বামেদের

তামিলনাড়ুর পর কেরল। নব নির্বাচিত সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে জাতীয় গান বন্দে মাতরম গাওয়া নিয়ে ফের শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক তরজা। সোমবার কেরলের নতুন কংগ্রেস সরকারের শপথ অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে বন্দে মাতরমের সম্পূর্ণ স্তবক গাওয়া হয়। এরপরই ইউডিএফ সরকারের সমালোচনায় সরব হয়েছে বামেরা। তাদের দাবি, বন্দে মাতরমের সম্পূর্ণ স্তবক গাওয়া বহুত্ববাদী সমাজে উপযুক্ত নয়। এটি দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবনারও পরিপন্থী। মঙ্গলবার সিপিআই নেতা বিনয় বিশ্বম বলেন, তইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যাবে, বন্দে মাতরমের কয়েকটি পঙক্তি বাদ দেওয়া হয়েছিল। যার নেপথ্যে কারণ ছিল, ঐ পঙক্তিগুলি এক বিশেষ ধরনের চিন্তাধারার জন্ম দেয়, যা জওহরলাল নেহরু বা মহাত্মা গান্ধীর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্নের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল না। কংগ্রেসের এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। ইতিহাসের কথা মনে করিয়ে কেরলের সিপিএম নেতৃত্ব জানায়, খোদ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৩৭ সালে এই মত পোষণ করেছিল যে, একটি বহুত্ববাদী সমাজের জন্য বন্দে মাতরমের সমস্ত স্তবক গাওয়া সমীচীন নয়। সেই কারণেই এর কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়েছিল। এরপর ১৯৫০ সালে গণপরিষদ স্পষ্ট করে দেয় বন্দে মাতরমের প্রথম আটটি পঙক্তিকেই জাতীয় গান হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে গোটা বিতর্কে নিজেদের গুটিয়ে রেখেছে কেরলের কংগ্রেস সরকার। তাদের একটি সূত্রের দাবি, গোটা কর্মসূচিতে তাদের কোনও ভূমিকা ছিল না। কারণ, এটি কেরলের লোক ভবন দ্বারা আয়োজিত হয়েছিল। যদিও বিতর্কের মধ্যে বামেদের কড়া জবাব দিয়েছে বিজেপি। কেরল বিজেপির সভাপতি এবং বিধায়ক রাজীব চন্দ্রশেখরের দাবি, বামপন্থীদের ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। তিনি বলেন, আর্কসবাদ একটি আমদানি করা মতাদর্শ, যা দেশের মূল্যবোধের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। চন্দ্রশেখরের অভিযোগ, 'জয় হিন্দ'-এর মতো স্লোগানের জন্য নিজেদের কর্মীদের ক্ষমা চাইতে বাধ্য করার নজির বামদের রয়েছে। তিনি দাবি করেছেন, নির্দিষ্ট একটি 'ভোটব্যাঙ্ক'কে তুষ্ট করার জন্য জাতীয় গানকে লক্ষ্যবস্তু করছে বামেরা। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'সিপিএম চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখিত। রাজনৈতিকভাবে টিকে থাকার জন্য ভারতকে অসম্মান করা ধর্মনিরপেক্ষতা নয়। এটি বিপজ্জনক তোষণ রাজনীতি, যা উগ্রতাকে প্রশ্রয় দেয়।'

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 21-05-2026 09:29 Page 13

IPL 2026 KKR vs MI পিকচার আভি বাকি হ্যায়খ

মুম্বইকে হারিয়ে প্লেঅফের দৌড়ে এখনও বেঁচে কেকেআর

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ১৪৭/৮ (বশ ৩২* গ্রিন ২/২৩, সৌরভ ২/৩৪) কেকেআর ১৪৮/৬ (মণীশ ৪৫, রভম্যান ৪০, বশ ৩/৩০) ৪ উইকেটে জয়ী কেকেআরটানা ৬ ম্যাচ জয়ের মুখ দেখেনি দলটা। কেকেআর ভক্তদের অনেকে আশাও করতে পারেননি যে শেষ ম্যাচ পর্যন্ত প্লে অফের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখবে তাঁদের প্রিয় দল। কিন্তু অজিঙ্ক রাহানেরা বোধহয় ভরসা রেখে ছিলেন মালিক শাহরুখ খানের এক বিখ্যাত সংলাপে। ওম শান্তি ওম ছবিতে কিং খান বলেছিলেন, 'অগর ঠিক না হো, তো উও এন্ড নেহি হ্যায়, পিকচার আভি বাকি হ্যায়।' অর্থাৎ শেষটা যদি ভালো না হয়, তাহলে সেটা মোটেই ইতি নয়। বরং আরও কিছু ঘটা বাকি আছে। সেকথাই যেন প্রমাণ করছে কেকেআর। শেষ ম্যাচ পর্যন্ত দাঁতে দাঁত চেপে লড়ছে প্লেঅফের জায়গাটা পাকা করার জন্য।কেকেআরের সামনে প্লেঅফের অঙ্কটা খুবই সাফ। বাকি থাকা দু'টো ম্যাচ বড় ব্যবধানে জেতো। সেই কাজের অর্ধেকটা বুধবারের ইডেনে সেরে ফেললেন ক্যামেরন গ্রিনরা। খে ড়াতে থাকা মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হারাল নাইটরা। প্লেঅফের দৌড় থেকে অনেক আগেই ছিটকে গিয়েছে মুম্বই। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এখন খেলছে স্রেফ মর্যাদা রক্ষার জন্য। যদিও ইডেনে এদিন নাইট বোলিংয়ের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ল হার্দিক পাণ্ডিয়াদের ব্যাটিং। পেস হোক বা স্পিন-কারোর মোকাবিলাই করতে পারল না মুম্বই। টসে জিতে এদিন প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন নাইট অধিনায়ক। বৃষ্টিভেজা ইডেনে অধিনায়কের সিদ্ধান্তকে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সঠিক প্রমাণ করতে কার্যত উঠেপড়ে লাগেন কেকেআর বোলাররা। মূলত পেসাররা এদিন ছিলেন

আগুনে ফর্মে। পাওয়ারপ্লেতে ক্যামেরন গ্রিন-সৌরভ দুবের জুটিতে মুম্বইয়ের ব্যাটিং লাইন আপ একেবারে নাকানিচোবানি খেয়েছে। প্রথম ৬ ওভারে মাত্র ৪৬ রান তুলতে পেরেছিল মুম্বই। কিন্তু তার মধ্যেই প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়েছেন রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব-সহ ৪ ব্যাটার। শেষলগ্নে মুম্বইয়ের উদ্ধারকর্তা হয়ে ওঠেন করবিন বশ। ১৮ বলে ৩২ রানের ক্যামিও আসে তাঁর ব্যাট থেকে। ওই ছোট্ট ইনিংসে ভর করেই দেড়শোর কাছে পৌঁছয় মুম্বই। শেষ পর্যন্ত আট উইকেট হারিয়ে ১৪৭ রানে থামে তাদের ইনিংস। মাত্র ১৪৮ রানের টার্গেট দ্রুত তুলে ফেলে নেট রানরেট বাড়িয়ে নেওয়ার হাতছানি ছিল কেকেআরের সামনে। সেই লক্ষ্যে আগের দিনের মতোই ঝোড়ো মেজাজে ইনিংস শুরু করেছিলেন ফিন অ্যালেন। কিন্তু দিনটা তাঁর ছিল না। অধিনায়ক রাহানেও দ্রুত রান করতে ব্যর্থ। হতাশ করলেন গ্রিনও। তবে বুড়ো হাড়ে ভেলকি দেখালেন মণীশ পাণ্ডে। হাতে চোট পেয়ে এদিন আর ব্যাট করতে পারেননি অঙ্গকৃশ রঘুবংশী। তাঁর পরিবর্ত হিসাবে নেমে ৪৫ রান করে গেলেন ৪১ বছর বয়সি 'তরুণ' মণীশ। সঙ্গী রভম্যান পাওয়েলের সঙ্গে জুটিতে তুললেন ৬৪ রান। শেষ পর্যন্ত খানিকটা সময় নিয়ে রান তাড়া করল কেকেআর। মুম্বইকে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের ষষ্ঠস্থানে উঠে এল সোনালি-বেগুনি ব্রিগেড। আগামী রবিবার মরণবাঁচন ম্যাচ। ইডেনে দিল্লির বিরুদ্ধে নামার আগে যাবতীয় পরিসংখ্যান জেনে নিতে পারবে নাইটরা। প্লে অফের দরজা কি খুলবে? শাহরুখের সংলাপের মতো 'হ্যাপি এন্ডিং' হবে?

ভারতে দেখা যাবে না মেসি-রোনাল্ডোর লাস্ট ড্যান্স?

বিশ্বকাপ সম্প্রচারের দায়িত্ব এড়াল দূরদর্শনও

ফিফা বিশ্বকাপ শুরু হতে একমাসও বাকি নেই। মেগা টুর্নামেন্টের সম্প্রচার আদৌ হবে কিনা, এখনও জানেন না ফুটবলপ্রেমীরা। এহেন পরিস্থিতিতে সমস্যা আরও বাড়ল প্রসার ভারতীর সিদ্ধান্তে। তারা সাফ জানিয়ে দিল, বিশ্বকাপ সম্প্রচারের দায়িত্ব নিতে বাধ্য নয় দূরদর্শন। আদালতে এই কথা জানিয়ে দিয়েছে প্রসার ভারতী। ফলে প্রশ্ন উঠছে, ভারতে বসে ফুটবল বিশ্বকাপ দেখা যাবে আদৌ? ভারতবর্ষে ফুটবলপ্রেমীর অভাব নেই। দেশ র‍্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে থাকলেও ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা-ফ্রান্স-স্পেনের ম্যাচ দেখার দর্শক প্রচুর পরিমাণে আছেন। ২০২৬ ও ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল দেখানোর জন্য ভারতে সম্প্রচারের স্বত্ব বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু করেছিল ফিফা। প্রথমে এই স্বত্বের দাম রাখা হয় প্রায় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৯৩০ কোটি টাকা। কিন্তু কোনও সংস্থা ম্যাচ দেখানোর আগ্রহ দেখায়নি। বাধ্য হয়ে ফিফা সম্প্রচার স্বত্ব নামিয়ে আনে ৩৫ মিলিয়ন ডলারে। কিন্তু অবস্থা বদলায়নি।এহেন পরিস্থিতিতে আদালতের দ্বারস্থ হন কয়েকজন ফুটবলপ্রেমী। তাঁদের আবেদন, ফিফা বিশ্বকাপকে ইতিমধ্যেই জাতীয় মর্যাদাসম্পন্ন টুর্নামেন্ট হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে।

ইডেনে ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই অ্যাডভান্টেজ নাইটদের

প্লেঅফের দৌড় থেকে অনেক আগেই ছিটকে গিয়েছে। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এখন খেলছে স্রেফ মর্যাদা রক্ষার জন্য। অন্যদিকে কেকেআরের সামনে প্লেঅফের দরজা এখনও খোলা। পরপর দুই ম্যাচে জিতলেই কার্যত নিশ্চিত হয়ে যাবে শেষ দল হিসাবে প্লেঅফে যাওয়া। সেই কাজটা বেশ অনেকটা সহজ হয়ে গেল বুধবারের ইডেনে, হার্দিক পাণ্ডিয়াদের বদান্যতায়। প্লে অফের অঙ্কটা আগের তুলনায় সহজ করে ফেলার সুবর্ণ সুযোগ আপাতত রয়েছে নাইটদের হাতে। টসে জিতে এদিন প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন নাইট অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে। বৃষ্টিভেজা ইডেনে অধিনায়কের সিদ্ধান্তকে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সঠিক প্রমাণ করতে কার্যত উঠেপড়ে লাগেন কেকেআর বোলাররা। মূলত পেসাররা এদিন ছিলেন আগুনে ফর্মে। পাওয়ারপ্লেতে ক্যামেরন গ্রিন-সৌরভ দুবের জুটিতে মুম্বইয়ের ব্যাটিং লাইন আপ একেবারে নাকানিচোবানি খে য়েছে। প্রথম ৬ ওভারে মাত্র ৪৬ রান তুলতে পেরেছিল মুম্বই। কিন্তু তার মধ্যেই প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়েছেন রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব-সহ ৪ ব্যাটার।মাঝের ৯ ওভারে উইকেট মাত্র একটা হারালেও সুনীল নারিন-বরুণ চক্রবর্তীর ঘূর্ণিতে দিশেহারা হয়ে পড়ে মুম্বই ব্যাটিং। মাত্র ৪৮ রান ওঠে সেসময়ে।

করোনার বন্ধ দরজাতেও থমকে যায়নি স্বপ্ন

সাঁতারু ছেলের জন্যই দেশ ছেড়েছিলেন মাধবন

তিনি দাপুটে অভিনেতা। বেশ কিছু ছবি পরিচালনাও করেছেন। আর মাধবন। কিন্তু ক্যামেরার বাইরে তাঁর আরেকটি পরিচয় আছে। তিনি একজন বাবা। এই গল্পটা আসলে সেই বাবার, যিনি তাঁর ছেলেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে ছিলেন। মাধবনের ছেলের নাম বেদান্ত। ছোটবেলা থেকেই জলের সঙ্গে তার অদ্ভুত এক বন্ধুত্ব। অন্যরা যখন খেলাধুলায় ব্যস্ত, তখন সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিত সুইমিং পুলে। ধীরে ধীরে সেই ভালোবাসাই বদলে যায় লক্ষ্যে।মাধবন তখন শুধু দূর থেকে দেখতেন না। তিনি বুঝতেন, এই স্বপ্নটা বড়। খুব বড়। আর বড় স্বপ্নের জন্য লাগে ত্যাগ। শুটিং, ব্যস্ততা, আলো-ঝলমলে জীবন - সব কিছুর মাঝেও তিনি খেয়াল রাখ তেন ছেলের সময়মতো অনুশীলন হচ্ছে কি না, মন ঠিক আছে কি না। কিন্তু তিনি নিজেই একদিন বুঝলেন, এই পথটা শুধু নির্দেশ দিয়ে এগিয়ে দেওয়া যায় না, পাশে দাঁড়াতে হয়।তারপর এল সেই কঠিন সময়। করোনা। চারদিক বন্ধ, সুইমিং পুল বন্ধ, পৃথিবী যেন থেমে গিয়েছে। কিন্তু স্বপ্ন কি থেমে থাকে? ঠিক তখ নই মাধবন ও তাঁর পরিবার এক বড় সিদ্ধান্ত নেয়।

ফেডারেশনের ক্লাব লাইসেন্সিং প্রক্রিয়ায় ফেল মোহনবাগান

শর্তসাপেক্ষে পাশ ইস্টবেঙ্গল

ভারতীয় ফুটবলে বড়সড় আলোড়ন তুলে ২০২৬-২৭ মরশুমের ক্লাব লাইসেন্সিং সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। সংস্থার ক্লাব লাইসেন্সিং কমিটির ফার্স্ট ইনস্ট্যান্স বডি (সিএলসি-এফআইবি)-র বৈঠকে একাধিক বড় ক্লাবের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে। চমকে দেওয়ার মতো খবর হল, লাইসেন্স পায়নি দেশের ঐতিহ্যবাহী দুই ক্লাব মোহনবাগান এবং মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। অন্যদিকে, শর্তসাপেক্ষে লাইসেন্স পেয়ে আপাতত বড়সড় স্বস্তি ইস্টবেঙ্গল শিবিরে। নির্দিষ্ট কিছু ঘাটতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূরণ করতে হবে লাল-হলুদকে। একই তালিকায় রয়েছে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি, জামশেদপুর এফসি, মুম্বই সিটি এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি, এফসি গোয়া এবং পাঞ্জাব এফসি। যারা শর্তসাপেক্ষে আগামী মরশুমে অংশ নিতে পারবে।তবে নিয়ম অনুযায়ী, লাইসেন্স না-পাওয়া ক্লাবগুলির সামনে এখনও সুযোগ রয়েছে।প্রতি মরশুমে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্লাবগুলিকে লাইসেন্স অর্জন করতে হয়।

মোহনবাগান জার্সিতে শেষ ম্যাচ?

'মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না'। এমন অবস্থা এখন মোহনবাগান শিবিরে। একদিকে চ্যাম্পিয়নশিপের দোরগোড়ায় ইস্টবেঙ্গল। অন্যদিকে, মোহনবাগানের সামনে খ াতায়কলমে ট্রফি জেতার আশা থাকলেও সেই অঙ্ক বড় কঠিন। যদিও স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধে নামার আগে আত্মবিশ্বাসী সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। সাংবাদিক সম্মেলনে সবুজ-মেরুন হেডকোচ সের্জিও লোবেরা জানালেন, কঠিন সমীকরণ থাকলেও এখনও শিরোপা জয়ের সুযোগ রয়েছে তাঁদের সামনে। আর সেই সম্ভাবনাকে আঁকড়ে ধরেই লড়াই চালিয়ে যেতে চান তাঁরা। তবে ম্যাচে চোট-আঘাত সমস্যা রয়েছে। ডার্বিতে চোট পেয়েছেন আপুইয়া। ডার্বি শেষে পেশিতে টান লাগার কারণে অস্বস্তিতে

পড়েছিলেন জেসন কামিংস। সতীর্থদের কাঁধে ভর দিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে। পরে স্ট্রেচারের সহায়তায় হাঁটতে দেখ া যায় তাঁকে।মোহনবাগান কোচের কথায়, তদিল্লির বিরুদ্ধে আপুইয়া খেলতে পারবে না। ও পুরো ফিট নয়। জেসনকে নিয়েও নিশ্চয়তা দেওয়া যাচ্ছে না। ট্রেনিং সেশনে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।দ লিগ জয়ের সমীকরণ কঠিন হলেও দলকে ইতিবাচক থাকার বার্তা দিয়েছেন লোবেরা। তাঁর কথায়, তআমরা যে পরিস্থিতিতে থাকতে চেয়েছিলাম, সেখানে নেই। কিন্তু এখনও সুযোগ আছে। আর সুযোগ থাকলে বিশ্বাস রাখতেই হবে। লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। আমরাও চ্যাম্পিয়ন হতে পারি, সেই প্রত্যয় রাখতে হবে।দবড় ব্যবধানে জয়ের চাপ নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই তিনি সতর্ক সুরে বলেন, তপ্রথম লক্ষ্য ম্যাচ জেতা। তবে গোলের ব্যবধানও একটা ফ্যাক্টর। সহজ নয়, কিন্তু অসম্ভবও নয়। ফুটবলে সবকিছুই সম্ভব।দ প্রতিপক্ষ দিল্লিকে হালকাভাবে নিতে নারাজ কোচ। তিনি বলেন, তওরা খুব ভালো ফুটবল খেলছে। যদি আমরা ১০০ শতাংশ না দিই, তাহলে জেতা সম্ভব নয়।দ দলের গোল করার সমস্যার প্রসঙ্গে বাগান কোচের মন্তব্য, তআমরা সুযোগ তৈরি করছি, কিন্তু গোল করতে পারছি না। শুধু আক্রমণ নয়, ব্যালান্সও গুরুত্বপূর্ণ। ঝুঁকি নিলে প্রতিপক্ষও সুযোগ পায়।দ পাশাপাশি সেট-পিসের গুরুত্বও তুলে ধরে তিনি বলেন, তসেট-পিস ম্যাচ জেতাতে পারে, ট্রফি জেতাতে পারে।দ সমর্থকদের উদ্দেশে কোচের বার্তা, তআমরা সমর্থকদের কাছ থেকে কিছু চাইতে পারি না।

১,৭৮৮ ম্যাচের বিশাল ঘরোয়া সূচি ঘোষণা বিসিসিআইয়ের

ভারতীয় ক্রিকেটে দীর্ঘতম ঘরোয়া মরশুমের সূচি ঘোষণা করল বিসিসিআই। যেখানে পুরুষ ও মহিলা, উভয় বিভাগের সিনিয়র, অনূর্ধ্ব-২৩, অনূর্ধ্ব-১৯ ও অনূর্ধ্ব-১৬ স্তর মিলিয়ে মোট ১,৭৮৮টি ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। দলীপ ট্রফি দিয়ে মরশুমের সূচনা হবে। তারপর আয়োজিত হবে রনজি। আসন্ন মরশুমে পরিকাঠামোগত একাধিক পরিবর্তনও আনা হয়েছে। ফিরছে সিকে নাইডু ট্রফির 'উইনার্স বনাম রেস্ট অফ ইন্ডিয়া' ম্যাচ। সঙ্গে অনূর্ধ্ব-২৩ স্তরের কিছু প্রতিযোগিতা টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে করা হবে। পাশাপাশি কোচবিহার ট্রফির নকআউট পর্ব নিরপেক্ষ ভেন্যুতে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগস্টের ২৩ তারিখ থেকে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে দলীপ ট্রফি দিয়ে শুরু হবে মরশুম। এরপর ধাপে ধাপে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে ক্রিকেটের লড়াই। বিসিসিআই এক বিবৃতিতে জানায়, '২০২৬-২৭ মরশুম আমাদের ঘরোয়া কাঠামোকে আরও শক্তিশালী ও প্রতিযোগিতামূলক করে তোলা হবে। একই সঙ্গে বিভিন্ন ফরম্যাট ও বিভাগে ভারসাম্য বজায় রাখ ার দিকেও আমরা গুরুত্ব দিয়েছি।'দলীপ ট্রফি (২৩ আগস্ট-১০ সেপ্টেম্বর) শেষে শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত হবে ইরানি কাপ (১-৫ অক্টোবর)। যেখানে মুখোমুখি হবে রনজি চ্যাম্পিয়ন জম্মু ও কাশ্মীর এবং রেস্ট অফ ইন্ডিয়া। ১১ অক্টোবর থেকে শুরু হবে রনজি ট্রফির প্রথম পর্ব। চলবে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত।

সেই সময়

নয়া জামানা

উনিশ শতকের হাফবাবু আর ফুলবাবুদের শখের যৌনতা

আজব সহর কল্ কেতা।
রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা।
হেতা ঘুটে পোড়ে গোবর হাঁসে বলিহারি ঐক্যতা;
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদ্ মাইসির ফাঁদ পাতা।
পুঁটে তেলির আশা ছড়ি, শুড়ি সোণার বেণের কড়ি,
খ্যামটা খান্ কির খাসা বাড়ি, ভদ্রভাগ্যে গোল্ পাতা।দ
'কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা' শীর্ষক নকশায় কতকটা এমনই এক গানের আভাস দিচ্ছেন হুতোম ওরফে কালীপ্রসন্ন সিংহ। কলের শহর কলকাতা। কলির শহর কলকাতা। সেকালের মূল্যে ১৩০০ টাকার বিনিময়ে তিনটি গ্রামের ইজারা থেকে আজকের মেট্রোপলিটন, বহু ভাঙা গড়ার ইতিহাসের সাক্ষী থেকেছে কলিকাতা , ক্যালকাটা , কলকাতা।অষ্টাদশ শতক। শাসকের সেবা আর তাবেদারি করা এই শ্রেণি, আচমকা বড়োলোক হয়ে ওঠে রাতারাতি। এদের কেউ কেউ কোম্পানির মুন্সি, বেনিয়া ছিল। কেউ আবার চিরস্থায়ীর বশে হাঁকিয়ে বসে বিরাট জমিদারী। হঠাৎ লক্ষ্মী লাভ, খেতাব-খ্যাতি, চোখ ধাঁধিয়ে যায় বাবুদের। চুলে টেরি, গিলে করা ধুতি-পাঞ্জাবি আর গায়ে মখমলের চাদর জড়িয়ে দিনের পর দিন তারা কাটিয়ে দিত আমোদ প্রমোদে। কী নেই তাতে? শখের বেড়ালের বিয়ে থেকে বুলবুলির লড়াই, খিস্তি খেউড়, সুরাপান, খেমটা নাচ, বাঈজি নাচ। যৌনতার ক্ষেত্রেও ছিল হরেক প্রকরণ।বাবু চরিত্রের আটটি বিশেষ লক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন প্রিয়নাথ পালিত। ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত তাঁর 'টাইটেল দর্পণ'-এ বলা হয়

সুধু বাবু হয় নাই
আটটি লক্ষণ চাই
তবে নাম জানিবে সকলে।

বেশ্যাবাড়ী ছড়ি ঘড়ি
বিকেলে ফিটন গাড়ি
দিবানিশি ভাস লাল জলে।

গান বাদ্য কর সার
মাছ ধর রবিবার
চুল কাট অ্যালবার্ট ফ্যাসনে।

বড়লোক বলি তবে
ঘুষিবে সুখ্যাতি সবে
সার কথা দীনবন্ধু ভণে।দ

এই 'বাবু' সকলে হতে পারতেন না। এর জন্য কিছু বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, তাঁহার বাক্যে মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত, এবং কলহে সহস্র, তিনিই বাবু। যিনি নিজগৃহে শুধু জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান, এবং মুনিব সাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান, তিনিই বাবু। যাঁহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, ভক্তি কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীতে, এবং রাগ কেবল সদ্ গ্রন্থের উপর, নিঃসন্দেহে তিনিই বাবু।নিজেদের পছন্দের পতিতার ওপর অক্লেশেই টাকা ব্যয় করত বাবুরা। হীরা, জহরত, কোঠা-মাকান থেকে কানের দুল, খোঁপার ফুল সবটাই। এমনকি নামের উল্কি পর্যন্তও খোদাই করত হাতে। যোগ্যতা অনুসারে বাবুদের দুটো ভাগ ছিল। যথা - হাফ বাবু ও ফুল বাবু।
যাদের চারটে 'প' হতো (পাশা, পায়রা, পরদার, পোশাক) তারা ছিল হাফ। অন্যদিকে চারটে 'প' আর চারটে 'খ' (খুশি, খানকি, খানা, খয়রাত) হলে মিলত 'ফুল'-এর খেতাব। এছাড়াও ছিল ফোতো বাবু, হঠাৎ বাবু, ফুল বাবু, প্রগ্রেসিভ বাবু, কাপ্তেন বাবু ইত্যাদি। ভোগবিলাসের ইঙ্গিতটা লক্ষ্য করার মতো। বেশ্যা, খানকি, উপগৃহিনী - সবেতেই যৌনতার ছাপ যেন প্রকট।বাবু সংস্কৃতিতে বেশ্যাগমন ছিল অতি স্বাভাবিক একটা বিষয়। 'সেকাল ও একাল' গ্রন্থে রাজনারায়ণ বসু লিখছেন, তসেকালে লোকে প্রকাশ্যে বেশ্যা রাখিত। বেশ্যা রাখা বাবুগিরির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত।দ কলকাতার রাস্তাঘাট তখন গমগম করত রাত হলেই। বিশেষত সোনাগাছি, রামবাগান, তালতলা, কলুটলা, নাথের বাগান, জোড়াবাগান ও জোড়াসাঁকো। হুতোম লিখছেন, তকলকেতা শহর এই মহাপুরুষদের জন্য বেশ্যা শহর হয়ে পড়েছে, এমন পাড়া নেই যেখানে অন্তত দশঘর বেশ্যা নাই; হেতায় প্রতি বৎসর বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে বই কমছে না। এমনকি একজন বড়মানুষের বাড়ির পাশে একটি গৃহস্থের সুন্দরী বউ কি মেয়ে নিয়ে বাস করার যো নাই, তাহলে দশ দিনেই সেই সুন্দরী টাকা ও সুখের লোভে কুলে জলাঞ্জলি দেবে- যতদিন সুন্দরী বাবুর মনস্কামনা পূর্ণ না করবে ততদিন দেখতে পাবেন বাবু অষ্টপ্রহর বাড়ির ছাদের উপর কি বারান্দাতেই আছেন, কখনও হাসছেন, কখনও টাকার তোড়া নিয়ে ইশারা করে দ্যাখাচ্ছেন, এ ভিন্ন মোসাহেবদেরও নিস্তার নাই, তারা যতদিন তাকে বাবুর কাছে না আনতে পারবেন ততদিন মহাদায়গ্রস্ত হয়ে থাকতে হবে।
বাবুদের ডেডিকেশন ও ডেসপারেশন দুটোই দেখার মতো।বিকারগ্রস্থ যৌনতায় বহু বাবুই গা ভাসাত। মৈথুনকালে অত্যাচার, নিপীড়ন অনেকে পছন্দ করলেও, মাত্রাতিরিক্ত কোনোকিছুই বিপদ। বলপূর্বক সঙ্গম বা ধর্ষণের পাশাপাশি, নেশায় আসক্ত বাবুরা আঁচড়ে, কামড়ে, প্রহার করে ক্ষতবিক্ষত করত সেই পতিতা নারীর দেহ।নিজেদের পছন্দের পতিতার ওপর অক্লেশেই টাকা ব্যয় করত বাবুরা। হীরা, জহরত, কোঠা-মাকান থেকে কানের দুল, খোঁপার ফুল সবটাই। এমনকি নামের উল্কি পর্যন্তও খোদাই করত হাতে। তবে সেই বারাঙ্গনা যদি অন্য পুরুষের সঙ্গে সহবাস করত, তার ফল হত ভয়ানক। ঈর্ষাপরায়ণতার বশে পতিতা-খুন তখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।
বিকারগ্রস্থ যৌনতায় বহু বাবুই গা ভাসাত। মৈথুনকালে অত্যাচার, নিপীড়ন অনেকে পছন্দ করলেও, মাত্রাতিরিক্ত কোনোকিছুই বিপদ। বলপূর্বক সঙ্গম বা ধর্ষণের পাশাপাশি, নেশায় আসক্ত বাবুরা আঁচড়ে, কামড়ে, প্রহার করে ক্ষতবিক্ষত করত সেই পতিতা নারীর দেহ। চিকিৎসক গিরীন্দ্রশেখর বসুর মতে, তএই উভয় প্রকৃতি সাধারণ কঠোরতা হইতে অমানুষিক নিষ্ঠুরতা পর্যন্ত গড়াইতে পারে। কেহ নারীকে বেত্রাঘাত করিয়া আনন্দ পায়.। পক্ষান্তরে কেহ প্রণয়ী বা প্রণয়ণীকে নিজের শরীরে নানাবিধ অত্যাচার করিতে প্ররোচিত করে। রমণকালে প্রেমাস্পদকে চাপন, দংশন ও তাহার পর বেত্রাঘাত, প্রহার এমন কি হত্যা করিয়াও অনেকে যৌনতৃপ্তি লাভ করে। অনালোচিত হলেও, স্যাডিজাম, প্যারাফিলিয়া তখন সমাজের রন্ধ্রে।শুধু পতিতা নয়, একাধিক রক্ষিতাও রাখতেন এই কলির বাহকরা। সে এক অন্ধকার যুগ।
পারিপার্শ্বিক অনাচার, অবিচার মিলিয়ে সমাজের অভিমুখ তখন নিম্নগামী। আজকের ম্যারালিটি দিয়ে তার বিচার সম্ভব নয়। বর্তমানের নিরিখে কিছুটা অস্বস্তি বোধ হলেও, সেকালে এটাই যেন দস্তুর। পুরুষ মানুষ এটুকু করবে না? একটি নারীতেই জীবন খালাস, এটা যেন বাবুদের বিবিরাও মেনে নিতে পারত না। কার ক-জন রক্ষিতা কিংবা কারা রাতে দেরি করে ফেরে, এই নিয়ে রীতিমতো একটা চাপা দ্বন্দ্বও দেখা যেত। বাবু সংস্কৃতির এই বিচিত্র দিকটির কথা তুলে ধরেছেন মদন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'এন্টনী ফিরিঙ্গি' গ্রন্থে লিখেছেন, ত্যাটা ছেলে যদি রাঁড়ই না করে দু-চারটে তাহলে কি আর ব্যাটা ছেলে বলে! কলকাতায়, ফরেসডাঙ্গায় যেখানেই যাবি সেখানেই দেখবি-বাবু বল, জমিদার বল, ভদ্দর নোক বল- রাঁড় না করলে লোক বলেই গন্নি হয় না।
ঘরের দাসীদেরও অবাধে ভোগ করত বাবুরা। যখন তখন ডেকে পাঠিয়ে, যা খুশি করে বেড়াত। এমনকী নিজেদের পরিবারের মেয়েদেরও রক্ষা ছিল না। হুতোম লিখেছেন, শহরের বড় মানুষরা অনেকে এমনি লম্পট যে, স্ত্রী ও রক্ষিতা মেয়েমানুষ ভোগেও সন্তুষ্ট নন, তাতেও সেই নরাধম রাক্ষসদের কামক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না, শেষে ভগ্নি-ভাগ্নি- বউ ও বাড়ির যুবতী মাত্রেই তাঁর ভোগে লাগে- এতে কত সতী আত্মহত্যা করে বিষ খেয়ে এই মহাপাপীদের এড়িয়েচে। সেযুগে শ্বশুর-পুত্রবধু, শাশুড়ি-জামাই, দেওর-ভাতৃবধু এমনকি ভাই-বোনের কেচ্ছাও দেখা যেত।
এমন বহু কেচ্ছাকাহিনির সংবাদ ছেপে বেড়াত সাময়িকপত্র-পত্রিকার পাতায়। ১৮৩৯-এ প্রতিষ্ঠিত 'সম্বাদ রসরাজ' এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য। প্রতি শনি ও মঙ্গলে প্রকাশিত এই কাগজের গ্রাহক সংখ্যা ছিল বিপুল। এছাড়া কালীঘাট পট, বটতলা তো আছেই। সস্তার কাগজ কালিতে ছাপা এই পুস্তিকাগুলি ছিল সমাজের একেকটা দলিল। গবেষক মানস ভাণ্ডারী তাঁর 'সেকালের কলিকাতার যৌনাচার' গ্রন্থে একটি তালিকা পেশ করেছেন। 'আমি তোমারই', 'গুণের শ্বশুর', 'মক্কেল মামা', 'মামাভাগ্নির নাটক', 'বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি' ছিল সে যুগের হিট বই।শুধু পতিতা নয়, একাধিক রক্ষিতাও রাখতেন এই কলির বাহকরা। সে এক অন্ধকার যুগ। পারিপার্শ্বিক অনাচার, অবিচার মিলিয়ে সমাজের অভিমুখ তখন নিম্নগামী। আজকের ম্যারালিটি দিয়ে তার বিচার সম্ভব নয়।সেকালে অনেক বাবুই উভকামী হত।
সমকাম প্রেম বা পায়ুকামে তাদের আপত্তি ছিল না। সুদর্শন সুপুরষ থেকে স্বাস্থ্যবান কিশোর, সবাইকেই সাদরে গ্রহণ করত তারা। উনিশ শতকের 'পুরুষ বেশ্যা' ও 'বালক বেশ্যা'-র কথা উল্লেখ করেছেন মানস ভাণ্ডারী। এছাড়া শ্রীপঞ্চানন ঘোষালের ভাষায়, তসাধারণত এরা ১২ হতে ১৮ বৎসরের গৃহহীন বালক মাত্র। বাবরিকাটা চুলওয়ালা, লম্বা চুড়িদার পাঞ্জাবি পরা এইসব বালক ঠোঁটে রং মেখে, কালি দিয়ে ভ্রু এঁকে কলিকাতার ময়দান এবং অপরাপর নির্জন স্থানে ঘুরা ফিরা করে। অনেকটা এমনই ছিল উনিশ শতকের শহর। দিনভর নেশায় আসক্ত বাবুরা দেশ, কাল, পাত্রের কোনো হিসেবই রাখত না। সারাদিন শুধু ঢালাও মদ আর অবাধ যৌনতা। বহু সংসার এভাবেই ভেসে যায়। শখের বেশ্যার কাছেও জুটত মুড়োঝাঁটার বাড়ি। এছাড়া রোগ ভোগ তো ছিলই। সিফিলিস, এইডস, পিলেজ্বরে আক্রান্ত নরদেহের শেষমেশ ঠাঁই হত এলাকার কোনো এক আস্তাকুঁড়ে।সেই শতক আজ আর নেই। কালের গ্রাসে হারিয়ে গেছে বাবুরা। সেসব নাচঘর, জলসা, আতরের খুশবু, কিংবা গররা সবই হারিয়েছে। তবে সত্যিই কি হারিয়ে গেছে সব? উনিশ শতকের যৌনতা বিবর্তিত হয়েছে। একটু লক্ষ্য করলে এখনও চোখে পড়বে বাবুসুলভ প্রবৃত্তি। তথাকথিত 'ভদ্রতা'-র মুখোশে বুক ফুলিয়ে যা আজও টিকে রয়েছে একবিংশ শতকে - সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্র, প্রতিটি স্তরে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।